পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 229 Sunday, 20 July, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ২২৯ সংখ্যা ✱ ৩ শ্রাবণ, ১৪৩২ রবিবার, ২০ জুলাই, ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

হিমন্তবিশ্বের জবাব

গুয়াহাটি, ১১ জুলাই ঃ 'দিদি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেই, অসমের জনতা নিজেদের মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করছে না...সীমান্তের ওপার থেকে মুসলিমদের অনিয়ন্ত্রিত অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে...'। এক্স হ্যান্ডলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অসম বিজেপির ভাষাগত রাজনীতি'র সমালোচনার মাত্র ২৩ মিনিটের মাথায় অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর অফিশিয়াল এক্স-এ এভাবেই তীব্র জবাবি প্রতিক্রিয়া পোস্ট করেছেন।
আজ শনিবার দুপুর ১২,৩২ মিনিটে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স হ্যান্ডলে 'অসম বিজেপি ভাষাগত রাজনীতি' করছে বলে অভিযোগ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'দেশের দ্বিতীয় সর্বাধিক কথ্য ভাষা বাংলা, অসমেরও দ্বিতীয় সর্বাধিক কথ্য ভাষা বাংলা। সব ভাষা ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে চাওয়া নাগরিকদের, তাঁদের নিজস্ব মাতৃভাষাকে সমুন্নত রাখার জন্য নির্যাতনের হুমকি প্রদান বৈষম্যমূলক এবং অসাংবিধানিক। অসমে বিজেপির এই বিভাজনমূলক অ্যাজেন্ডা সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে। অসমের মানুষ এর বিরুদ্ধে লড়াই করবে। আমি প্রতিটি নির্ভীক নাগরিকের পাশে আছি যাঁরা তাঁদের ভাষা ও পরিচয়ের মর্যাদা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য লড়াই করছে।' মমতার এই পোস্টের কিছুক্ষণ পর মাত্র ২৩ মিনিটের মাথায় বেলা ১২,৫৫ মিনিটে অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা তাঁর তীব্র প্রতিক্রিয়া সংবলিত জবাব দিয়েছেন। জবাবি প্রতিক্রিয়ায় হিমন্তবিশ্ব শুরু করেছেন, 'দিদি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেই, অসমের জনতা নিজেদের মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করছে না...'।
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে কেবল ক্ষমতায় থাকার জন্য বাংলার ভবিষ্যৎ এবং জাতীয়য় অখণ্ডতার সাথে আপস করার অভিযোগ করে 'অনিয়ন্ত্রিত মুসলিম অনুপ্রবেশ' নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ড. শর্মা। অসমের মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, তাঁর সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে তার লক্ষ্য সীমান্তের ওপার থেকে চলমান অনিয়ন্ত্রিত মুসলিম অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করা। এই পদক্ষেপকে জনসংখ্যার পরিবর্তন রোধের প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করে ড. শর্মা লিখেছেন, 'দিদি আমরা আমাদের নিজস্ব নাগরিকদের সঙ্গে লড়াই করছি না। আমরা সীমান্তের ওপার থেকে মুসলিমদের অনিয়ন্ত্রিত অনুপ্রবেশ, যা ইতিমধ্যেই জনসংখ্যার একটি উদ্বেগজনক পরিবর্তনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তা-ই প্রতিরোধ করছি। বেশ কয়েকটি জেলায় (অসমের) হিন্দুরা এখন তাঁদের নিজস্ব ভূমিতে সংখ্যালঘু হওয়ার পথে।' মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা আরও বলেন, অনুপ্রবেশ একটি প্রকৃত উদ্বেগ, কোনও 'রাজনৈতিক ন্যারেটিভ নয়'। ' ভারতের সুপ্রিম কোর্টও এ ধরনের অনুপ্রবেশকে বহিরাগত আগ্রাসন বলে অভিহিত করেছে। আমরা যখন আমাদের ভূমি, সংস্কৃতি এবং পরিচয় রক্ষার জন্য ওঠে দাঁড়াই, তখন আপনি একে রাজনীতিকরণ করতে পছন্দ করছেন!' মমতা বন্দ্যোপাধ্যাকে কটাক্ষ করে বলেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা। অসমের বৈচিত্র্যের প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা সহাবস্থানের চেতনা তুলে ধরে বলেন, ' ভাষা বা ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে ভাগ করি না। অসমিয়া, বাংলা, বড়ো, হিন্দি - সব ভাষা এবং সম্প্রদায় এখানে সহাবস্থান করছেন। কিন্তু কোনও সভ্যতা যদি তার সীমানা এবং সাংস্কৃতিক ভিত্তি রক্ষা করতে অস্বীকার করে তবে তা টিকে থাকতে পারে না।'পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অবৈধ দখলকে উৎসাহিত করে ভোটের জন্য একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়কে তুষ্ট করে এবং সীমান্ত-অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে ব্যর্থ বলে ' ভবিষ্যতের সাথে আপস' করার অভিযোগও করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব। তিনি লিখেছেন, 'দিদি আমরা যখন অসমের পরিচয় রক্ষার জন্য দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করছি, তখন আপনি বাংলার ভবিষ্য নিয়ে আপস করছেন -একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের অবৈধ দখলকে উৎসাহিত করেছেন, ভোট ব্যাংকের জন্য একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে তুষ্ট করছেন এবং সীমান্ত-অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে জাতীয় অখণ্ডতাকে গ্রাস করাচ্ছেন - এই সবই ক্ষমতায় থাকার জন্য।'প্রতিক্রিয়ার উপসংহারে হিমন্তবিশ্ব লিখেছেন, 'অসম তার ঐতিহ্য, মর্যাদা এবং জনগণকে রক্ষা করতে সাহস এবং সাংবিধানিক স্পষ্টতার সাথে লড়াই চালিয়ে যাবেই।'

মোদি না থাকলে ১৫০ আসনও পাবে না বিজেপি!

বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি বিজেপিরই

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই ঃ সংঘের প্রভাব ছেড়ে বিজেপি অনেকাংশে মোদি নির্ভর হয়ে উঠছে। এতদিন এ কথা শোনা যেত বিরোধীদের মুখে। এবার খোদ বিজেপিরই প্রথম সারির সাংসদ নিশিকান্ত দুবের মুখে শোনা গেল সেই স্বীকারোক্তি। তিনি মেনে নিলেন, মোদিকে বিজেপির প্রয়োজন। তিনি না থাকলে গোটা দেশে দো৷শো আসনও পাবে না বিজেপি। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিশিকান্ত দুবে বলেছেন, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর বিজেপির একটা নতুন ভোটব্যাঙ্ক তৈরি হয়েছে। সেই ভোটব্যাঙ্ক আগে বিজেপির ছিল না। বিশেষ করে গরিব শ্রেণির মানুষের সমর্থন বিজেপির দিকে ঘুরে গেছে। সেই আস্থা এখনও অটুট। মোদির প্রতি ওই ভোটারদের আস্থা আছে বলেই তিনি তিনবারের প্রধানমন্ত্রী। দুবের সাফ কথা, মোদির ভোটে জিততে বিজেপিকে প্রয়োজন পড়বে না। কিন্তু মোদিকে বিজেপির প্রয়োজন। গোড্ডার বিজেপি সাংসদ বলছেন, আগামী অন্তত ১৫-২০ বছর নেতা হিসাবে আমি শুধু মোদিকেই দেখছি। নিশিকান্তর এই বার্তা আরএসএসের উদ্দেশে হতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। একটা সময় জল্পনা শোনা যাচ্ছিল, পঁচাত্তরে মোদিকেও অবসরে পাঠাতে পারে আরএসএস। যদিও বিজেপি সেই ' উড়িয়ে জানিয়ে দিয়েছে, মোদিই মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। কিন্তু তাতে জল্পনা কমছে না। সেই জল্পনায় নতুন করে ইন্ধন জুগিয়েছেন সংঘপ্রধান মোহন ভাগবত নিজে। সম্প্রতি সংঘের এক অনুষ্ঠানে আরএসএস প্রধান বলেন, যখন ৭৫ বছর বয়সে আপনাকে কেউ অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অভিনঃদন জানাতে আসবে, তখনই বুঝে যাবেন এবার আপনাকে থামতে হবে। অন্যের জন্য কাজের জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। সংঘ প্রধানের এমন মন্তব্য মোদিকে বার্তা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। আসলে গত এক দশকে বিজেপি যে অনেকটাই মোদি নির্ভর, সেটা মেনে নিচ্ছে সংঘের একাংশও। সেকারণেই সংঘ পরিবার গেরুয়া শিবিরের অন্দর মোদির প্রভাব কমিয়ে সংঘের প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছে বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের। এদিকে আরএসএসের এই ভূমিকা আবার না পসন্দ বিজেপির। গেরুয়া শিবির আপাতত মোদিকেই সর্বোপরি বলে মনে করছে। দলের সাফল্যের কৃতিত্বও তাঁকেই দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে নিশিকান্তর বার্তা আরএসএসের উদ্দেশে করা বলেই মনে করা হচ্ছে।

বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্রে আবগারি দুর্নীতি!

মুম্বাই, ১৯ জুলাই ঃ দিল্লি, ছত্তিশগড়ের পর এবার বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্র! দেবেন্দ্র ফড়ণবিসের রাজ্যে কোটি কোটি টাকার আবগারি দুর্নীতির অভিযোগ। 'কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিট জেনারেল' বা ' রিপোর্টে প্রকাশ্যে এসেছে মদের লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ-সহ একাধিক ক্ষেত্রে কারচুপির জেরে সরকারের ক্ষতি হয়েছে ১০০ কোটি টাকারও বেশি। এই তথ্য সামনে আসতেই সরব হয়েছে বিরোধী শিবির। অভিযোগ উঠছে, এর নেপথ্যে থাকতে পারে বিরাট দুর্নীতি। সিএজির রিপোর্ট অনুযায়ী, মদের লাইসেন্স পুনর্নবীকরণে ফি-এর ভুল মুল্যায়নের জেরে ২০.১৫ কোটি টাকা রাজস্ব ও সুদ বাবদ আরও ৭০.২২ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। অডিটে আরও জানানো হয়েছে, সুপারভিশন বা তত্ত্বাবিধান ফি লাগু করায় ব্যর্থতার কারণে ১.২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ক্ষতি হয়েছে। শুধু তাই নয়, তৎকালীন আবগারি কমিশনার রাজ্যসরকারের অনুমোদন ছাড়াই বিহারের পুরনো মজুদের উপর আবগারি শুল্ক মুকুব করেন। রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য মাইন্ড বিয়ার-এর নমুনা দেরিতে জমা দেওয়ার কারণে ৭৩.১৮ কোটি টাকার কর আদায় ব্যর্থ হয়।অডিটে আরও জানানো হয়েছে, বহুপণ্য ও ব্র্যান্ডের উৎপাদন খরচ অবমূল্যায়নের জেরে আবগারি শুল্কে ৩৮.৩৪ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি ও আমদানি করা বিদেশি মদের ক্রয় খরচে ত্রুটির কারণে ২০১৮ সালের আগস্ট থেকে ২০২২ সালের মার্চের মধ্যে ১১.৪৮ কোটি ও ২০১৭ সালের মে থেকে ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত খরচ হয়েছে ২.৮৯ কোটি। প্রশাসনিক গাফিলতির জেরে এই বিপুল আর্থিক ক্ষতির তদন্ত হওয়া উচিত বলে মনে করছে ক্যাগ।উল্লেখ্য, আবগারি দুর্নীতি কাণ্ডে সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে চর্চিত রাজ্য দিল্লি। নয়া আবগারি নীতিতে বিরাট দুর্নীতির অভিযোগে তৎকালীন আপ সরকারের প্রায় অর্ধেক মন্ত্রিসভার ঠাঁই হয় জেলে গ্রেপ্তার হন খোদ মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বিধানসভা নির্বাচনে দিল্লিতে আপের হারের নেপথ্যেও এই ঘটনাকেই দায়ী করে ওয়াকিবহাল মহল। সম্প্রতি আবগারি দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে ছত্তিশগড়েও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস প্রধান ভূপেশ বাঘেলের পুত্র চৈতন্যকে গ্রেপ্তার করেছে ইডি। এবার এনডিএ শাসিত রাজ্যেও একই ঘটনা সামনে এল।

পাটনায় খুন,নিউটাউনে লুকনোর চেষ্টা, আটক ৫

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ পাটনায় খুন করে বাংলায় লুকনোর চেষ্টা। তবে তাতে লাভ হল না কিছুই। হাসপাতালে ঢুকে গুলি কাণ্ডে পুলিশের জালে আরও ৫ জন। সূত্রের খবর, পুলিশ ও এসটিএফের যৌথ অভিযানে নিউটাউন সাপুরজি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের। মোবাইল টাওয়ার লোকেশনের সূত্র ধরে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় বলেই খবর। গত বৃহস্পতিবার সকালে পারস হাসপাতালে ঢুকে পড়ে দুষ্কৃতীরা। সটান আইসিইউতে ঢুকে ২০৯ নম্বর কেবিনে শুয়ে থাকা কুখ্যাত দুষ্কৃতী চন্দন মিশ্রকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি ছোড়ে মূল শুটার তৌসিফ রাজা ওরফে বাদশারা। গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালের বেডেই মারা যায় কুখ্যাত দুষ্কৃতী চঃদন। পুলিশের একটি সূত্রের খবর, ওই কেবিনের অ্যাটেন্ড্যান্ট দুর্গেশ কুমারের পায়েও গুলি লাগে। মূল অভিযুক্ত বাদশার চার সহকারীর নাম প্রকাশ করে পুলিশ। তারা হল-আকিব মালিক, সোনু, কালু ওরফে মুস্তাকিম এবং ভিভি ওরফে বলবন্ত সিং। তারা ফুলওয়ারি শরিফ ও বক্সারের বাসিন্দা। তাদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি করে পাটনা পুলিশ। এসটিএফ ও পাটনা পুলিশ যৌথ তল্লাশি চালায়। পাটনা পুলিশ সূত্রে খবর, তৌসিফের বাড়ি ফুলওয়ারি শরিফের গুলিস্তান কলোনিতে। তবে সে আদতে বক্সারের বাসিন্দা। তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ফুলওয়ারি শরিফের দুর্গা মন্দির এলাকায় চলতি বছরের রমজানের সময় একটা শুটআউটের ঘটনাতেও তার নাম জা৷ায়। পুলিশ সূত্রে খবর, পাটনার একটি নামী ইংরেজি মাধ্যম স্কুল থেকে পড়াশোনা করেছেন তৌসিফ। তার মা-ও একজন শিক্ষিকা। বাবা একজন ব্যবসায়ী। তবে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েই অপরাধের দুনিয়ায় পা রাখে। সবসময় নিজেকে চর্চার মধ্যে রাখতে পছন্দ করে। অল্প সময়ে পরিচিত হওয়ার লক্ষ্যে অপরাধজগতকে বেছে নেয়। শুরু হয় তার অপরাধ দুনিয়ায় সফর। সুপারি নিয়ে খুন করার কাজ শুরু করে। তারপর ধীরে ধীরে নিজের একটি ' বানায়। মূলত অল্পবয়সি ছেলেদের নিজের দলে নেওয়া শুরু করে। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা হয়। টাকার বিনিময়ে খুন করা, খুনের জন্য নানারকম সহযোগিতা করে সে। বিহার পুলিশের উচ্চপদস্থ এক কর্তা জানান, পাটনার সগুনা মোড় ও ভোজপুরে সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় নিহত চন্দনের গ্যাং জড়িত ছিল। চন্দন পুলিশের কাছে ওই গ্যাংয়ের দুষ্কৃতীদের সম্পর্কে খবরাখবর দিয়েছিল। সেই আক্রোশেই তাকে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। চন্দন বিরুদ্ধে একাধিক খুনের মামলা ছিল। এক ব্যবসায়ীকে খুনের দায়ে তার যাবজ্জীবন জেল হয়। সে বেউর জেলে ছিল। লিভারের সমস্যা হওয়ায় চন্দনকে প্যারোলে ছাড়া হয় হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসা করানো জন্য। তার প্যারোলের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ১৮ জুলাই। ইতিমধ্যেই চন্দন মিশ্র খুনে পৃথক ২টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অসমে বাঙালি 'হেনস্তা' ফুঁসছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

'যাঁরা মাতৃভাষার জন্য লড়াই করছেন তাঁদের পাশে আছি'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ ফের বাঙালি আবেগে শান। এবার অসমে বাঙালি হেনস্তার অভিযোগে সরব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন তিনি। যাঁরা মাতৃভাষাকে ভালোবাসেন, তাঁদের পাশে থাকার বার্তা বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর। স্ন হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, দেশে দ্বিতীয় কথ্য ভাষা হল বাংলা। অসমেও তাই। যাঁরা সমস্ত ভাষা ও ধর্মকে সম্মান করেন তাঁদের উপর শুধুমাত্র মাতৃভাষার জন্য হেনস্তা করা অসাংবিধানিক এবং বৈষম্যমূলক আচরণ। অসমে বিজেপির বিভেদমূলক অ্যাজেন্ডা সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেছে। অসমবাসী রুখে দাঁড়ান। যাঁরা মাতৃভাষার জন্য, নিজের পরিচয়রক্ষার লড়াই করছেন আমি তাঁদের মতো প্রত্যেক নির্ভীক মানষের পাশে আছি।পাল্টা জবাব দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা। স্ন হ্যান্ডেলে তাঁর জবাব, অনুপ্রবেশকারী সংখ্যালঘুদের জন্য সীমান্ত লাগোয়া এলাকার বাসিন্দাদের বসবাসই প্রায় অস্তিত্ব সংকটে। হেনস্তা নয়, অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলেই দাবি অসমের মুখ্যমন্ত্রীর।

উল্লেখ্য, গত কয়েকমাস ধরেই বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর বিভিন্ন রাজ্যে অত্যাচারিত হওয়ার অভিযোগ উঠছে। কখনও মারধর, কখনও তাঁদের উপর হামলা, লুটপাট, উপার্জন কেড়ে নেওয়া, কখনও আবার পরিচয়পত্র ছিনিয়ে নেওয়ার মতো অভিযোগ শোনা গিয়েছে। প্রতিবাদে পথে নেমে আন্দোলন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও শুক্রবার দুর্গাপুরের সভামঞ্চ থেকে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কড়া বার্তা দিয়ে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যে বা যারা অনুপ্রবেশ করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সংবিধান মেনে ব্যবস্থা নেবেন বলেই জানিয়েছেন তিনি। দিন অসমের মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, তাঁর সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে তার লক্ষ্য সীমান্তের ওপার থেকে চলমান অনিয়ন্ত্রিত মুসলিম অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করা। এই পদক্ষেপকে জনসংখ্যার পরিবর্তন রোধের প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করে ড. শর্মা লিখেছেন, ' আমরা আমাদের নিজস্ব নাগরিকদের সঙ্গে লড়াই করছি না। আমরা সীমান্তের ওপার থেকে মুসলিমদের অনিয়ন্ত্রিত অনুপ্রবেশ, যা ইতিমধ্যেই জনসংখ্যার একটি উদ্বেগজনক পরিবর্তনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তা-ই প্রতিরোধ করছি। বেশ কয়েকটি জেলায় (অসমের) হিন্দুরা এখন তাঁদের নিজস্ব ভূমিতে সংখ্যালঘু হওয়ার পথে।' মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা আরও বলেন, অনুপ্রবেশ একটি প্রকৃত উদ্বেগ, কোনও ' ন্যারেটিভ নয়'। ' ভারতের সুপ্রিম কোর্টও এ ধরনের অনুপ্রবেশকে বহিরাগত আগ্রাসন বলে অভিহিত করেছে। আমরা যখন আমাদের ভূমি, সংস্কৃতি এবং পরিচয় রক্ষার জন্য ওঠে দাঁড়াই, তখন আপনি একে রাজনীতিকরণ করতে পছন্দ করছেন!' মমতা বন্দ্যোপাধ্যাকে কটাক্ষ করে বলেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা। অসমের বৈচিত্র্যের প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা সহাবস্থানের চেতনা তুলে ধরে বলেন, ' ভাষা বা ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে ভাগ করি না। অসমিয়া, বাংলা, বড়ো, হিন্দি-সব ভাষা এবং সম্প্রদায় এখানে সহাবস্থান করছেন। কিন্তু কোনও সভ্যতা যদি তার সীমানা এবং সাংস্কৃতিক ভিত্তি রক্ষা করতে অস্বীকার করে তবে তা টিকে থাকতে পারে না।'পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অবৈধ দখলকে উৎসাহিত করে ভোটের জন্য একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়কে তুষ্ট করে এবং সীমান্ত-অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে ব্যর্থ বলে ' ভবিষ্যতের সাথে আপস' করার অভিযোগও করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব।

বঙ্গোপসাগরে নতুন করে দানা বাঁধছে নিম্নচাপ, বঙ্গে ফের দুর্যোগের আশঙ্কা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ উত্তর বঙ্গোপসাগরে ফের দানা বাঁধছে নিম্নচাপ। বদলাতে পারে আবহাওয়া। ফের ভিজতে পারে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলা। ভাসতে পারে উত্তরবঙ্গও।
আগামী ২১ জুলাই উত্তরের জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে আপাতত দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে কয়েকটি জেলায়। জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে।

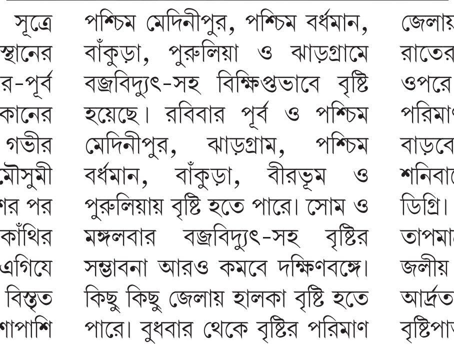

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, মৌসুমী অক্ষরেখা রাজস্থানের বিকানের থেকে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। বিকানের থেকে উত্তর-পূর্ব রাজস্থানের গভীর নিম্নচাপের উপর দিয়ে মৌসুমী অক্ষরেখা বিস্তৃত। উত্তরপ্রদেশের পর ডালটনগঞ্জ হয়ে পুরুলিয়া ও কাঁথির ওপর দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগিয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে মৌসুমী অক্ষরেখা। পাশাপাশি দক্ষিণ-পূর্ব উত্তর প্রদেশের নিম্নচাপ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এটি অবস্থান করছে উত্তর-পূর্ব রাজস্থানে। এটি ক্রমশ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাবে।
শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হয়েছে। রবিবার পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম ও পুরুলিয়ায় বৃষ্টি হতে পারে। সোম ও মঙ্গলবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে দক্ষিণবঙ্গে। কিছু কিছু জেলায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। বুধবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়বে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। বৃহস্পতিবার থেকে নিম্নচাপের বৃষ্টি শুরু হতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। ভারী বৃষ্টির হতে পারে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে। এছাড়া ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়াতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, কালিম্পং এবং উত্তর দিনাজপুর জেলায় ভারী বৃষ্টি হয়েছে। রবি ও সোমবার উত্তরবঙ্গের প্রায় সবকটি জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতায় রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ওপরে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকবে। তার ফলে বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। শনিবারের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৩ ডিগ্রি। শুক্রবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.২ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭৬ থেকে ১০০ শতাংশ। বৃষ্টিপাত হয়েছে ৩৩.৬ মিলিমিটার।

রণকৌশল ঠিক করতে ইন্ডিয়া জোটের ভারচুয়াল বৈঠক

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই ঃ ভোটার তালিকা সংশোধন, বিজেপিশাসিত রাজ্যে বাঙালিদের হেনস্তা ও অপারেশন সিঁদুর-সহ একাধিক ইস্যুতে মোদি সরকারকে চেপে ধরার কৌশল ঠিক করতে আজ শনিবার ভারচুয়াল বৈঠক করে ইন্ডিয়া জোটের শরিকরা। তৃণমূলের তরফে বৈঠকে ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তবে ইন্ডিয়া জোট থেকে পাকাপাকিভাবে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আপের। আবার মোদি সরকার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে দিয়ে যেভাবে গান্ধী পরিবারের ওপর আক্রমণ শানিয়ে আনছে পানীয় তা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। লোকসভা ভোটের পর কিছুটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়া ইন্ডিয়া জোট আবার সক্রিয় হচ্ছে। সেই জল্পনাই ফের উসকে দিয়ে শনিবার সন্ধ্যায় বসে জোটের শীর্ষ নেতৃত্বের বৈঠক। তবে বৈঠক ভারচুয়ালই হয় বলে জানা গিয়েছে। এই বৈঠক আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছিল কংগ্রেস। আলোচনার মূল বিষয়, সংসদের বাদল অধিবেশনে যৌথ কৌশল এবং দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি। প্রথমে ঠিক হয়েছিল এই বৈঠক হবে দিল্লিতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে। কিন্তু অনেক নেতা দিল্লি পৌঁছতে পারবেন না বলে জানান। তাই সিদ্ধান্ত বদলে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত হয়। এই বৈঠকে অনলাইনেই অংশ নেন তৃণমূলের তরফে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব, শিবসেনা উদ্ধব গোষ্ঠীর উদ্ধব ঠাকরে, ডিএমকের এম কে স্ট্যালিন, আরজেডির তেজস্বী যাদব ছাড়াও বাম দলগুলির শীর্ষ নেতৃত্ব। তবে আম আদমি পার্টি এই বৈঠকে ছিল না। সূত্রের খবর, কংগ্রেসের তরফে যোগাযোগ করা হলেও এদিন সকাল পর্যন্ত আপ কোনও পরিষ্কার বার্তা দেয়নি। দলের সাংসদ সঞ্জয় সিং জানান, লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ইন্ডিয়া জোট তৈরি হয়েছিল। এখন এই জোটের কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। তাই আপিল কোন সদস্য ইন্ডিয়া জোটে সামিল হবে না। রাজনৈতিক মহলের মতে, দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কে অবনতি হয় আপের। এমনকি বিভিন্ন সময় গুজরাট ও পাঞ্জাবে গিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বকে সরাসরি আক্রমণ করেন আদমি পার্টির সুপ্রিম অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এদিকে, বিহার বিধানসভা নির্বাচন এগিয়ে আসছে। তার আগে বিরোধীদের ঐক্যের বার্তা দিতে চাইছে ইন্ডিয়া জোট। পাশাপাশি সংসদের বাদল অধিবেশনে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একযোগে আক্রমণও অন্যতম লক্ষ্য। গত বাজেট অধিবেশন ও তার আগের শীতকালীন অধিবেশনে জোটের নেতারা অনেক বিষয়ে একমত হতে পারেননি। তারই সুযোগ নিয়েছিল মোদি সরকার। এবার কেন্দ্রকে কড়া বার্তা দিতে ইন্ডিয়া জোটের এই বৈঠক বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

শাসক দলের পাল্টা প্রস্তুতি, ডোভালের সঙ্গে পরামর্শ শাহ-রাজনাথদের

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই ঃ পহেলগাঁও হামলা, অপারেশন সিঁদুর, আহমেদাবাদ দুর্ঘটনা-একাধিক ঘটনার পর প্রথমবার সংসদ অধিবেশন শুরু হচ্ছে আগামী ২১ জুলাই। জ্বলন্ত ওই ইস্যুগুলি নিয়ে সরকারকে কোণঠাসা করতে একজোট হচ্ছে বিরোধী শিবির। এই পরিস্থিতিতে কোন কৌশলে জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে জড়িত কঠিন প্রশ্নগুলির উত্তর? কোন কৌশলে পালটা চাপ সৃষ্টি? এসব ঠিক করতে শুক্রবার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করল বিজেপির স্ট্র্যাটেজি গ্রুপ।
উল্লেখ্য, অপারেশন সিঁদুর বা পহেলগাঁও হামলা নিয়ে সংসদে বিশেষ অধিবেশনের দাবি তুলেছিলেন বিরোধীরা। কিন্তু সেই দাবি নাকচ করে দিয়েছে মোদি সরকার। অপারেশন সিঁদুর এবং ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতি নিয়ে সংসদে আলোচনা এ৷য়েই যেতে চাইছে কেন্দ্র। কিন্তু সেটা যে সম্ভব না তাও বুঝতে পারছে বিজেপি। তাছাড়া আহমেদাবাদ দুর্ঘটনার পরও এটাই প্রথম সংসদ অধিবেশন। এছাড়াও ভোটার তালিকায় স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) বা বিশেষ সংশোধনের এর কাজ নিয়েও বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। বাদল অধিবেশনের শুরু থেকে এই বিষয়গুলি নিয়েই সুর চড়াতে পারে বিরোধীরা। সেটা আন্দাজ করতে পেরেই পালটা প্রস্তুতি শুরু করেছে সরকার। শুক্রবার দিল্লিতে একটি কৌশল বৈঠক করেছেন কেন্দ্রের শীর্ষস্তরের নেতামন্ত্রীরা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, রাজ্যসভার নেতা পীযুষ গোয়েল-সহ শীর্ষস্তরের বহু নেতা ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে তিন সেনার প্রধান ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গেও পরামর্শ করেছেন শাহ-নাড্ডারা। কোন পথে অপারেশন সিঁদুর বা ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতি নিয়ে বিরোধী প্রশ্নের জবাব দেওয়া হবে সেসব নিয়েই আলোচনা হয়। সূত্রের দাবি, সংসদে অপারেশন সিঁদুর, পহেলগাঁও হামলা এবং ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতি নিয়ে সংসদে বিবৃতি দিতে পারেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। সেই প্রস্তুতিও শুক্রবারের বৈঠকে সারা হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সরকারিভাবে ওই বৈঠক নিয়ে কিছুই জানানো হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে ঃ শমীক ভট্টাচার্য

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ জুলাই ঃ পাটনার পরস হাসপাতালে গ্যাংস্টার চন্দন মিশ্রকে হত্যার ঘটনায় কলকাতার নিউটাউন থেকে কমপক্ষে ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই বিষয়টি সামনে আসতেই ফের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন শমীক ভট্টাচার্য। শনিবার হাওড়ায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-বিরোধী এবং কট্টর অপরাধীদের পুরো নেটওয়ার্ক এখন বিশ্বাস করে, এই সরকার তাদের সরকার। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি আইন-শৃঙ্খলার সম্পূর্ণ পতন হয়েছে। উল্লেখ্য, বিহারের বক্সার জেলার বাসিন্দা চন্দন মিশ্র, সে খুনের আসামি ছিল এবং প্যারোলে মুক্তি পেয়েছিল। গত বৃহস্পতিবার সকালে পাটনার একটি বেসরকারি হাসপাতালের ভিতরে বন্দুকবাজরা তাকে গুলি করে খুন করে। এই খুনের ঘটনার তদন্তে নেমে ৫ অভিযুক্তকে নিউটাউন থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

এয়ার ইন্ডিয়ার দুর্ঘটনার জন্য চালকদের কাঠগড়ায় কেন? প্রশ্ন পাইলট সংগঠনের

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই ঃ মার্কিন সংস্থা বোয়িংকে আড়াল করার চেষ্টা! আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনার দায় পাইলটদের উপর চাপিয়ে প্রতিবেদন পেশ! এবার দুই মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে আইনি নোটিস পাঠাল ভারতীয় পাইলটদের সংগঠন ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান পাইলটস।
আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার প্রাথমিক রিপোর্টে এআইআইবির তরফে জানানো হয়, দুর্ঘটনার আগের মুহূর্তে জ্বালানির সুইচ 'রান' (চালু) থেকে 'কাটঅফ (বন্ধ)অবস্থায় চলে যায়। অর্থাৎ জ্বালানির সুইচে সমস্যা ছিল। কিন্তু আপাতত বোয়িং ৭৮৭-৮ বিমানের জ্বালানি সুইচে কোনও সমস্যা নেই বলেই জানিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া। এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরোর প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, আহমেদাবাদ দুর্ঘটনার আগের মুহূর্তে বিমানটি যখন উপরে ওঠার জন্য গতি পাচ্ছে, তখনই দু'টি ইঞ্জিনের জ্বালানি 'কাটঅফ' মুডে চলে যায়। ইঞ্জিনে জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।
এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এবং রয়টার্স দাবি করে, মার্কিন আধিকারিকরা নিশ্চিত ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে ক্যাপ্টেনের ভুলেই। ব্ল্যাকবক্সের রেকর্ডিংয়ে থেকে জানা গিয়েছে, ক্যাপ্টেনই ফুয়েল সুইচ বন্ধ করে দেন। তাতেই আপত্তি ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান পাইলটসের। পাইলটদের ওই সংগঠন বলছে, যেভাবে AAIB-র রিপোর্টকে জনসমক্ষে দেখানো হচ্ছে তাতে আমরা অসন্তুষ্ট। এভাবে স্বচ্ছ, বিজ্ঞান নির্ভর এবং তথ্যনিষ্ঠ তদন্ত না করেই পাইলটদের উপর দায় ঠেলাটা শুধু তাড়াহুড়ো নয়, এটা দায়িত্বজ্ঞানহীনতা।
ভারতীয় পাইলটদের ওই সংগঠন ইতিমধ্যেই দুই মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে নোটিস পাঠিয়েছে। ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান পাইলটসের বক্তব্য, তথ্যনিষ্ঠ তদন্ত না করেই এই ধরনের রিপোর্ট প্রকাশ করা দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। এ জন্য ক্ষমা চাইতে হবে ওই দুই সংবাদমাধ্যমকে। কীসের ভিত্তিতে ওই রিপোর্ট প্রকাশ করা হল, সেটা জানতে চেয়েছে পাইলটদের সংগঠন। পাইলটদের সংগঠনের দাবি, ওই প্রতিবেদনগুলি পাইলটদের পরিবারগুলির যন্ত্রণা আরও বাড়াচ্ছে।

বিস্ফোরক শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ অনেক আগেই মা, হয়েছে আম্মা। আকাশি রং বদলে করা হয়েছে আসমানি। শুধু তাই নয় ছোট থেকে যারা জেনে এসেছিল রামধনু এখন আবার নতুন করে তাদের শিখতে হয়েছে নতুন ভাষা রংধনু। নতুন ভাষা প্রবর্তনে বাংলার সরকারের জুড়ি মেলা ভার। খোদ বাংলার মুখ্যমন্ত্রীও শুভ নন্দনের মত নতুন নতুন ভাষা উদ্ভাবন করেন। এই সরকার ই এবার পারিবারিক সম্পর্কের মানে বদলে দিতে চাইছে বলে অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কাঁথির কিশোরগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশ্ন পত্রের ছবি তুলে ধরে শুভেন্দু অধিকারী এই অভিযোগ করেছেন। প্রশ্নপত্রের কয়েকটি প্রশ্ন নজর কে৷ছে যেমন আব্বার ভাই কে কি বলে?, চাচার স্ত্রী কে কি বলে কিংবা আম্মার বোনকে কি বলে।

উলুবেড়িয়ায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন মন্ত্রী পুলক রায়ের

উলুবেড়িয়া, ১৯ জুলাই ঃ হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিস ও উলুবেড়িয়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী পুলক রায়। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশ সুপার, উলুবেড়িয়ার মহকুমাশাসক, উলুবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান-সহ অন্যান্যরা। জানা গেছে, আপাতত এলাকার ১০০ জনের বেশি তাদের নাম নথিভুক্ত করেছো এদিন মন্ত্রী পুলক রায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য আরও কম্পিউটার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

ইন্ডি জোট একটা ডুবন্ত নৌকার মতো, কটাক্ষ সুকান্ত মজুমদারের

কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ বিরোধীদের ইন্ডি জোটের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। তাঁর কথায়, ইন্ডি জোট একটা ডুবন্ত নৌকার মতো। শনিবার সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, ইন্ডি জোটের পরিস্থিতি এমন যে তৃণমূল ভার্চুয়ালি যোগাযোগ স্থাপন করছে, কেউ জানে না সিপিএম কী করবে, আর এএপি তাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তাই আসলে কিছুই অবশিষ্ট নেই। এটি একটি ডুবন্ত নৌকার মতো যার মধ্যে একটি বড় গর্ত রয়েছে এবং এটি পরিচালনাকারী ব্যক্তি রাহুল গান্ধীর মতো কেউ। তাহলে কে এতে উঠতে চাইবে?লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর শ্যালক রবার্ট বঢ়র বিরুদ্ধে ইডি-র চার্জশিটের সমালোচনা করে রাহুলের পোস্টের বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, তিনি পরিবারের বাইরে পা রাখতে পারবেন না। তিনি তার পরিবারকেই রক্ষা করবেন।

সোমবার চান্দু বোর্দের জন্মদিন

কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃচন্দ্রকান্ত গুলাবরাও চান্দু বোর্দে হলেন ২১ জুলাই, ১৯৩৪ সালে পুণেতে জন্মগ্রহণকারী বিখ্যাত প্রাক্তন ভারতীয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার। ভারত ক্রিকেট দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। ১৯৫৮ থেকে ১৯৭০ ভারতীয় ক্রিকেট দলে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৯৬৯ সালে ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর ক্রিকেট প্রশাসক হন ও জাতীয় দল নির্বাচকমণ্ডলীর সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন চান্দু বোর্দে।১৯৫৪-৫৫ মরসুমের ঘরোয়া প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেটে বরোদার হয়ে রঞ্জি ট্রফিতে আহমেদাবাদে গুজরাটের বিপক্ষে তাঁর অভিষেক। আর ১৯৫৮-৫৯ মরসুমে সফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে বোর্দের টেস্ট অভিষেক।কেরিয়ারের টেস্ট খেলেছেন ৫৫টি , রান করেছেন ৩১৬১। সেঞ্চুরি করেছেন ৫টি, অর্ধশত রান রয়েছে ১৮টি। সর্বাধিক রান ১৭৭ অপরাজিত। বোলিং করে নিয়েছেন ৫২ টি উইকেট, তাঁর মধ্যে একবার রয়েছে ৫টি উইকেট। ১৯৮৪-৮৬ ও ১৯৯৯-২০০২ - এ দুই মেয়াদে জাতীয় দল নির্বাচকমণ্ডলীর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন চান্দু বোর্দে। এছাড়াও, ১৯৮৯ সালে ভারত দলকে নিয়ে পাকিস্তান সফরে এবং ২০০৭ সালে আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরে দলীয় ব্যবস্থাপকের দায়িত্বে ছিলেন।ক্রিকেট খেলায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারত সরকার চতুর্থ ক্রিকেটার হিসেবে তাঁকে অর্জুন পদকে ভূষিত করে। ১৯৬৯ সালে পদ্মশ্রী ও ২০০২ সালে ভারতের তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার পদ্মভূষণ লাভ করেন। ২০০৬ সালে বিসিসিআই কর্তৃক সিকে নায়ডু আজীবন সম্মাননা পুরস্কার পান তিনি।

কংগ্রেস-আরজেডির অস উদ্দেশ্য থেকে বিহারকে রক্ষা করা প্রয়োজনঃপ্রধানমন্ত্রী

মোতিহারি, ১৯ জুলাইঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত শুক্রবার বিহারের মোতিহারিতে ৭,২০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, রাজ্যে এখন দ্রুত উন্নয়ন হচ্ছে এবং মাওবাদ শেষ হওয়ার পথে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিহারেই রাজ্যের যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য একসঙ্গে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এনডিএ সরকার আবারও একটি নতুন বিহার তৈরি করবে।কংগ্রেস এবং রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-কে অনগ্রসর শ্রেণী বিরোধী হিসেবে বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে এই দলগুলি তাদের পরিবারের বাইরে কাউকে সম্মান দেয়নি। তিনি বলেন, আজ সমগ্র বিহার এদের অহংকার দেখছে। বিহারকে তাদের অসৎ উদ্দেশ্য থেকে আমাদের বাঁচাতে হবে। প্রধানমন্ত্রী রেল, সড়ক, মৎস্য, তথ্যপ্রযুক্তি এবং গ্রামীণ উন্নয়ন এর বিভিন্ন প্রকল্প উদ্বোধন করেন। চম্পারণকে একটি ঐতিহাসিক ভূমি হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, এই ভূমি এখন বিহারকে একটি নতুন ভবিষ্য গড়তে অনুপ্রাণিত করবে। এক বিশাল জনসমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বিহারের দ্রুত উন্নয়ন এবং মাওবাদের প্রভাবের অবসানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, চম্পারণ, গয়া, ঔরঙ্গাবাদ, জামুইয়ের মতো জেলাগুলি একসময় মাওবাদের আঁধারে ডুবে ছিল। এখন সেখানকার যুবকরা বড় স্বপ্ন দেখছে। মাওবাদ তার অন্তিম শ্বাস নিচ্ছে। তিনি বলেন, আজকের প্রজন্মের জানা উচিত যে আরজেডি ও কংগ্রেসের শাসনকালে বিহার উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার গত ১০ বছরে বিহারকে আগের তুলনায় বহুগুণ বেশি অর্থ দিয়েছে। তিনি বলেন, তাঁর লক্ষ্য হল পূর্ব ভারতকেও মুম্বই, পুণে, সুরাট এবং বেঙ্গালুরুর মতো শিল্প ও উন্নযনের কেন্দ্রে পরিণত করা।

কেরলে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, দক্ষিণ ও মধ্যভারতের একাধিক রাজ্যে জারি সতর্কতা

তিরুবনন্তপুরম, ১৯ জুলাইভারী থেকে অতিভারী বর্ষণে দক্ষিণ ভারতের আকাশে আবারও ঘনিয়েছে বিপদের মেঘ। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় কেরলের একাধিক জেলায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। টানা বৃষ্টির সম্ভাবনার কারণে জনজীবনে প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। শুধু কেরল নয়, এই মুহূর্তে দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঝ।-বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে বলে সতর্ক করেছে আইএমডি।কেরলের পাশাপাশি তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা এবং কেন্দ্রশাসিত মাহে অঞ্চলেও আগামী দু'তিন দিন ধরে প্রবল বৃষ্টি হতে পারে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, এই অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, জলমগ্ন হয়ে পাতে পারে শহরাঞ্চল ও গ্রামীণ এলাকা। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু জেলায় প্রশাসনের তরফে সতর্কতা জারি করে স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখা হয়েছে এবং উদ্ধারকারী দল প্রস্তুত রাখা হয়েছে।কেরলে ' অ্যালার্ট' মানেই, সেইসব এলাকায় সম্ভাব্য ভূমিধস, নদীর জলস্তর বৃদ্ধি, গাছপালা উপড়ে পড়া বা বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের সম্ভাবনা। ফলে প্রশাসন সমস্ত জরুরি পরিষেবা প্রস্তুত রাখছে। এর পাশাপাশি স্থানীয় মানুষকেও নিচু এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। কেরলের ইডুক্কি, পাতনমতিট্টা, কোট্টায়াম, কোল্লাম এবং তিরুবনন্তপুরমের কিছু অংশে বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে।অন্যদিকে, দেশের মধ্যভাগেও আবহাওয়ার বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে। মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে আগামী দু'দিন ধরে প্রবল থেকে অতি প্রবল বৃষ্টিপাত চলবে বলে পূর্বাভাস মিলেছে। বিশেষ করে রাজস্থানের দক্ষিণ-পূর্বাংশ এবং মধ্যপ্রদেশের মালওয়া অঞ্চল ইতিমধ্যেই ভিজতে শুরু করেছে। এই অঞ্চলগুলোতে ইতিপূর্বে শুস্কতা ছিল, কিন্তু জুলাই মাসের দ্বিতীয়ার্ধে প্রবল বর্ষণে বদল এসেছে চিত্রে।পূর্ব ভারতও বাদ যাচ্ছে না। আগামী তিন থেকে চার দিন পশ্চিমবঙ্গের তরাই অঞ্চল, সিকিম, ওড়িশা এবং ছত্তিশগড়ে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশে-বিশেষ করে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার-জেলা গুলিতে আগামী কয়েকদিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল। পাহাড়ি অঞ্চল হওয়ায় সেখানে ভূমিধসের ঝুঁকিও থাকছে।এদিকে, রাজধানী দিল্লি এবং উত্তরপ্রদেশেও আংশিক ভাবে প্রভাব পাতে চলেছে এই বর্ষা পরিস্থিতির। দিল্লিতে ইতিমধ্যেই আর্দ্রতা-ভরা গুমোট গরমে নাজেহাল রাজধানীবাসী। তবে আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে পারে সাময়িক বৃষ্টিতে। দিল্লি-সহ এনসিআর অঞ্চলে আগামী কয়েক দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, যা আংশিক স্বস্তি দিতে পারে নাগরিকদের।ঙএই সমগ্র পরিস্থিতিতে সারা দেশের বহু অঞ্চলে রেল, সড়ক ও বিমান পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তা বেড়ে যাওয়ায় এই ব্যাপক বৃষ্টির চিত্র তৈরি হয়েছে। বঙ্গোপসাগরের উপরে একটি নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে, যা আরও শক্তিশালী হয়ে দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের দিকে বৃষ্টি বয়ে আনছে।এখন প্রশ্ন উঠছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এই বৃষ্টির ধরন ও পরিমাণে কি বড়সড় পরিবর্তন আসছে? বিগত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে, বৃষ্টির মৌসুমে অপ্রত্যাশিতভাবে অতিবর্ষণ অথবা দীর্ঘ সময় অনাবৃষ্টির মতো চিত্র ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অসম বৃষ্টিপাত কৃষি, জলসম্পদ এবং শহুরে অবকাঠামোর উপর গভীর প্রভাব ফেলছে।সেই কারণেই কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতরের তরফে রাজ্য প্রশাসনগুলিকে সময়মতো সতর্ক করা হয়েছে যাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। এনডিআরএফ এবং রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। নিচু অঞ্চলের বাসিন্দাদের আগাম সতর্ক করে সুরক্ষিত স্থানে স্থানান্তরের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।সবমিলিয়ে, আগামী কয়েক দিন দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মৌসুমি বৃষ্টির যে দাপট চলবে, তা জনজীবনে ব। প্রভাব ফেলতে পারে। কেরল থেকে রাজস্থান, ওড়িশা থেকে দিল্লি-সব জায়গায় প্রশাসনের কড়া নজর এবং সাধারণ মানুষের সচেতনতা-এই দুইয়ের সমন্বয়েই পার করে যেতে হবে এই বর্ষণঘন দিনগুলি।কেরলের বিভিন্ন জেলায় আগামী ২৪ ঘণ্টা অতিভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করলো ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। আগামী ২-৩ দিন দেশের দক্ষিণাঞ্চলে, মাহে, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, উপকূলীয .অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক এবং তেলেঙ্গানাতেও একই পরিস্থিতি বিরাজ করবে। আগামী দু'দিন মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।পূর্ব ও মধ্য ভারতে, আগামী ৩ থেকে ৪ দিন ওড়িশা, ছত্তিশগড়, পশ্চিমবঙ্গের তরাই অঞ্চল এবং সিকিমে এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকবে। রাজধানী দিল্লি এবং উত্তর প্রদেশেও আগামী কিছু দিন বৃষ্টি হতে পারে।

২১ জুলাইয়ের আগে হাই কোর্টের কড়া বার্তা, কলকাতা পুলিশকে দিল স্পষ্ট নির্দেশঃসকাল ৯টা থেকে ১১টার মধ্যে মধ্য কলকাতায় যানজট চলবে না

কলকাতা, ১৯ জুলাইঃতৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ দিবস উপলক্ষে প্রতিবছরের মতো এ বারও ২১ জুলাই শহরের রাস্তায় দেখা যাবে কয়েক লক্ষ মানুষের ঢল। কলকাতার বুকে এক বিরাট রাজনৈতিক জমায়েত, যে দিন শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা একপ্রকার থমকে দাঁড়ায়। মিছিল, সভা, লোকজনের আগমন-প্রস্থান, যান চলাচলে বিপর্যয়-সবকিছু মিলিয়ে কলকাতার অন্যতম ব্যস্ততম দিনগুলির একটি হয়ে ওঠে ২১ জুলাই। তবে এ বার এই রাজনৈতিক জমায়েতকে ঘিরে কলকাতা হাই কোর্ট এক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করল কলকাতা পুলিশের উদ্দেশ্যে। মূলত শহরের যানজট পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এই হস্তক্ষেপ আদালতের ।গত শুক্রবার হাই কোর্টের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ২১ জুলাই সকাল ৯টা থেকে ১১টার মধ্যে মধ্য কলকাতায় যেন কোনওভাবেই যানজট সৃষ্টি না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে কলকাতা পুলিশকেই। এই সময়সীমার মধ্যে শহরের কেন্দ্রীয়. অঞ্চল, বিশেষত হাই কোর্ট চত্বর ও তার সংলগ্ন পাঁচ কিলোমিটার জুড়ে, রাস্তা যেন সম্পূর্ণভাবে সচল থাকে-এটাই নির্দেশের মূল বক্তব্য।বিচারপতি এও জানিয়ে দিয়েছেন, মিছিল যদি ওই দিন সকাল আটটার আগে শুরু হয়, তাহলে সকাল ন'টার মধ্যে যে অবস্থানে সেই মিছিল থাকবে, সেখানেই সেটেল করতে হবে। মানে, মিছিল যেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্থানচ্যুত না হয়। সকাল ৯টার পর মিছিল যেন কোনওভাবেই চলতে না থাকে এবং কোনও গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি না করে। আদালতের বক্তব্য অনুযায়ী, সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই সময়েই বহু মানুষ আদালতে যান, স্কুল-কলেজে যান, জরুরি প্রয়োজনেও পথে নামেন সাধারণ মানুষ। তাই জনজীবনের এই মৌলিক গতি-প্রবাহে যেন কোনওরকম বিঘ্ন না ঘটে।এই নির্দেশিকার প্রেক্ষিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে কলকাতা হাই কোর্ট চত্বর। বিচারপতির পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে, ওই দিন আদালতের স্বাভাবিক কার্যকলাপ ব্যাহত হওয়া একেবারেই কাম্য নয়। তাই হাই কোর্টের উদ্দেশে যাওয়া সমস্ত রাস্তা, তার আশেপাশের অঞ্চল, এমনকি পাঁচ কিলোমিটার এলাকা পর্যন্ত যেন সম্পূর্ণভাবে যান চলাচলের উপযোগী রাখা হয়। এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শহরের পুলিশ কমিশনারকে। হাই কোর্ট স্পষ্টত জানিয়েছে, কলকাতা পুলিশকেই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই সময়সীমায় শহরের মূল সাক ও আদালতের দিকে যাওয়ার সমস্ত পথকে পরিষ্কার ও বাধাহীন রাখতে হবে।এর আগে ২১ জুলাইয়ের মিছিল বা জনসভার দিন শহরের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বিশৃঙ্খলার অভিযোগ উঠেছিল। হাই কোর্টে আইনজীবীরা বহুবার অভিযোগ করেছিলেন যে তারা নির্ধারিত সময়ে আদালতে পৌঁছতে পারেননি, মামলাগুলির শুনানি পিছিয়ে গিয়েছে এবং আদালতের কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। এই সব ঘটনা সামনে আসার পরেই এবার আদালত এতটা কড়া অবস্থান নিয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। আদালতের এই সিদ্ধান্তে প্রশাসনের উপর চাপ যেমন বেড়েছে, তেমনি প্রশ্ন উঠছে-এত বড় মিছিলের মাঝে কীভাবে এই নির্দেশ কার্যকর করা হবে?কলকাতা পুলিশ ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছে বলে সূত্রের খবর। লালবাজার সূত্রে জানা যাচ্ছে, আদালতের নির্দেশ মেনেই নতুন করে ট্রাফিক প্ল্যান তৈরি হচ্ছে। কোথায় কোথায় মিছিল থাকবে, কতটা সময় সেটি এক জায়গায় স্থির থাকবে, কোন রাস্তাগুলিকে বিকল্প পথ হিসেবে রাখা যেতে পারে, সেই নিয়ে জোর কসরত চলছে। বিশেষ করে হাই কোর্ট সংলগ্ন এলাকায় মোতায়েন করা হবে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে থাকবে স্পেশাল টিম। সকাল ৯টা থেকে ১১টার মধ্যে শহরের ট্রাফিক যাতে নিখুঁতভাবে সচল থাকে, তার জন্য প্রত্যেকটি ট্রাফিক গার্ডকে ইতিমধ্যেই সতর্ক করা হয়েছে।এই নির্দেশিকার মধ্যে রাজনৈতিক মেরুকরণও অনিবার্য হয়ে উঠছে। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্রদের মতে, ২১ জুলাই শহিদ দিবস কেবল একটি রাজনৈতিক অনুষ্ঠান নয়, এটি এক আবেগ, এক ঐতিহ্য। দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ লক্ষ সমর্থক কলকাতায় জড়ো হন শহিদদের স্মরণে। তাই এই ধরনের নির্দেশিকাকে অনেকেই রাজনৈতিক চাপে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ বলে মনে করছেন। যদিও আদালতের তরফে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে হস্তক্ষেপ করছে না, বরং সাধারণ মানুষের নাগরিক অধিকার রক্ষা করতেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।সাম্প্রতিক কালে কলকাতার রাজনৈতিক কর্মসূচিগুলিকে ঘিরে ট্রাফিক জট বা জনজীবনে বিঘ্ন একটি ব। সমস্যা হয়ে দাঁ।ড়িয়েছে। আদালতের এই পদক্ষেপ এক দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ হিসেবে উঠে আসছে। প্রশাসনের সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ হল-একদিকে শহরের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, অন্যদিকে রাজনৈতিক দলের স্বাধীন মতপ্রকাশ ও কর্মসূচি পালনের অধিকার রক্ষা করা।তবে আদালতের তরফে শেষ কথাটি আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে-১১টা পর্যন্ত শহরের ট্রাফিক যেন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকে। তার পরে মিছিল যেমন চলবে, সভা যেমন হবে, তেমনই চলবে। তবে সকাল ৯টা থেকে ১১টা-এই দু'ঘণ্টা যেন শহরের জনজীবন কোনওভাবেই অচল না হয়ে পড়ে।প্রশাসনের একাংশ মনে করছে, এ বছর ২১ জুলাইয়ের ভিড় আগের চেয়ে আরও বেশি হতে পারে। লোকসভা ভোটের আগে এই সমাবেশ দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা। তাই একদিকে রাজনৈতিক সভা এবং অন্যদিকে আদালতের কড়া বার্তা-এই দুইয়ের মাঝে পড়ে প্রশাসন কীভাবে ভারসাম্য বজায় রাখে, সেটাই এখন দেখার।এই পরিস্থিতিতে কলকাতা পুলিশের উপর নজর থাকবে সর্বত্র। আদালতের নির্দেশিকাকে কার্যকর করতে প্রশাসন কতটা তৎপর হয় এবং সেই নির্দেশ কতটা মসৃণভাবে পালন করা সম্ভব হয়, তা ২১ জুলাইয়ের দিন সকাল ৯টা থেকে ১১টার মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। জনজীবন স্বাভাবিক রাখা প্রশাসনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব, আর হাই কোর্ট সেই দায়বদ্ধতাকেই এবার আইনি মো।কে পরিণত করেছে।সুতরাং, এবার ২১ জুলাই শুধু রাজনৈতিক জমায়েতের দিন নয়, এটি হয়ে উঠছে প্রশাসনিক দক্ষতা ও আইনি কর্তব্যপালনের এক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাও।

হরিয়ানার জিন্দে রেখাকে অভ্যর্থন, জন্মদিনে আপ্লুত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী

জিন্দ, ১৯ জুলাই ঃ জন্মদিনে হরিয়ানার জিন্দে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাকে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনিও। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি এদিন সকালে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাকে তাঁর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, জন্মদিন উপলক্ষ্যে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এদিন সকালে হরিয়ানার জিন্দের জুলানার নন্দগড় গ্রামে তাঁর পৈতৃক বাড়িতে যান।জুলানায় আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, হরিয়ানা আমার জন্মস্থান এবং দিল্লিই আমার কর্মস্থল, তাই আজকের দিনটি আমার জন্য বিশেষ। আমি এখানে এসে আমার জন্মস্থানে শ্রদ্ধা জানানোর প্রয়োজন অনুভব করেছি। আমার শ্রদ্ধেয় ভাই, নয়াব সিং সাইনি এবং আমার পুরো হরিয়ানা পরিবার আমাকে অনেক ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ দিয়েছে। আজ এখানে অনেক প্রকল্পের উদ্বোধন করা হযেছে, যা আমার গ্রামের জন্য বিরাট সুবিধা বয়ে এনেছে। হরিয়ানা সরকার এবং আমার বড় ভাই, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনিকে হরিয়ানায় ক্রমাগত এত চমৎকার কাজ করার জন্য এবং আমাদের গ্রামের জন্য তারা যা কিছু করেছেন, তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। তাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। অন্যদিকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জন্মদিনে রেখা গুপ্তার দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।শনিবার সকালে এক্স মাধ্যমে শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাজিকে তাঁর জন্মদিনে শুভেচ্ছা। পদমর্যাদার উন্নতি করে তিনি সর্বদা দিল্লির সেবায় সক্রিয় থেকেছেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি শহরের কল্যাণের জন্য অসংখ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করি।

একগুচ্ছ নতুন প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

পশ্চিম বর্ধমান, ১৯ জুলাই ঃ 'মেক ইন ইন্ডিয়া, মেক ফর দ্যা ওয়ার্ল্ড' এই মন্ত্রে এগিয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গ। শুক্রবার দুর্গাপুরে একগুচ্ছ নতুন প্রকল্পের উদ্বোধন করে এ কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী.তিনি বলেন, দুর্গাপুর স্টিল সিটির পাশাপাশি উকর্ষ শ্রমের বড় জায়গা। এখানে ৫৪০০ কোটি টাকার প্রকল্প উদ্বোধন হল। যোগাযোগ পরিকাঠামো মজবুত হবে, কর্মসংস্থান হবে। সবাইকে অভিনন্দন জানাই এই প্রকল্পগুলোর জন্য। সমগ্র বিশ্বে আজ বিকশিত ভারতের বিষয়ে চর্চা হচ্ছে।এই নতুন বদলে যাওয়া ভারতের অন্যতম লক্ষ্য হল পরিকাঠামো। ৪ কোটি গরীব মানুষের ঘর, রাস্তা, মহা সড়ক, বাড়িতে জল, ডোমেস্টিক এয়ারপোর্ট, গ্রামে গঞ্জে পৌঁছে যাওয়া ইন্টারনেট সব জায়গায়।এখানে রেলওয়ের অভূতপূর্ব কাজ হয়েছে। একাধিক বন্দে ভারত, আধুনিক রেল স্টেশন, রেল ওভারব্রীজ তৈরি হচ্ছে, রেল পথ সম্প্রসারণ হচ্ছে। এয়ারপোর্ট গুলোকে উড়ান যোজনার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।পরিকাঠামো উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কাঁচামাল যারা বানায় তাদেরও রোজগার বাড়বে। গ্যাস সংযোগের কাজ বিগত ১১ বছরে যেভাবে হয়েছে আগে কখনও হয়নি। 'ওয়ান নেশন ওয়ান গ্যাস'-এর উপর দেশজুড়ে কাজ হচ্ছে। পূর্বের ৬ টি রাজ্যে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহের কাজ চলছে। দুর্গাপুর এখন ন্যাশনাল গ্যাস গ্রিডের অংশ হল। এর মাধ্যমে ২৫-৩০ লক্ষ পরিবারে গ্যাস পৌঁছাবে।সমগ্র দেশে প্রবল গতিতে কাজ চলছে। ২০৪৭ সালে বিকশিত ভারত করতে হবে, পুরোপুরি আত্মনির্ভর হতে হবে।

অর্থ তছরুপ মামলায় রবার্ট বঢরার বিরুদ্ধে শুনানি ২৪ জুলাই

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই ঃ দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত রবার্ট বঢরার সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থ তছরুপ মামলার শুনানি স্থগিত করেছে। মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ২৪ জুলাই।১৭ জুলাই এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) হরিয়ানার শিকোহপুর জমি সংক্রান্ত অর্থ তছরুপ মামলায় রবার্ট ভডরা বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। রবার্ট বঢরার সহ আরও ১০ জনের নাম রয়েছে। অর্থ তছরুপ মামলায়.রবার্ট বঢরার এবং তার কোম্পানির ৩৭.৬৪ কোটি টাকার ৪৩টি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি।মামলাটি ২০০৮ সালে শুরু হয়েছিল। গুরুগ্রামের শিকোহপুরে একটি জমির চুক্তি হয়েছিল। স্কাই লাইট হসপিটালিটি মাত্র ৭.৫০ কোটি টাকায় সাড়ে তিন একর জমি কিনেছিল। বঢরা এই কোম্পানির একজন পরিচালক ছিলেন। এই জমিটি ওমকারেশ্বর প্রোপার্টিজ থেকে কেনা হয়েছিল। মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে এই জমির মালিকানা বঢরার কোম্পানিতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। আবার স্কাই লাইট হসপিটালিটি ২০১২ সালে ৫৮ কোটি টাকায় একই জমি ডিএলএফের কাছে বিক্রি করে দেয়। এ থেকে কোম্পানি বিপুল লাভ করেছিল। এই মামলায় ২০১৮ সালে একটি এফআইআরও দায়ের করা হয়েছিল।

আবগারি কেলেঙ্কারির তদন্তে ছত্তিশগড়ে ইডি-র হানা, গ্রেফতার ভূপেশ বাঘেলের ছেলে

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই ঃ ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা ভূপেশ বাঘেলের বাড়িতে ইডি-র হানা। গত শুক্রবার সকালে তাঁর ছেলে চৈতন্য বাঘেলের বিরুদ্ধে অর্থপাচারের অভিযোগে এই তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। অভিযোগ, আবগারি সংক্রান্ত কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত রয়েছেন চৈতন্য। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলল তল্লাশি। এর পরে গ্রেফতার করা হয় ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের ছেলে চৈতন্যকে। ঘটনাচক্রে শুক্রবারই জন্মদিন চৈতন্যের।জানা গিয়েছে, ছত্তিশড়ে মহাদেব বেটিং অ্যাপ ও আবগারি দুর্নীতি মামলায় দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় এজেন্সির স্ক্যানারে ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। গত ১০ মার্চ এই মামলার তদন্তে নেমে ভিলাইয়ে ভূপেশ ও তাঁর ছেলে চৈতন্যের বাড়িতে হানা দেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। এর আগেও এই মামলায় ছত্তিশগড়ের বেশ কয়েকজন সরকারি আধিকারিক ও ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে ইডি। তদন্তকারীদের দাবি, ২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে আবগারি ক্ষেত্রে ২১০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ নয়ছয় হয়েছে এবং সেই টাকা আবগারি চক্রের সুবিধাভোগীরা নিজেদের পকেটে ভরেছেন। এই দুর্নীতির সঙ্গে রাজ্যের অন্যান্য নেতা, সরকারি কর্মীদের পাশাপাশি ভূপেশ ও তাঁর ছেলেও যুক্ত রয়েছেন বলে সন্দেহ ছিল ইডি আধিকারিকদের। এই মামলাতেই শুক্রবার সকালে ভিলাই শহরে চৈতন্যর বাড়িতে হানা দেন ইডি আধিকারিকরা। আর্থিক তছরুপ মামলায় চলে তল্লাশি অভিযান। ইডির দাবি, তল্লাশির সময়ে চৈতন্য তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করছিলেন না। সেই মতো আর্থিক তছরুপ বিরোধী ধারায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

'যাঁরা মাতৃভাষার জন্য লড়াই করছেন তাঁদের পাশে আছি', বার্তা মমতার

কলকাতা, ১৯ জুলাইঃফের বাঙালি আবেগে শান। এবার অসমে বাঙালি হেনস্তার অভিযোগে সরব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন তিনি। যাঁরা মাতৃভাষাকে ভালোবাসেন, তাঁদের পাশে থাকার বার্তা বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর।শনিবার দুপুরে এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, দেশে দ্বিতীয় কথ্য ভাষা হল বাংলা। অসমেও তাই। যাঁরা সমস্ত ভাষা ও ধর্মকে সম্মান করেন তাঁদের উপর শুধুমাত্র মাতৃভাষার জন্য হেনস্তা করা অসাংবিধানিক এবং বৈষম্যমূলক আচরণ। অসমে বিজেপির বিভেদমূলক কার্যসূচী সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেছে। অসমবাসী রুখে দাঁড়ান। যাঁরা মাতৃভাষার জন্য, নিজের পরিচয় রক্ষার লড়াই করছেন আমি তাঁদের মতো প্রত্যেক নির্ভীক মানষের পাশে আছি।

রাশিফল

মেষঃজীবন যেরকম চলছে সেরকমই চলুন। অন্তত সম্পর্কের ক্ষেত্রে। অন্য কোনও সময়ে নিজের জেদ দেখাবেন। আপনার উদ্যম প্রবল বেশি, কাজেই যে কাজগুলি আজ শুরু করতে চান সময় দিন। অভাবী লোকজনের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন, কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না। আজকে আপনি সম্ভবত আর্থিক বিষয় নিয়ে হঠকারী সিদ্ধান্ত নেবেন। নতুন প্রকল্প শুরু করার বা নতুন কাজ করার জন্য আজ আদর্শ দিন।।

বৃষঃআজকে সেরকম একটি খারাপ দিন যেদিন আপনি খুবই স্পর্শকাতর থাকবেন ও আপনার মেজাজ গরম থাকবে। লোকজন বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ না করলে বা খারাপ ব্যবহার করলেই তাদের সঙ্গে ঝগড়া বা বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন না। এতে কিছু ভালো সম্পর্কই নষ্ট করবেন। শুভ দিন।

মিথুনঃআজকে সামাজিক কার্যকলাপ নিয়েই আপনি ব্যস্ত থাকবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে কাটানোর মতো সময় আপয়ান্র হাতে থাকবে না। সঙ্গীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্পর্কটিকে অটুট রাখতে সাহায্য করবে। আপনাকে কষ্টার্জিত অর্থ ফাটকা বাজারে বিনিয়োগ না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কেননা আপনি সম্ভবত ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন।

কর্কটঃআপনি যে কোনও পরিস্থিতিতে কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম। যদি একবার আপনি কিছু করার জন্য মন স্থির করেন, তাহলে আপনার সহকর্মীরা ধরেই নেন সেটি সম্পূর্ণ হবে। বিবাহের যোগ।

সিংহঃবৈদেশিক যোগাযোগ থেকে ভালো কর্মসূচির ধারণা বা ভালো মক্কেল পেতে পারেন। দূরবর্তী স্থান থেকে লাভ হওয়ায় আপনি উৎসাহী হয়ে উঠবেন। কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের সাহায্যে আপনার ভালো পরিমাণ অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা আছে। সংসারে শান্তি হবে

কন্যাঃ আপনার প্রেম জীবন মসৃণ যাবে বলে মনে করা হচ্ছে এবং বাড়িতেও আপনি পরম সুখ অনুভব করবেন। আপনি নিশ্চিত থাকবেন যে আপনি আপনার সঙ্গীর মন জয় করে নিতে পারবেন এবং সেই প্রত্যয় আসবে আপনার সহানুভূতিশীল স্বভাবের কারণে।

তুলাঃআর্থিক দিক থেকে আজ এক সবকিছু গড়পড়তা কাটবে। বন্ধু ও আত্মীয়দের খুশি করার জন্য আপনি হয়ত বেশ কিছু খরচ করবেন, ফলে আপনার সঞ্চয়ে তার প্রভাব পড়বে এবং আপনি প্রচণ্ড মানসিক চাপে ভুগতে পারেন। অভ্যন্তরীণ মিটিং-এর জন্য দিনটি শুভ হলেও ব্যবসায়িক সফরের জন্য নয়।

বৃশ্চিকঃআপনার প্রেমাষ্পদর সমস্ত আচরণ নিয়ে সমালোচনা করা বন্ধ করুন। দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কে পারস্পরিক বোঝাপড়া সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ।আপনি যুক্তিগতভাবে ঠিক হলেও আপনার কাজে আপনাকে আরও কঠোর প্রচেষ্টা করতে হবে।

ধনুঃআপনার গাড়ি বা ভূসম্পত্তির পিছনে আপনি সম্ভবত খরচ করবেন। কাজের যোগ আছে।

মকরঃ আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পেয়ে আপনি খুশি বোধ করবেন। সংসারে শান্তি হবে

কুম্ভঃ আপনার স্বভাবের আশাবাদী দিকটি আপনার প্রিয়তমকে মুগ্ধকরে

মীনঃ আপনার প্রিয়জন আপনাকে শান্তি এবং একাকীত্ব খুঁজে পেতে সহাযতা করতে পারে। এটি আপনার ব্যক্তিগত এবং কাজের জীবনের মধ্যে ভারসাম্য রোধ করতে সহায়তা করতে পারে। আজ প্রশংসার যোগ্য।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার বিশেষ উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টিপাত চলবে দক্ষিণবঙ্গেও। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে।শনি বার সকালেও আকাশ মেঘলা, বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হয়েছে বিভিন্ন জেলায়। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.০ ডিগ্রি কম।আগামী বেশ কিছু দিন উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ার জেলায়। রবি ও সোমবার জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এর মাঝে সারা সপ্তাহ জুড়েই কমবেশি ঝড়-বৃষ্টি চলবে।

তাপমাত্রা- ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ম- ২৫ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৪ শতাংশ এবং ৮১সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ৯.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয় ।জোয়ার- সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মনিট । ভাটা- দুপুর ০৩টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট । সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০২মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২৪মিনিটে

বাসন্তীতে বিজেপি কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি, তদন্তে পুলিশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে এক বিজেপি কর্মী তথা স্থানীয় ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। আক্রান্ত প্রভাকর মণ্ডল নামে ওই ব্যক্তি জানিয়েছেন, শুক্রবার গভীর রাতে পালবাড়ি এলাকায় তাঁকে লক্ষ্য করে মোটরবাইকে করে আসা দু'জন দুষ্কৃতী গুলি চালায়। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও ঘটনার জেরে আঞ্জ তঙ্কিত হয়ে পড়েছেন তিনি। ঘটনার পরেই বাসন্তী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ প্রভাকর মণ্ডল মোটরবাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় আচমকাই অপর একটি বাইকে করে এসে দুই অজ্ঞাতপরিচয় যুবক তাঁর দিকে বন্দুক তাক করে গুলি ছোড়ে এবং দ্রুত এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। প্রভাকর জানান, গুলি তাঁর গায়ে না লাগলেও এই হামলা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই মনে হচ্ছে। এই ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়। আতঙ্ক ছড়িয়েছে প্রভাকরের পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যেও। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গভীর রাতে এমন ঘটনায় এলাকায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আতঙ্কিত প্রভাকর এখন পুলিশের নিরাপত্তা দাবি করছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রভাকরের অভিযোগের ভিত্তিতে বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের খোঁজ চলছে। পাশাপাশি, ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও আগ্নেয়াস্ত্র বা গুলির খোল উদ্ধার হয়নি ঘটনাস্থল থেকে। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, আমরা সমস্ত সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছি। বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। প্রভাকরের বয়ান অনুযায়ী বাইক আঞ্জ রোহী দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণের পরেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের একাংশের ধারণা, ঘটনাটি হয়তো ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। বাইকের সাইলেন্সার ফাটার তীব্র শব্দ অনেক সময় গুলির শব্দের মতো মনে হয়। এমনকি অনেক সময় সাইলেন্সারবিহীন বাইকের আঞ্জ ওয়াজও খুব সহজেই গুলির বিকট শব্দ বলে ভুল হতে পারে। এ ব্যাপারে এক পুলিশ কর্তা বলেন, এই বিষয়টিও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না যে গুলির শব্দ বলে যেটা মনে হয়েছে, সেটা আদৌ গুলি কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কারণ এখনও পর্যন্ত কোনও গুলির চিহ্ন বা খোল পাওয়া যায়নি। আবার কেউ প্রত্যক্ষভাবে গুলির ঘটনা দেখেছেন বলেও জানা যায়নি। তবে শুধু শব্দ বিভ্রান্তির দিকে না তাকিয়ে, রাজনৈতিক যোগের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কারণ প্রভাকর মণ্ডল একজন সক্রিয় বিজেপি কর্মী। তিনি স্থানীয় কিছু রাজনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। ফলে কোনও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকেই কি এই হামলার চেষ্টা? এই প্রশ্নও গুরুত্ব পাচ্ছে তদন্তে। তদন্তকারী অফিসাররা জানিয়েছেন, আমরা প্রভাকরের সঙ্গে বিস্তারিতভাবে কথা বলছি। তিনি কাদের সন্দেহ করছেন বা কোনও সাম্প্রতিক দ্বন্দ্বে জড়িয়েছিলেন কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় এবং স্থানীয় রাজনৈতিক সমীকরণও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে আটক বা গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। তবে এলাকার নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। স্থানীয়দের আশ্বস্ত করা হচ্ছে যাতে আতঙ্ক না ছড়ায়। সব মিলিয়ে, একদিকে রাজনৈতিক তত্ত্ব, অন্যদিকে শব্দ বিভ্রান্তি;দু'দিককেই সমান গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে বাসন্তী থানার পুলিশ। তবে গুলি চলার অভিযোগ যতক্ষণ না স্পষ্ট কোনও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে নারাজ তদন্তকারী আধিকারিকরা।

স্কুলে পরিবেশ শিক্ষার অভিনব উদ্যোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, উঃ ২৪ পরগনা ঃ ছাত্রীদের পরিবেশ সচেতন করতে হাবড়ার কামিনী কুমার গার্লস হাই স্কুলের কয়েকজ শিক্ষিকা ছাত্রীদের নিয়ে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত শিক্ষামূলক বাংলা সিনেমা 'তোর্ষা একটি নদীর নাম' দেখাতে নবম শ্রেণির ৮২ জন ছাত্রীকে নিয়ে সিনেমা হলে হাজির হলেন স্কুলের চারজন শিক্ষিকা। এদিন হাবড়ার রূপকথা সিনেমা হলে বসেই ছাত্রীরা উপভোগ করলেন সিনেমাটি। তিথস এন্টারটেইনমেন্ট প্রযোজিত ও কৃষ্ণেন্দু যান্নিগ্রাহীর পরিচালনায় নির্মিত এই ছবিতে একটি শিশুর বন্ধুত্ব থেকে, পরিবারের বিরুদ্ধে লড়াই ও সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং নৈতিক মূল্যবোধের যে ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। স্কুলের এই উদ্যোগকে সাধুবাদও জানিয়েছেন অভিভাবক মহল। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা জানান, বর্তমান সময়ে পড়াশোনার চাপে, পড়ুয়াদের মানসিক বিকাশও কিছুটা বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। তাই তাদের একটু ভিন্ন স্বাদ দিয়ে, জীবনমুখী শিক্ষা ও বিনোদনের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ করে দেওয়ারই প্রচেষ্টা এটি। সিনেমা হলের বাইরে ছাত্রীরা জানান, তারা এই ধরনের সিনেমা দেখে খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, শুধু নবম শ্রেণি নয়, ধাপে ধাপে অন্যান্য শ্রেণির ছাত্রীদেরও এই সিনেমা দেখানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই সিনেমা দেখার পর, ছাত্রীরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও ভাবতে শিখেছেন বলেও জানান শিক্ষিকারা শিক্ষার সঙ্গে বিনোদনের এমন মেলবন্ধন ঘটিয়ে হাবড়ার কামিনী কুমার গার্লস হাই স্কুল যেন এলাকার শিক্ষাক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করল বলেই মত সমাজ সচেতন নাগরিকদের।

ভেঙে পড়ল পুরনো বাড়ি, মৃত ১

দুরন্তবার্তা, সোদপুরে ভোররাতে ঘটল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ভেঙে পড়ল বহু বছরের পুরনো একটি বাড়ি। ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক বাসিন্দার। ঘটনাটি ঘটেছে পানিহাটি পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের এমএন চ্যাটার্জী রোডে। মৃতের নাম দেবকুমার শ্রীমান (৬৯)। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি পরিবারের সঙ্গে ওই বাড়িতে থাকতেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িটির অবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই খারাপ ছিল। সম্প্রতি টানা বৃষ্টিতে দেওয়াল ও ছাদ আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। শুক্রবার সকালেও বাড়ির একটি অংশ ভেঙে পড়েছিল বলে জানান প্রতিবেশীরা। তখনই এলাকাবাসী ও স্থানীয় কাউন্সিলর ঝর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় বাসিন্দাদের বাড়িটি খালি করে দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু কেউই সেই সতর্কবার্তা আমল দেননি বলে অভিযোগ। শনিবার ভোররাতে আচমকা বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা। পুরনো বাড়িটির একাংশ ভেঙে পড়ে। সেই শব্দে ঘুম ভেঙে যায় পরিবারের বাকি সদস্যদের। তাঁরা কোনরকমে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেও চাপা পড়ে যান দেবকুমার শ্রীমান। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। শুরু হয় উদ্ধারকার্য। ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাড়ির এক সদস্য ভারতী শ্রীমান জানান, তভোরে হঠাৎ আওয়াজ শুনে আমরা ছুটে বাইরে বেরিয়ে আসি। তখনও জানতাম না আমার দেওর ভিতরে চাপা পড়েছে। ওর ছেলে চিৎকার শুরু করলে বুঝতে পারি কী হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা দেবাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, বাড়িটি বহু পুরনো। আগের দিনই ছোট একটা অংশ ভেঙে পড়ে। ভোররাতে পুরো অংশটাই ভেঙে যায়। দেব তখন ঘরে ছিলেন। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও আর বাঁচানো যায়নি। কাউন্সিলর জানান, বাড়িটি বিপজ্জনক বলে বহুদিন ধরেই সতর্ক করে আঞ্জ সছি। কিন্তু কেউ কথা শোনেনি। এত বড় দুর্ঘটনা ঘটবে, ভাবিনি। খুবই দুঃখজনক মৃত্যু। ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া। পুরসভার তরফে অবিলম্বে বাকি অংশ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্থঞ্জ ানীয়দের মধ্যে বাড়ছে আতঙ্ক, একই অবস্থা অন্য পুরনো বাড়িগুলিরও।

তরুণীর শ্লীলতাহানি, অভিযুক্তকে জুতোর মালা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ হিন্দমোটর স্টেশনের সামনে টিকিট কাউন্টারের কাছে এক তরুণীর উপর শ্লীলতাহানির অভিযোগে উত্তাল হয়ে উঠল এলাকা। শনিবার ভোরে ট্রেনের টিকিট কাটতে গিয়েছিলেন এক তরুণী। সেই সময়ই ঘটে যায় এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই তরুণী যখন কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, ঠিক তখনই এক যুবক সাইকেল নিয়ে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ায়। অভিযোগ, তারপর কোনও পূর্ব ইঙ্গিত ছাড়াই ওই যুবক ঝাঁপিয়ে পড়ে তরুণীর উপর। আচমকা হামলায় আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার শুরু করেন তরুণী। তাঁর চিৎকার শুনে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। তরুণীর অভিযোগ শোনার পর উত্তেজিত জনতা অভিযুক্ত যুবককে একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে বেধড়ক মারধর শুরু করে। শুধু তাই নয়, যুবকের গলায় জুতোর মালা পরিয়ে দেওয়া হয়। পরে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ এসে তাকে নিজেদের হেফাজতে নেয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত যুবক বিহারের বাসিন্দা। হিন্দমোটর এলাকায় তার কাকার একটি ফুচকার দোকানে কাজ করত সে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্টেশনের আশপাশে লাগানো সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চন্দননগরের ডিসিপি অর্ণব বিশ্বাস জানান, ঘটনার পর তরুণী এলাকা ছেড়ে চলে যান। স্থানীয়রাই অভিযুক্তকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। উত্তরপাড়া পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রবীর কংসবণিক বলেন, তঘটনাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমাদের এলাকায় আগে এমন কিছু ঘটেনি। স্থানীয়দের তৎপরতায় অভিযুক্ত ধরা পড়েছে। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় তৈরি হয়েছে উত্তেজনা। নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রাও।

চাঁদা তুলে রাস্তা মেরামতে উদ্যোগী গ্রামবাসীরা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ প্রশাসনের দ্বারে বহুবার আবেদন করেও কোনও সাড়া না পেয়ে অবশেষে নিজেরাই ময়দানে নামলেন উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ার পশ্চিম বেনা গ্রামের মানুষ। বছরের পর বছর ধরে অবহেলিত একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা মেরামতের উদ্যোগ এবার নিলেন গ্রামবাসীরাই। নিজেদের অর্থে চাঁদা তুলে কাজ শুরু করে দিলেন তাঁরা, শুধু আশা একটাই;দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ থেকে মুক্তি। বাদুড়িয়ার চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এই পশ্চিম বেনা অঞ্চল দিয়ে যাওয়া প্রায় চার কিলোমিটার দীর্ঘ একটি রাস্তা দাসপাড়া থেকে দক্ষিণ বেনা মোড় পর্যন্ত বিস্তৃত। বহু বছর ধরে রাস্তার হাল বেহাল। বর্ষার সময় জল জমে থাকে, কোথাও আবার মাটি ধসে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। রাস্তাটির মূল গুরুত্ব এই যে, কানুপুর, আটঘরা, রাজাপুর, শিমুলিয়া, শিবপুর প্রভৃতি ছয়-সাতটি গ্রামের মানুষ প্রতিদিন এই পথেই চলাফেরা করেন। কৃষিজ পণ্য বাজারে নিয়ে যাওয়া, ছাত্রছাত্রীদের স্কুল-কলেজে যাওয়া কিংবা অসুস্থ মানুষকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা এইটিই। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত প্রায় ১৫ বছর ধরে এই রাস্তায় কোনও সংস্কারের কাজ হয়নি। বারবার ব্লক প্রশাসন, পঞ্চায়েত কিংবা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জানানো হলেও মেলেনি কোনও স্থায়ী সমাধান। বহুবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা রয়ে গিয়েছে কাগজেই। দিন দিন পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, অ্যাম্বুল্যান্সও আর এই রাস্তা দিয়ে ঢুকতে চায় না। শেষমেশ আর ধৈর্য না ধরে গ্রামবাসীরাই নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে নেমে পড়লেন রাস্তাঘাট সারাইয়ের কাজে। কেউ দিচ্ছেন ৫০০ টাকা, কেউ বা ১০০০। কেউ আবার শ্রম দিয়ে সাহায্য করছেন। যন্ত্রপাতি ভাড়া করে, ইট, বালি, সিমেন্ট জোগাড় করে শুরু হয়েছে মেরামতির কাজ। রাস্তায় ইট বিছিয়ে তৈরি করা হচ্ছে চলাচলের উপযোগী পথ। গ্রামবাসীদের একটাই দাবি, তআমরা সরকার বা প্রশাসনের বিরোধিতা করতে চাই না। কিন্তু এত বছর ধৈর্য ধরেও যদি কোনও সাহায্য না পাই, তাহলে আর কতদিন চুপ করে বসে থাকব? এই উদ্যোগ দেখে অনেকেই বিস্মিত। একদিকে সরকারের চোখে আঙুল দিয়ে দেখি য়ে দিচ্ছেন গ্রামবাসীরা কীভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমস্যার সমাধান করা যায়। অন্যদিকে, প্রশ্ন উঠছে, যেখানে ভোটের সময় প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে যায়, সেখানে নির্বাচনের পর এই এলাকার এমন চিত্র কেন? প্রশাসনের উদাসীনতার বিরুদ্ধে একপ্রকার প্রতিরোধই এই স্বনির্ভর রাস্তাঘাট মেরামতির কাজ। পশ্চিম বেনার মানুষের আশা, তাঁদের এই উদাহরণ ভবিষ্যতে প্রশাসনের ঘুম ভাঙাবে, আর তারা যেমন নিজেরা নিজেদের রাস্তা বানাতে পারছে, তেমনই ভবিষ্যতে উন্নয়নের দায় প্রশাসন নিজের কাঁধে নেবে।

২১ জুলাই ঘিরে চূড়ান্ত প্রস্তুতি, বাসের সংকটে ভরসা ট্রেন-লঞ্চেই

দুরন্তবার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর ঃ ২১ জুলাই সোমবার, শহিদ দিবস উপলক্ষে ধর্মতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের বার্ষিক সমাবেশে অংশ নিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় চলছে জোরকদমে প্রস্তুতি। হাতে সময় মাত্র একদিন। কাঁথি ও তমলুকের তৃণমূল নেতৃত্বের টার্গেট; এই দুই সাংগঠনিক জেলা থেকে অন্তত ১ লক্ষ কর্মী-সমর্থককে কলকাতার সভায় নিয়ে যাওয়া। সেই লক্ষ্যে প্রস্তুতি শুরু হলেও বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে যানবাহনের অভাব। জানা গিয়েছে, এখন পর্যন্ত মোট ৮০০টি বাসের বন্দোবস্ত করতে পেরেছে জেলা নেতৃত্ব। এই সংখ্যা দিয়ে বড়জোর ২৪ হাজার লোককে পরিবহণ সম্ভব। অথচ লক্ষ্য এক লক্ষেরও বেশি। ফলে পরিষ্কার, লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বড় ফারাক থেকেই যাচ্ছে। তাই সমাধানে নামতে হয়েছে বিকল্প ব্যবস্থায়। বাসের সংকট কাটাতে এবার ট্রেন ও লঞ্চের উপর ভরসা রেখে ছেন নেতারা। কাঁথি ও তমলুকের তৃণমূল নেতৃত্ব সূত্রে খবর, অঞ্চলভিত্তি ক হিসেব করে ঠিক করা হয়েছে কোথা থেকে কত কর্মী যাবেন। অঞ্চলপিছু ২টি করে বাস বরাদ্দ করা হয়েছে, আর যেখানে বেশি কর্মী যাচ্ছেন, সেখানে চারটি পর্যন্ত বাসের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তবু প্রয়োজন মতো বাস না মেলায় এবার এগিয়ে এসেছে রেল ও জলপথ। গেঁওখালি, কুকুড়াহাটি, হলদিয়া, সুতাহাটা; এসব এলাকার ফেরিঘাট থেকে লঞ্চে করে কর্মীদের কলকাতায় আনা হবে। অন্যদিকে ট্রেনেও কর্মী পরিবহণের পরিকল্পনা

নেওয়া হয়েছে। এই প্রথমবার পূর্ব মেদিনীপুরে এমন পরিকাঠামোগত চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিকে, কর্মীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য বিশেষ ক্যাম্পেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোলাঘাটে খোলা হচ্ছে একটি বড় ক্যাম্প, যেখানে কর্মীদের জন্য থাকবে টিফিন ও জলের ব্যবস্থা। দীর্ঘপথের যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে কর্মীদের জন্য থাকছে মেডিক্যাল সাপোর্ট টিমও। কাঁথি সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি জানান, একুশে জুলাই শুধু একটা রাজনৈতিক সমাবেশ নয়, এটা আমাদের আবেগের জায়গা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ শোনার জন্য আমাদের লক্ষাধিক কর্মী-সমর্থক প্রস্তুত। যত প্রতিকূলতাই থাক, আমাদের লক্ষ্য পূরণ হবেই। তমলুক সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বলেন, জেলায় পর্যাপ্ত সংখ্যায় বাস পাওয়া যাচ্ছে না। প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট সংস্থাগুলির অধিকাংশ বাস আগে থেকেই বুক করা হয়ে গিয়েছে। তাই ট্রেন ও লঞ্চের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। তবু আমরা আমাদের টার্গেট পূরণের চেষ্টা করছি। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এবার হাইকোর্ট ধর্মতলার সমাবেশ ঘিরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে। আগামী বছর থেকে যাতে এই সভা ঘিরে জনজীবনে প্রভাব না পড়ে, সেই বিষয়ে আদালতের কড়া নজর রয়েছে। ফলে এ বারের সভা যেন নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়, সে দিকেও নজর রেখেছেন তৃণমূল নেতারা। রাজনৈতিক মহলের মতে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের এটি শেষ বড় সমাবেশ। সেই কারণেই এবারের ২১ জুলাইকে ঘিরে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে দল। সমাবেশের পর থেকেই শুরু হবে রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের জনসংযোগ কর্মসূচি। তাই কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি বাড়াতে মরিয়া হয়ে উঠেছে জেলা নেতৃত্ব। তৃণমূলের এক জেলা নেতা বলেন, এটা শুধুমাত্র শহিদ দিবস নয়, বরং আগামী নির্বাচনের জন্য মঞ্চ প্রস্তুতির প্রথম ধাপ। তাই যত বেশি সংখ্যক মানুষকে নিয়ে যেতে পারা যাবে, তত বেশি শক্তি আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করতে পারব। সবমিলিয়ে, পূর্ব মেদিনীপুরে এখন ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে। বাসের অভাবে পরিকল্পনায় পরিবর্তন এলেও দলের লক্ষ্য একটাই;ধর্মতলার সমাবেশে রেকর্ড সংখ্যক কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

মালদার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ - শিল্পের নিদর্শন

দুরন্তবার্তা, ১৯ জুলাই, ২০২৫ ঃ আদিনা মসজিদ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মালদহে জেলায় অবস্থিত একটি মসজিদ। এটি সিরিয়ার উমাইয়া মসজিদের আদলে তৈরি। আদিনা মসজিদ তৎকালীন দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম মসজিদ ছিল। এটি বাংলা সালতানাতের সময় সিকান্দার শাহ-এর নির্মিত একটি রাজকীয় মসজিদ। সিকান্দার শাহ ছিলেন ইলিয়াস শাহী রাজবংশের একজন এবং মহিমান্বিত সুলতান এবং বিশ্বাসীদের খলিফার মত উঁচু উপাধি বহন করেন। মসজিদটি সাবেক রাজকীয় রাজধানী পাণ্ডুয়ায় অবস্থিত। বিশাল স্থাপত্য উমাইয়া মসজিদের হাইপোস্টাইলের সাথে যুক্ত, যা নতুন এলাকায় ইসলাম প্রবর্তনের সময় ব্যবহার করা হয়। ১৩৫৩ ও ১৩৫৯ সালে দিল্লি সালতানাতকে দুইবার পরাজিত করার পর প্রথম দিকের বঙ্গ সালতানাত সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে টেনে নিয়ে যায়। আদিনা মসজিদ ১৩৬৪ সালে কমিশন করা হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থানের সাথে সাথে বঙ্গ সালতানাত ভেঙ্গে যায়। মসজিদটি বাংলা সালতানাতের ইলিয়াস শাহী রাজবংশের দ্বিতীয় সুলতান সিকান্দার শাহের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল। ১৪শ শতাব্দীতে দিল্লি সালতানাতের বিরুদ্ধে দুটি যুদ্ধে বিজয়ের পর, রাজ্যের সাম্রাজ্যিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রদর্শনের জন্য মসজিদটি নির্মাণ করা

এবং ৯ম/১৫শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উত্তর ভারত এবং মধ্যপ্রাচ্য উভয় থেকে বিচ্ছিন্ন মুসলিম বাঙালি রাজারা পশ্চিমা সাংস্কৃতিতে উৎসাহিত হতেন। এজন্য, আদিনা মসজিদের শিলালিপিতে সুলতান সিকান্দারকে তআরব ও পারস্যের সুলতানদের (আরব এ আজম) মধ্যে সবচেয়ে উদার, নিখুঁত, জ্ঞানী, উন্নত এবং ন্যায়পরায়ণ সুলতানদ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে (এস. আহমেদ, পৃষ্ঠা. ৩৮)। মসজিদের বাহিরের দেয়ালে কিছু অংশে হাতি এবং নৃত্যশিল্পীদের মূর্তি খোদাই করা আছে। মসজিদের শিলালিপিতে সিকান্দার শাহকে 'মহান সুলতান' এবং 'বিশ্বাসীদের খলিফা' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। একই সাথে, সুলতানকে মক্কার দিকে মুখ করে দেয়ালের সাথে সংযুক্ত একটি পুরাতন মালদহ শহর থেকে ২০ কিলমিটার দূরে ১২ নং জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থিত। এর বিপরীতে আছে আদিনা মৃগ উদ্যান। এই মসজিদ উত্তর-দক্ষিণে ৫২৪ ফুট লম্বা ও ৩২২ ফুট চওড়া। এতে ২৬০টি থাম ও ৩৮৭টি গম্বুজ আছে। মসজিদের নকশা বাংলা, আরব, ফার্সি ও বাইজেন্টাইন স্থাপত্য অন্তর্ভুক্ত। যদিও মসজিদটি তার আকারের কারণে দূর থেকে আকর্ষণীয়, কিন্তু সূদভাবে পরিকল্পিত সাজসজ্জার কারণে এটি থেকে একটি ভাল দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকা বৈশিষ্ট্য দেখা কঠিন করে তোলে। এটি ধ্বংসস্তূপের রাজমিস্ত্রি দিয়ে নির্মিত হয়েছিল যা ইট, পাথর, স্তূপের প্রলেপ, প্লাস্টার, কংক্রিট, গ্লেজিং বা চুন মসৃণ দ্বারা আবৃত ছিল।

মাত্র ২ টাকায় সিঙ্গারা, কচুরি - অবাক করে দিচ্ছে শিলিগুড়ির এই দোকান

দুরন্তবার্তা, ১৯ জুলাই, ২০২৫ ঃ বর্ষার সন্ধ্যে নামলেই শিলিগুড়ির রাস্তাঘাটে ভিজে হাওয়া আর বৃষ্টির গন্ধে মুড়ি, চানাচুর আর গরম গরম ভাজাভুজির জন্য মন উচাটন হয়ে ওঠে। এই শহরের হাজারো দোকানের ভিড়ে একটিমাত্র দোকান বছরের পর বছর ধরে গল্পের মতো এক ব্যতিক্রমী ঠিকানা, 'দুই টাকার শিঙাড়া কাকু-কাকিমা'র দোকান'। শহরের গেটবাজার এলাকায় এক সরু গলিতে, নিজের বাড়ির সামনের অংশে ছোট্ট দোকানটি চালান নিমাই দাস ও তাঁর স্ত্রী তাপসী দাস। এই দোকান নতুন নয়, দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে তাঁরা এই একই জায়গায়, একইভাবে

মানুষের পাতে রাখছেন গরম শিঙাড়া আর কচুরি। এক সময় এক টাকায় পাওয়া যেত এক পিস শিঙাড়া বা কচুরি। জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও তাঁদের দোকানে বদল এসেছে খুব সামান্যই, করোনা অতিমারির পরে শুধু এক টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে দুই টাকা। রোজ সন্ধ্যা নামলেই দোকানের সামনেটা যেন মিনি মেলায় রূপ নেয়। স্কুল থেকে ফেরা ছাত্রছাত্রী, বাজার ফেরত গৃহিণী, অফিস শেষে বাড়ি ফেরা মানুষ, সবার হাতে দেখা যায় ছোট্ট কাগজের ঠোঙা। ঠোঙার ভেতর গরম শিঙাড়া আর কচুরি; গেটবাজারের এই দুই টাকার সুখ! তাপসী দাস হেসে বলেন, 'দুই টাকায় খুব লাভ হয় না, সংসার চলে যায় কোনওমতে। কিন্তু যারা খে তে আসে, তাদের মুখের হাসি আর আশীর্বাদই আমাদের সবচেয়ে বড় পুঁজি।' প্রতিদিন প্রায় চার-পাঁচ হাজার পিস শিঙাড়া-কচুরি বিক্রি হয়, লাগে প্রায় ৪০-৫০ কেজি ময়দা।

পানীয়জলের সংকট মেটাতে জয়নগরে জলের কলের উদ্বোধন করলেন বিধায়ক

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ পাণীয় জলের সংকটে বেশ কিছু দিন ধরে ভুগছিল জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের দত্তপাড়া এলাকার মানুষজন। সম্প্রতি দত্তপাড়ায় মিত্র সংঘের এক রক্তদান শিবিরে আগত জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসকে সামনে পেয়ে এলাকার মানুষ পাণীয় জলের সংকট মেটাতে অনুরোধ করেন। আর সেদিন তাদের কথা মাথায় রেখে বিধায়ক এই এলাকায় একটি পাণীয় জলের কলের ব্যবস্থা করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। আর তাঁর কথামতো এই এলাকায় একটি পাণীয় জলের কল তৈরি হয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় সেই কলের উদ্বোধন করেন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। এদিনের এই অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল, কাউন্সিলার রাখী ভট্টাচার্য, কাউন্সিলার আবুল কাহার মোল্লা, পৌরসভার বড়বাবু প্রীতম চক্রবর্তী সহ আরো অনেকে। এদিন বিধায়ক বলেন, এলাকার মানুষের অসুবিধার কথা জেনে আমি এই পানীয়জলের কলের ব্যবস্থা করে দিই।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন রাজ্যের মানুষের পাশে আছেন, আমি ও তার সৈনিক হিসেবে জয়নগরের মানুষের পাশে আছি। পৌরসভার উন্নয়নে ও পাশে আছি। এই পাণীয় জলের কলের উপর দত্ত বাজার ও দত্ত পাড়ার বহু মানুষ নির্ভরশীল। তাই এই কলটি চালু হওয়ায় খুশি স্থানীয় পৌরবাসীবৃন্দ।

গাছের জন্য পথ হাঁটল ছাত্রীরা

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, টাকী ঃ বৃক্ষরোপণ ও অরণ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ১৪-২০ শে জুলাই রাজ্য জুড়ে পালিত হচ্ছে অরন্য সপ্তাহ। তারই অঙ্গ হিসাবে শনিবার টাকী ষষ্ঠীবর লালমাধব নিম্ন বুনিয়াদী বালিকা বিদ্যালয়ের তরফে পদযাত্রা ও বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। প্ল্যাকার্ড হাতে পদ যাত্রায় অংশগ্রহণ করে বিদ্যালয়ের ছাত্রী সহ শিক্ষক শিক্ষিকারাও। পদযাত্রা থেকে বৃক্ষ রোপন, বৃক্ষ সংরক্ষণের আহ্বান জানিয়ে পরিবেশ রক্ষার বার্তা দেওয়া হয়। পদযাত্রার পাশাপাশি এদিন টাকীতে বেশ কিছু চারাগাছ রোপন করে ছাত্রীরা।

গেস্ট হাউস থেকে উদ্ধার ১০ কোটি টাকার জাল নোট, গ্রেপ্তার দুই

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধিঃ সন্দেশখালির ধামাখালিতে একটি গেস্ট হাউস থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ জাল নোট। শনিবার সকালে হোটেলে হানা দিয়ে পুলিশ উদ্ধার করেছে প্রায় ১০ কোটি টাকার জাল টাকা, যার মধ্যে কিছু আসল নোটও রয়েছে বলে দাবি তদন্তকারীদের। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুই ব্যক্তিকে। ঘটনাটি ঘটেছে সন্দেশখালি থানার ধামাখালি ফেরিঘাট সংলগ্ন হোটেল রয়্যাল-এ। এই হোটেল দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনায়, কারণ অভিযোগ, আগে এই হোটেলেই সন্দেশখালির কুখ্যাত শেখ শাহাজাহান এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ শিবু হাজরারা প্রায়দিন কাটাতেন। বর্তমানে হোটেলটি পরিচালনা করেন শাহাজাহানের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত বাপ্পাদিত্য মণ্ডল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুর দেড়টা নাগাদ দেবব্রত চক্রবর্তী ও সিরাজউদ্দিন মোল্লা নামে দুই ব্যক্তি হোটেলের ২০৬ নম্বর ঘর ভাড়া নেন। তাঁদের কাছে একাধিক ব্যাগ ছিল বলে জানিয়েছে হোটেল কর্তৃপক্ষ। তাঁদের আচরণ ঘিরে সন্দেহ হওয়ায় শনিবার সকালে পুলিশ সেখানে তল্লাশি চালায়। আর সেখান থেকেই উদ্ধার হয় ব্যাগভর্তি জাল টাকা। ধৃতদের মধ্যে দেবব্রত চক্রবর্তীর বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগণার মহেশতলা এলাকায় এবং সিরাজউদ্দিন মোল্লা বাস করেন জীবনতলা থানার মোটরদিঘি এলাকায়। তাঁদের কাছ থেকে জাল টাকার পাশাপাশি কিছু আসল টাকা, নথিপত্র ও মোবাইল ফোনও উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্তকারীরা মনে করছেন, এই টাকা কোথাও পাচারের ছক ছিল এবং তার আগেই তা ফাঁস হয়ে যায়। তদন্তে উঠে এসেছে, এই হোটেল বহুদিন ধরেই চক্রের কাজকর্মের আখড়া হয়ে উঠেছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, শেখ শাহাজাহান ওই হোটেলকে নিজের ব্যক্তিগত ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতেন। তাঁর প্রভাবেই এখানে কোনো তল্লাশি বা নজরদারি হয়নি এতদিন। কিন্তু সম্প্রতি সন্দেশখালির ঘটনার জেরে জেলা পুলিশ এবং বিশেষ তদন্তকারী দল নজর রাখছিল একাধিক জায়গায়। হোটেলের কর্মীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশ খতিয়ে দেখছে, হোটেলের মালিক ও কর্মীরা এই চক্রের সঙ্গে জড়িত কি না। ধৃতদের জেরা করে জানা যাচ্ছে, এই জাল নোট কাদের দেওয়া হয়েছিল, কোথা থেকে আসছিল এবং কোথায় পৌঁছনোর কথা ছিল, তা জানতে শুরু হয়েছে বিস্তারিত অনুসন্ধান। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া জাল নোট ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। পাশাপাশি হোটেলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে, যাতে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা জানা যায়। পুলিশের অনুমান, উদ্ধার হওয়া জাল টাকার পরিমাণ আরও বাড়তে পারে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ধামাখালি জুড়ে। একদিকে শেখ শাহাজাহানের সঙ্গে হোটেলের সম্পর্ক, অন্যদিকে বিপুল জাল নোট উদ্ধার;এই দুই মিলিয়ে ফের একবার নতুন করে উত্তাল হয়ে উঠেছে সন্দেশখালি। তদন্তে জোর দিয়েছে জেলা পুলিশ এবং শীঘ্রই আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে বলে অনুমান।

পুত্রবধূর আঘাতে শ্বশুরের মৃত্যু, পারিবারিক বিবাদে রক্তাক্ত ক্যানিংয়ে

দুরন্তবার্তা, নিজস্বপ্রতিনিধিঃ দাম্পত্য কলহের জেরে ঘটল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের রাজাপুর এলাকায় পুত্রবধূ র কাঁচির আঘাতে মৃত্যু হল শ্বশুরের। মৃতের নাম স্বপন সর্দার, বয়স ৫৫। শুক্রবার রাতে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে, যা ঘিরে থমথমে এলাকা। অভিযুক্ত পুত্রবধূ মৌসুমি সর্দারকে আটক করেছে পুলিশ, তবে এখনও গ্রেপ্তার দেখানো হয়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বপন সর্দারের ছেলে প্রদীপ এবং তাঁর স্ত্রী মৌসুমির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছিল। প্রায় প্রতিদিনই অশান্তি লেগেই থাকত তাঁদের মধ্যে। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যেও চর্চা হয়েছে। পারিবারিক শান্তি যেন সেই পরিবারে বহুদিন আগেই হারিয়ে গিয়েছিল। শুক্রবার রাতেও সেই বিবাদের আগুন জ্বলে ওঠে। শুরু হয় বচসা, যার রেশ গড়ায় চরমে। ক্রমশ উত্তপ্ত হতে থাকে পরিবেশ। অভিযোগ, তর্কাতর্কির মধ্যে হঠাৎই মৌসুমি হাতের কাছে থাকা একটি কাঁচি তুলে স্বামীর দিকে ধেয়ে যান। সেই সময় নিজের ছেলেকে রক্ষা করতে ছুটে আসেন স্বপন সর্দার। চোখের পলকেই ঘটে যায় মর্মান্তিক ঘটনা। ছেলেকে একপাশে সরিয়ে দিতে গিয়ে মৌসুমির কাঁচির ফলা গেঁথে যায় স্বপনের বুকে। মুহূর্তে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। পরিবারের লোকেরা এবং প্রতিবেশীরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই আকস্মিক ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়দের অনেকে জানান, স্বপন সর্দার একজন সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। পারিবারিক অশান্তি মেটাতে বারবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু শেষ রক্ষা আর হল না। যে পরিবারে শান্তি ফেরাতে তিনি চেষ্টা করতেন, সেখানেই ঘটে গেল তাঁর করুণ পরিণতি। ঘটনার পরেই ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত মৌসুমিকে আটক করে। তবে তাঁকে এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এবং ঘটনাটি অনিচ্ছাকৃত না পরিকল্পিত, তা বোঝা যাবে। এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, আমরা ঘটনাটি খুঁটিয়ে দেখ ছি। মৌসুমিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে এটা একটি দুর্ঘটনা, কিন্তু কোনো বিষয়ই এখনই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। পাশাপাশি প্রতিবেশীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাঁরা জানিয়েছে, মৌসুমি ও প্রদীপের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন বহুদিনের। মৌসুমি মাঝে মধ্যেই চিৎকার-চেঁচামেচি করতেন। পাড়ার অনেকেই এই পরিবারে ঘটে চলা অশান্তির কথা জানতেন। তবে কেউ ভাবেননি পরিস্থিতি এমন মর্মান্তিক পরিণতি ডেকে আনবে। পুলিশ জানিয়েছে, পারিবারিক বিবাদের কোনও পুরনো অভিযোগ রয়েছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মৌসুমির মানসিক অবস্থা, ঘটনার সময় তাঁর আচরণ এবং পরিবারের বাকি সদস্যদের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী তদন্ত এগোনো হবে। সব মিলিয়ে, এক মুহূর্তের রাগ ও হিংসার বহিঃপ্রকাশ কীভাবে একটি প্রাণ কেড়ে নিতে পারে, ক্যানিংয়ের এই ঘটনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বদলে যদি সম্পর্কের ভিত নষ্ট হয়ে যায়, তার পরিণতি কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা ফের একবার সামনে এনে দিল এই মর্মান্তিক মৃত্যু। বর্তমানে এলাকার মানুষ এই ঘটনার রেশ কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। পুলিশি তদন্তের দিকে নজর রাখছে পরিবার থেকে স্থানীয়রাও।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২২৯, রবিবার, ৩ শ্রাবণ ১৪৩২

হরপ্পাতে প্রথম ইটের খিলান

আমরা জানি যে ভারতবর্ষে ইট দিয়ে খিলান নির্মাণের কৌশল এসেছে অনেক পরে. তবে প্রাচীনকালে ভারতে পাথর দিয়ে গোলাকার খিলান যে বানানো হতো তা আপনারা ভুবনেশ্বরের মুক্তেশ্বর মন্দিরে গেলেই দেখতে পাবেন কিন্তু ইট দিয়ে এমন নির্মাণের কোনও প্রমাণ ছিল না। তাই বলে ভাববেন না যে আমরা খিলান বানাতে শিখেছি মধ্যযুগে। আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা, সিন্ধু সভ্যতার সেই প্রতিভাধর কারিগররা, ইট দিয়ে সূচাকৃতি খিলান নির্মাণ করে গিয়েছিলেন;এক অসামান্য কৌশলে, যাকে বলে corbelled arch । সিন্ধু সভ্যতার কথা উঠলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সুচারু পরিকল্পনায় গড়ে ওঠা নগর, বিস্তৃত রাস্তা আর তাদের গায়ে গাঁথা নিখুঁত নিকাশিনালীর জাল। কিন্তু এই গোটা পরিকাঠামোর মধ্যেও এমন কিছু নির্মাণ রয়েছে, যেগুলোর সামনে দাঁড়ালে আজও বিস্ময়ে মাথা নোয়াতে হয়। তেমনই এক বিস্ময়ের নাম হলো ঢালু ইট বসিয়ে তৈরি সূচাকৃতি খিলানবিশিষ্ট নালা; corbelled arch drain। যেখানে একের পর এক ইট একটু একটু করে ভিতরের দিকে এগিয়ে বসানো হত, এই ঢালু ছাদের খিলান, যার নিচ দিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে বয়ে যেত বৃষ্টির জল, বাড়িঘরের নোংরা জল আর শহরের নোংরা বর্জ্য। এতটাই বড় করে বানানো হত এগুলি যে দরকার পড়লে কেউ ভিতরে ঢুকে অনায়াসে পরিষ্কার করতে পারত। এই পয়ঃপ্রণালী শুধু প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ নয়;এটি এক সভ্যতার রুচি, স্বাস্থ্যবোধ আর সুপরিকল্পনার মূর্ত প্রতীক। এই সূচাকৃতি খিলান পাওয়া গেছে হরপ্পা নগরীতেও। ১৯৯৩ সালে 'হরপ্পা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা প্রকল্প'-এর খননে এমন একটি নালার হদিশ মেলে, যা নগরের একটি পুরনো প্রবেশপথের ভিতর দিয়ে কাটা হয়েছিল। সেটি ছিল প্রায় ২.৩৫ মিটার বা ৭.৭ ফুট চওড়া। সেই নালা দিয়েই বয়ে যেত শহরের নোংরা আর বৃষ্টির জল। সময় হলে কর্মীরা তার ভিতরে নেমে পরিষ্কার করত;একদম আধুনিক ম্যানহোলের মতো। ইটের গাঁথুনি ছিল অসাধারণ, প্রতিটি ইট একই মাপে পোড়ানো, মাঝখানে কাদামাটি বা জিপসামের প্রলেপ, যাতে চাপ সহ্য করতে পারে, জল না চুঁইয়ে পড়ে। হরপ্পার খননের সময় এই প্রবেশপথের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয় এবং সেই অনুসারে ডিজিটাল মডেল তৈরির জন্য উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। সঙ্গের ছবিগুলি হল সেই নালার ছবি। একটি ছবিতে প্রায় ৪৩০০ বছর আগের কল্পিত রূপে হরপ্পার প্রবেশদ্বারকে দেখানো হয়েছে। ছবির মাঝখানে দেখা যাচ্ছে একটি ইটের সূচাকৃতি খিলানবিশিষ্ট পয়ঃপ্রণালী, যা মূল রাস্তার একেবারে কেন্দ্র বরাবর নির্মিত হয়েছিল। এই তথ্য এবং খননের সময় পাওয়া ইটের কাঠামোর ভিত্তিতে হরপ্পার দ্বারের থ্রিডি চিত্রটি পুনর্গঠিত করা হয়েছে। তবে অনুমান করতে পারি যে এই পয়ঃপ্রণালীর উপরে ঢাকা ছিল যাতে দ্বার দিয়ে আসাযাওয়া করতে কোন অসুবিধা না হয়। ভাবলে আশ্চর্য লাগে;আজ আমরা মাটির নিচে মেট্রো, ফাইবার অপটিক, ড্রেনেজের কথা ভাবি; আর সাড়ে চার হাজার বছর আগে একদল মানুষ ইট দিয়ে গড়ে তুলেছিল এমন এক পরিকাঠামো, যা শুধু প্রযুক্তি নয়, বরং শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্যবিধি আর বুদ্ধির পরিচয়। মহেঞ্জোদারোর সূচাকৃতি খিলানবিশিষ্ট নালা আর এক কাজে ব্যবহৃত হত।

অঙ্কশিল্পী কে সি নাগ

বর্তমান প্রজন্মের ছেলে -মেয়েরা হয়ত নামটা শোনেই নি তবে তিনি কত বড় অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন সেটা আমরা জানি। চৌবাচ্চা দিয়ে জল বেরোচ্ছে আর ঢুকছে। তেলমাখা বাঁশে বাঁদর উঠছে আর নামছে। সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে। প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে গতিময় ট্রেন। চলন্ত ট্রেনের দৈর্ঘ্য মাপার কৌশল। মনে আসছে কি! হ্যা , কে সি নাগের সেই সব বিখ্যাত পাটিগণিতের অঙ্ক , যা রাত্রে শুয়ে পড়ার পরও মাথায় ঘুরপাক খেতো। স্কুল পেরোনো মধ্যবয়সীদের অফিসে ডেডলাইন চাপের দুঃস্বপ্নেও ফিরে আসে কেশব চন্দ্রের নাম। কারণ স্কুলস্মৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে সাদা পৃষ্ঠায় কালো অক্ষরে পাটীগণিত। নাম তার ' কে সি নাগ'। হুগলির গুড়াপের নাগপাড়ায় ১৮৯৩-এর ১০ জুলাই রথযাত্রার দিন তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তখন গুড়াপে একমাত্র একটাই স্কুল নীলমণি। সেখানেই ভর্তি হলেন শিশু কেশব। পরে ক্লাস সেভেনে ভর্তি হলেন ভস্তারা যোগেশ্বর হাই স্কুলে। নবম শ্রেণিতে ভর্তি হলেন কিষেনগঞ্জ হাই স্কুলে। ১৯১২ সালে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করে কেশব তখন কলকাতার রিপন কলেজের (আজকের সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ছাত্র। ১৯১৪ সালে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন আই.এ.স.সি.। এরপর যোগেশ্বর স্কুলে থার্ড মাস্টারি কিছুদিন। সঙ্গে প্রাইভেট টিউশনি। এরপর উচ্চশিক্ষা। বিজ্ঞান শাখায় না করে কেশবচন্দ্র স্নাতক হলেন অঙ্ক সংস্কৃত এবং কলাবিদ্যায়। পেলেন বি.এ. ডিগ্রি। এরপর কিষেণগঞ্জ স্কুলে গণিতের শিক্ষক। পড়িয়েছিলেন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলেও। তাঁর পড়ানোর খ্যাতি ছাড়িয়ে পড়ল। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে নিয়ে এলেন কলকাতায়। ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনে, সেখান থেকেই প্রধান শিক্ষক রূপে অবসর নেন। কলকাতায় প্রথমে থাকতেন রসা রোডের মেসে। পরে দক্ষিণ কলকাতার গোবিন্দ ঘোষাল লেনে বাড়ি করেছিলেন। শিক্ষকতা নিয়েই মগ্ন ছিলেন কেশবচন্দ্র। স্কুলে অগ্রজ সহকর্মী ছিলেন কবি কালিদাস রায়। তাঁর বাড়িতে বসত সাহিত্যিকদের আড্ডা। মধ্যমণি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদিন বৈঠকী মেজাজেই কথা সাহিত্যিক প্রস্তাব দিলেন বরং বই লিখুন কেশবচন্দ্র। তিনি বই লিখলে আখেরে লাভ পড়ুয়াদেরই। তিনের দশকে প্রকাশিত হল ' নব পাটীগণিত ' ইউ. এন. ধর অ্যান্ড সন্স থেকে । কেশবচন্দ্র নাগ থেকে তিনি হলেন কে. সি. নাগ।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

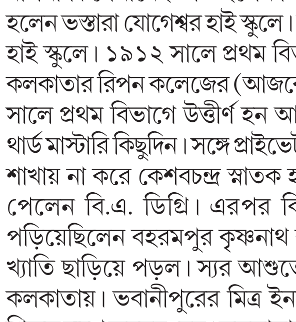

উত্থিত হবে মহা দৈব্য মহাশক্তির। সেই মহৎ মাতৃ দৈব্যশক্তিকে কাজে লাগতে হবে। মানব সেবায় এবং দেশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। মানব পরিবারের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। নারী শক্তির উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। বিজ্ঞানের উন্নতির চর্চায় লাগাতে হবে। সৃষ্টির কাজে লাগাতে হবে। নতুন করে ভারত গড়ার কাজে লাগাতে হবে। নিত্য নতুন বিজ্ঞান আবিস্কারের নেশায় মত্ত থাকতে হবে। মা ভবতারিণীর শক্তিকে সবার মধ্যে বিতরিত করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে বিশ্বের সেরা সম্পদ। সেই মানব সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর বলতেন, মা ভবতারিণীর পুজো করতে হবে। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি সবার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ। তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অর্থ এবং শিক্ষাকে দান করত হবে। কিছু দান না করলে কোনও কিছু কমে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত জাগরিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত মাতা।

কৃষি জমিতে নীল চাষ করতে বাধ্য করতো ইংরেজ সাহেবরা, তার ফলেই বাংলায় শুরু হয় 'নীল বিদ্রোহ'

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত নীল রঙের অন্যতম উৎস হল নীল গাছ বা 'ইন্ডিগোফেরা টিনক্টোরিয়া' নামক উদ্ভিদ প্রজাতি। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ জামাকাপড় রং করতে গাছ থেকে উৎপাদিত এই নীল ব্যবহার করে আসছে। শিল্পবিপ্লবের যুগে ইউরোপের কলকারখানায় নহাটা ও বর্ধমানের কালনাতে নীলকুঠি স্থাপন করেন। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে ক্যারল ব্লুম নামে একজন ইংরেজ বণিক বাংলার কুষ্টিয়ায় একটি নীলকুঠি স্থাপন করেন। তিনি ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে নীলচাষে বিপুল মুনাফার কথা জানিয়ে দ্রুত নীলের ব্যবসা শুরু করার আহ্বান জানান। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি তৎকালীন ইংরেজ

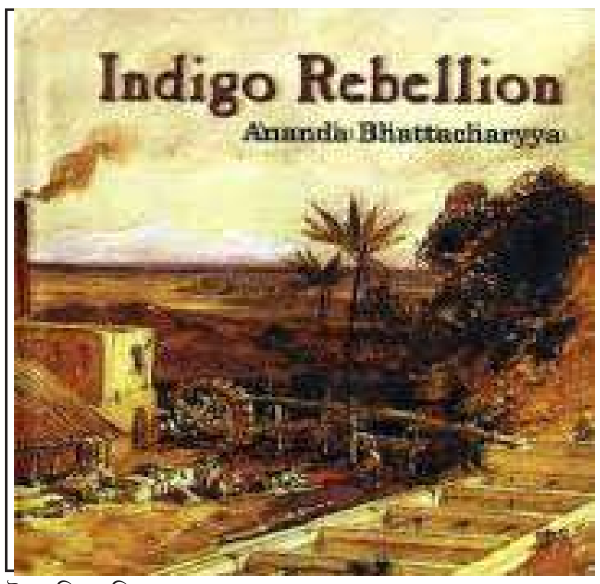

উৎপাদিত সুতিবস্ত্র রং করার জন্য নীলের চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। তাই ব্রিটিশ নীলকররা বাংলায় উৎপাদিত উৎকৃষ্টমানের নীল ইংল্যান্ডের বাজারে চড়া দামে বিক্রি করে অধিক মুনাফা লাভের উদ্যোগ নেয়। তারা বাংলার নীলচাষিদের বলপূর্বক নীলচাষ করতে বাধ্য করে। ফলে শোষিত অত্যাচারিত নীলচাষিরা ব্রিটিশ নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহই ইতিহাসে 'নীল বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন,বেদনার প্রতীক হিসেবে কবিতায়ও নীলের ব্যবহার আছে, অবশ্য তা বস্তুগত নীল নয়, আলঙ্কারিক।

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে নীলের ব্যবহার প্রচলিত ছিল ।ভারতীয় ভেষজ বিজ্ঞানের নানা গ্রন্থে,প্রাচীন প্রতিমূর্তির বর্ণে এবং বিভিন্ন চিত্রকর্মে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এজন্য ধারণা করা হয় যে, এদেশেই নীলচাষের উৎপত্তি।১ লুই বোনার্ড নামের একজন ফরাসি বণিকের মাধ্যমে এদেশে আধুনিক পদ্ধতিতে নীলচাষের প্রচলন ঘটে। তিনি ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা থেকে উন্নতজাতের নীলবীজওআধুনিক চাষের পদ্ধতি এদেশে নিয়ে আসেন। একই বছরে হুগলির চন্দননগরের নিকটবর্তী গোয়ালপাড়াও তালডাঙ্গা গ্রামে তিনি নীলের চাষ শুরু করেন এবং নীলকুঠি স্থাপন করেন। এজন্য তাকে বাংলার প্রথম নীলকর বলা যায়। এরপর তিনি মালদা, যশোরের গভর্নর জেনারেলের কাছে এই বিষয়ে একটি চিঠিও প্রেরণ করেন। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব শুরু হলে বস্ত্রশিল্পে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে এবং বস্ত্র রং করার জন্য নীলের চাহিদা বহুগুণ বেড়ে যায়। ফলে নীলের ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক বুঝতে পেরে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শীঘ্রই নীলের ব্যবসা শুরু করে দেয়। এদেশের মাটি নীলচাষের জন্য বিশেষ উপযোগী হওয়ায় উৎকৃষ্ট গুণমান সম্পন্ন নীল উৎপাদিত হত। এজন্য ইংরেজ কোম্পানি নীলচাষে বিপুল পুঁজি বিনিয়োগ করে। নদিয়া,যশোর, বগুড়া,রঙপুর প্রভৃতি জেলায় নীলচাষ শুরু হয়। একটি পরি সংখ্যান অনুযায়ী১৮০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নীলচাষে যে খরচ হয়,তার পুরোটাই কোম্পানি স্বল্প সুদে অগ্রিম (দাদন) হিসেবে প্রদান করে। আর এতে উৎপন্ন নীলের সবটাই ইংল্যান্ডে বিক্রয় করে কোম্পানি বহুগুণ লাভ করে। নীলের প্রতি পাউন্ডে ছয় টাকার মতো লাভ করে কোম্পানির সম্পত্তি ফুলেফেঁপে ওঠে। এই ব্যবসায় আরও লাভের আশায় কোম্পানি ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলার চব্বিশ পরগনা,মালদা, খুলনা, রাজশাহী, পাবনা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় বৃহৎ পরিসরে নীলচাষ শুরু করে এবং অসংখ্য নীলকুঠি গড়ে তোলে। এই নীল কুঠিগুলি ছিল নীলগাছ থেকে নীল রং তৈরি করার কারখানা এবং এগুলির পরিচালনার দায়িত্বে ছিল অত্যাচারী নীলকররা। কোম্পানির এই বৃহৎ উদ্যোগ গ্রহণের ফলে ১৮১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলায়। এক লক্ষ ২৮ হাজার মন নীল তৈরি হয়। এরপর মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যেই বাংলার নীল সমগ্র পৃথিবীর নীলের বাজারে একচেটিয়া অধিকার কায়েম করে। ফলে লাভজনক নীলের ব্যবসার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ফরাসি, ডাচ,পর্তুগিজ, দিনেমার প্রভৃতি দেশের ধনিক গোষ্ঠীও দলে দলে বাংলায় পাড়ি জমায়।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলায় ৬২৮টি সদর কুঠির অধীনে সর্বমোট ৭৪৫২টি নীলকুঠি ছিল (দেশীয় জমিদার-মহাজনদের কুঠি বাদে)। এই নীলকুঠিগুলি থেকে উৎপন্ন হাজার হাজার মন নীল ইংল্যান্ডে প্রেরণ করে কোম্পানি প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। এসময় নীলচাষে কর্মরত ছিল ১কোটি ১২ লক্ষ ৩৬ হাজার জন চাষি এবং নীলকুঠিগুলিতে নিযুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৪৮২ জন। ইংরেজ কোম্পানির মূলধনের শতকরা ৭৩ ভাগ নীলের ব্যবসায় লগ্নিকৃত ছিল। সে সময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অন্য কোন পণ্য নীলের মত এত ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেনি। ১৮২০-র দশকে কেবল নীল বিক্রি করে ইংরেজ কোম্পানি বছরে দশ-বারো লক্ষ টাকা লাভ করত।

প্রথমদিকে নীলচাষ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারে ছিল। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনের ফলে তাদের একচেটিয়া অধিকার লোপ পায় এবং ব্রিটেন থেকে দলে দলে ইংরেজ নীলকররা বাংলায় এসে নিজেদের ইচ্ছামত এখানকার চাষিদের দিয়ে নীলের চাষ শুরু করে। এদিকে বাংলায় উৎপাদিত নীল উৎকৃষ্ট গুণমান সম্পন্ন হলেও এর চাষ করে বাংলার কৃষকরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছিল না। ফলে তারা ক্রমেই লাভজনক ধানওপাট চাষের দিকে ঝুঁকে পড়ে। যেহেতু বাংলায় উৎপাদিত নীলের অর্ধেক উৎপন্ন হত অবিভক্ত বাংলার যশোর ও নদীয়া জেলায়,তাই এইসব অঞ্চলের নীলচাষ করতে অনিচ্ছুক চাষিদের ব্রিটিশ নীল কররা অত্যাচারওনির্যাতন করে নীলচাষ করতে বাধ্য করত। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সমগ্র বাংলায় এই ধরণের অত্যাচারী নীলকরের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচশ জন,যার মধ্যে ঢাকা ও আশেপাশের জেলাগুলির নীলের চাষ এককভাবে জে পি ওয়াইজ নামক অত্যাচারী নীল করের নিয়ন্ত্রণে ছিল। বাংলার এরূপ কয়েকজন অত্যাচারী নীল কুঠিয়ালও নিয়ন্ত্রিত নীলকুঠিগুলির নাম হল। এছাড়াও পরবর্তীকালের কয়েকজন অত্যাচারী কুখ্যাত নীল কুঠিয়াল হলেন মিস্টার টেলর, মিস্টার ন্যুটসন, মিস্টার রিজেন্ট, মিস্টার স্টিভেনশন, মিস্টার জেঙ্কিনসন, মিস্টার ম্যাকেঞ্জি, মিস্টার ওয়াটস, মিস্টার ডেভারেল। লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব প্রদানের শর্তে বাংলার উচ্চবিত্ত ব্যক্তিদের জমির মালিকানা প্রদান করেন। এরা সাধারণত বংশানুক্রমে জমিদারি ভোগ করত। ইংরেজ নীলকররা এদেশে নীলচাষ করার সময় এই জমিদার শ্রেণীকে তাদের সামনে একটি বড় বাধা হিসেবে দেখতে পেল। কেননা, নীলকররা কোনো জমি কেনার পর ওই জমির কৃষকরা আগের জমিদারদের অধীনেই থাকত। ফলে জমিদারের অধীন কৃষককে দিয়ে নীলকররা ইচ্ছেমত কাজ করিয়ে নিতে পারত না। তাদের এই সমস্যা সমাধানের জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে 'অষ্টম আইন' পাস করে। এই আইনে জমিদার নিজের জমির ভেতর 'পত্তনি তালুক' দেওয়ার সুযোগ পায়। জমিদাররা অধিক মুনাফার লোভে নীলকরদের কাছে বড় বড় পত্তনি দিতে শুরু করে। প্রসন্নকুমার ঠাকুর বলেছেন,আলস্য, অনভিজ্ঞতা ও ঋণের জন্য দেশীয় জমিদারগণ জমি পত্তনি দিতে উদগ্রীব হন, কারণ ইহাতে তাহারা জমিদারি চালাইবার ভার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন এবং জমি পত্তনিদানের মত একটি নিশ্চিত আয়ের সাহায্যে রাজধানী কিংবা কোন একটা বড় শহরে বাস করিতে পারেন। কিন্তু তবুও ইংরেজদের সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয়নি। কারণ পত্তনি ব্যবস্থায় জমিদারকে উচ্চহারে রাজস্বপ্রদানের বিনিময়ে পাঁচ বছরের জন্য জমির স্বত্ব এবং দৈনিক মজুরির বিনিময়ে কৃষকদের সেবা পাওয়া যেত, যা ছিল অত্যন্ত খরচসাধ্য। তাই খরচ কমাতে নীলকরদের বাঁকুড়া, বীরভূম, সিংভূম, মানভূম প্রভৃতি দূরবর্তী এলাকা থেকে শ্রমিক এনে কাজ করাতে হত। নীলকররা এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে জমিদারি হস্তগত করার চেষ্টা করে।১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দ্বারা চতুর্থ আইন। আইন পাস হলে নীলকররা বাংলায় জমিদারি ক্রয়ের সুযোগ পায়। এরপর নীলকররা ছলে -বলে-কৌশলে অসংখ্য জমি দারদের কাছ থেকে জমিদারি ক্রয় করে এবং পত্তনি নেওয়া জমি গুলিও আত্মসাৎ করে। এভাবে বাংলার সর্ববৃহৎ নীল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান 'বেঙ্গল নীল কোম্পানি' কেবল চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, যশোরও রানাঘাট থেকেই ৫৯৪টি গ্রামের জমিদারি ক্রয় করে এবং এইসব জমিদারির অন্তর্গত নীলচাষিদের বলপূর্বক নীলচাষ করতে বাধ্য করে।

সমগ্র বাংলায় নীলচাষকে ছড়িয়ে দিতে নীলকররা প্রথমে 'নিজ আবাদ পদ্ধতি' এবং পরে 'রায়তি পদ্ধতি' অবলম্বন করে। নিজ আবাদ পদ্ধতিতে জমিদারদেরর কাছ থেকে নীলকরদের জমি কিনতে হত বা লিজ নিতে হত। কৃষক-শ্রমিকদের জোগাড় করে তাদের দিয়ে নীলচাষ করাতে হত। নীলকরদের কাছে এই পদ্ধতি খুব একটা লাভজনক ছিল না। কেননা, নীলচাষের জন্য জরুরি ছিল নীলকুঠি সংলগ্ন উর্বর জমি। কিন্তু ব্যাপক পরিমাণ উর্বর জমি জোগাড় করা ছিল কঠিন কাজ। নীলচাষের জন্য যে প্রচুর সংখ্যায় কৃষক-শ্রমিক প্রয়োজন ছিল তা জোগাড় করাও ছিল বেশ কঠিন কাজ।মোটামুটি হিসেব অনুযায়ী, ১০০০ বিঘা নীলচাষের জন্য ২০০০টি লাঙল এবং প্রচুর ষাঁড়ের প্রয়োজন ছিল, যা জোগাড় করা ছিল বেশ সমস্যার।এইজন্য নিজ আবাদ পদ্ধতি জনপ্রিয় হতে পারেনি প্রায় ২৫ শতাংশ নীলচাষের জমি ছিল নিজ আবাদ-এর আওতায়। অন্য দিকে,রায়তি পদ্ধতিতে নীলকরদের সঙ্গে নীলচাষি বা রায়তদের চুক্তি হত। নীলকররা নীলচাষের জন্য রায়তকে সামান্য পরিমাণে অগ্রিম অর্থ বা 'দাদন' প্রদান করত। নীল চাষি তার মোট জমির কমপক্ষে পঁচিশ শতাংশ জমিতে নীলচাষ করতে বাধ্য থাকত। তবে পর বর্তীকালে নীলচাষিকে তাঁর সমগ্র জমিতেই নীলচাষ করতে বাধ্য করা হত। এই পদ্ধতিতে নীলচাষ সম্পূর্ণ করার পর নীলচাষিদের পুনরায় দাদন প্রদান করা হত। নগদ টাকা বা দাদনের টানে চাষিরা শুরুর দিকে নীলচাষে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু শীঘ্রই তারা নীলচাষের সর্বগ্রাসী রূপের পরিচয় পায় এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।

বিদ্রোহের সূচনা ও প্রসার ঃ ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী চৌগাছা গ্রামে বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাসের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম নীল বিদ্রোহের সূচনা হয়।১৭ তাদের নেতৃত্বে ওই বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে চৌগাছা গ্রামের চাষিরা সকলে একত্রিত হয়ে নীলচাষ করতে অস্বীকার করে। চাঁদপুরে এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হাজি মোল্লা। তিনি কৃষকদের নীলচাষ না করতে উৎসাহিত করেন এবং ঘোষণা করেন 'নীলচাষ থেকে ভিক্ষা উত্তম।' প্রথম দিকে এই আন্দোলন অহিংস ছিল। কিন্তু নীলচাষ না করার কারণে চাষিদের ওপর ভয়ানক নির্যাতন শুরু হলে এই আন্দোলন সশস্ত্র বিদ্রোহে পরিণত হয়। এরপর এই বিদ্রোহ দ্রুত বাংলার অন্যান্য নীল উৎপাদিত জেলা, যেমন; মুর্শিদাবাদ, চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, পাবনা, যশোর, ফরিদপুর, খুলনা প্রভৃতি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। নীলচাষিরা বহু নীলকুঠি ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয় এবং নীলকরদের পণ্যসামগ্রী বহনের যোগাযোগের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। তারা সরকারি অফিস, থানা,স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস প্রভৃতির ওপরও আক্রমণ চালায়। এই বিদ্রোহে হিন্দু ও মুসলিম কৃষকরা ঐক্যবদ্ধভাবে যোগ দিয়েছিল। জাতি, ধর্ম,বর্ণ নির্বি শেষে গ্রামীণ অঞ্চলের সকল জনগণ বিদ্রোহীদের খাদ্য, অর্থ ও আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করে। কিছু কিছু জমিদার এবং ধনী ব্যক্তি কৃষকদের পক্ষ থেকে নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে। এদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন সাধুহাটির জমিদার মথুরানাথ আচার্যও দিকপতি আচার্য, নদিয়া জেলার জমিদার শ্রীহরি রায় এবং নড়াইলের জমিদার রামরতন রায়।

নীলচাষ বিরোধী এই আন্দোলন সমগ্র বাংলায় আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে। নদিয়ার দিগম্বর বিশ্বাস ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ছাড়াও পাবনার কাদের মোল্লা,মালদার রফিক মণ্ডল এই বিদ্রোহের জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। বর্ধমানের কালনায় এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন শ্যামল মণ্ডল। তৎকালীন সময়ে তিনি 'মৃত্তিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং তাতে নীলকরদের অত্যাচারও নীলচাষিদের দূরাবস্থার কথা সকলের সামনে তুলে ধরেন। বাংলার নদীয়া জেলার নীল বিদ্রোহের অপর এক বীর নেতা ছিলেন বিশ্বনাথ সর্দার। স্যামুয়েল ফেডি নামক অত্যাচারী নীলকরের বিরুদ্ধে গ্রামের হিন্দু ও মুসলিম চাষিদের একত্রিত করে তিনি বৃহৎ আন্দোলনের আকার দেন। শান্তিপুর এলাকার নীলচাষিদের ওপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে বিশ্বনাথ শান্তিপুরের নীলকুঠি আক্রমণ করে লুঠ করেন। নীলকর দ্বারা শোষিত চাষিদের জন্য তিনি রাজনৈতিক ডাকাতির পথ অবলম্বন করেন। এজন্য ইংরেজরা তাঁকে 'বিশে ডাকাত' নামে আখ্যায়িত করেছেন। অনেকের কাছে তিনি নীল বিদ্রোহের প্রথম শহীদ হিসেবে গণ্য হন। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর তিনি নীলকর স্যামুয়েল ফেডির নীলকুঠি আক্রমণ করেন। স্যামুয়েল ফেডির কুঠি ধ্বংস করার পর নীলকর গোষ্ঠী আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। বিশ্বনাথের একের পর এক সুসংগঠিত আক্রমণে ধূলিসাৎ হয়ে যায় খালিবোয়ালিয়া, নিশ্চিন্তপুরও

সম্রাজ্ঞী নূর জাহান শুধু মাত্র জাহাঙ্গীরের পত্নী ছিলেন না, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সুর সাধক

বিশেষ প্রতিবেদক

সম্রাজ্ঞী নুর জাহান মুঘল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী নারী। নূর জাহান কিংবদন্তি মুঘলসম্রাজ্ঞী ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রধান মহিষী ছিলেন । একজন বলিষ্ঠ, সম্মোহনী ও উচ্চশিক্ষিতা নারী হওয়ায় তাকে ১৭শ শতাব্দীর বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী নারী মুঘল সম্রাটের উপর এতখানি প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

নূরজাহান ছিলেন একইসাথে মার্জিত, শিক্ষিত, বুদ্ধিমতি ও কর্তৃত্বপরায়ণ সম্রাজ্ঞী। তার সাথে যোগ হয়েছিল তাঁর নিগূঢ় রাজনৈতিক বিচক্ষণতা। স্বামীর সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল নূরজাহানের।

ভাবা হয়। ইনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিশতম ও সর্বাপেক্ষা প্রিয়া স্ত্রী ছিলেন যিনি মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বোৎকৃষ্ট পর্যায়ে রাজত্ব করেন । তাদের ভালোবাসা অনেক কিংবদন্তির জন্ম দিয়েছে। সম্রাট জাহাঙ্গীর স্বয়ং একদা বলেছিলেন, আমার রাজ্য আমি এক পেয়ালা মদ আর এক বাটি সুরুয়ার বিনিময়ে আমার প্রিয় রানীর কাছে বেচে দিয়েছি ।দ এই রানী আর কেউ নন সম্রাজ্ঞী নুর জাহান।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের ৩০ জন মুখ্য পত্নীর মধ্যে তার সবচেয়ে প্রিয় এবং ২৫ তম পত্নী ছিলেন সম্রাজ্ঞী নূরজাহান। এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় সম্রাটের উপর তার কতখানি প্রভাব ছিল। সম্ভবত তিনিই একমাত্র নারী যার কোনো তিনি জানতেন কী করে কাজ আদায় করতে হয়। দৃঢ় ব্যক্তিত্বের সাথে রূপের উৎকর্ষতা ও তুখোড় কূটনৈতিক বিচক্ষণতা নূরজাহানকে এক স্মরণীয় নামে পরিণত করেছে। নূরজাহানের জন্ম ১৫৭৫ সালে। তার আসল নাম মেহের-উন-নিসা। পারস্যের অভিজাত বংশীয় মির্জা গিয়াস বেগ ছিলেন তাঁর পিতা। নিজের দুর্দিনে ভাগ্যের অন্বেষণে ভারতবর্ষে পাড়ি জমিয়েছিলেন মির্জা গিয়াস বেগ।

কান্দাহারে পৌঁছানোর পরেই তার সন্তানসম্ভবা স্ত্রী কন্যা মেহের-উন-নিসার জন্ম দেন আজকের এই দিনে । তখন সম্রাট আকবরের শাসনকাল চলছিল। এক বন্ধুর সহযোগিতায় গিয়াস বেগ সম্রাট আকবরের দরবারে কাজ পান। নিজ মেধার জোরে খুব দ্রুত তিনি দরবারে গুরুত্ব লাভ করেন।

নূরজাহান ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রণয়ঘটিত নানা কাহিনী ছড়িয়ে আছে উপমহাদেশ জুড়ে। জানা যায়, তরুণী নূরজাহান বা মেহের-উন-নিসাকে দেখেই তাঁর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন শাহজাদা সেলিম বা জাহাঙ্গীর। কিন্তু সম্রাট আকবর এ সম্পর্ক মেনে নেননি। তিনি তড়িঘড়ি করে নিজের বাহিনীতে কর্মরত ইরানী সমরনায়ক শের আফগান আলী কুলি খান ইসতাজলুর সাথে ১৭ বছর বয়সে মেহের-উন-নিসার বিয়ে দিয়ে দেন। এরপর তাদের পাঠিয়ে দেয়া হয় সুদূর বর্ধমানে। জাহাঙ্গীর সম্রাট হবার অনতিকাল পরে শের আফগান রাষ্ট্রবিরোধী ও বিদ্রোহমূলক কর্মকান্ডের সাথ জড়িত হয়ে পড়লে সম্রাটের বাহিনীর হাতে নিহত হন তিনি। আবার অনেকে বলে থাকে, এককালের প্রণয়িনীকে পাবার জন্যই গোপনীয় ঘাতক পাঠিয়ে শের আফগানকে হত্যা করেন জাহাঙ্গীর।

তবে ঘটনা যা-ই হোক, নূর জাহানের প্রথম স্বামীর বিয়োগ ঘটে। শের আফগানের ঔরসে লাডলী বেগম নামে এক কন্যারও জননী হন তিনি। ১৬০৭ সালে শের আফগানের মৃত্যুর পর নূরজাহান ও তার মেয়ে লাডলী বেগমকে আগ্রায় নিয়ে আসা হয়। সেখানে মুঘল হেরেমের কর্ত্রী সম্রাট জাহাঙ্গীরের সৎ মা এবং সম্রাট আকবরের প্রধান স্ত্রী রুকাইয়া বেগমের সেবায় তিনি নিয়োজিত হন।

মরহুম স্বামীর জীবদ্দশায় তৈরি রাজনৈতিক শত্রুদের থেকে নিরাপত্তার জন্য নূরজাহান নিজেই মুঘল দরবারের আশ্রয় প্রয়োজন মনে করেছিলেন। তার স্বামী রাজদ্রোহী হওয়া সত্ত্বেও তিনি এবং তার কন্যা মুঘল দরবারে যথেষ্ট সম্মানজনক অবস্থান লাভ করেন। রানী রুকাইয়া বেগমের সাথে বিচক্ষণ নূরজাহানের গড়ে তোলা সুসম্পর্ক এর পেছনে বিশাল ভূমিকা রাখে।

নূরজাহানের প্রতি জাহাঙ্গীরের আকর্ষণ যে অনেক আগে থেকেই ছিল, এটা সব সূত্রেই জানা যায়। তখন জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ছয় বছর চলছে। ১৬১১ সালের ২১ মে সন্ধ্যায় শাহী মহলের মীনা বাজারে নওরোজের উৎসব দেখতে বের হন সম্রাট। ইরানী সংস্কৃতি অনুযায়ী নওরোজ হলো নববর্ষ বরণ উৎসব।

এখানেই এক পোষাকের দোকানে এসে চমকে যান জাহাঙ্গীর। দোকানী রূপসী এক ইরানী কন্যা। এত বছর পরেও মেহের -উন-নিসাকে চিনতে একটুও অসুবিধা হয়নি সম্রাট জাহাঙ্গীর এর। তৎক্ষনাৎ তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসেন জাহাঙ্গীর।

সেই মাসেরই ২৫ তারিখে, আরবী ১২ রবিউল আউয়াল ১০২০ হিজরী তারিখে মেহের -উন-নিসাকে বিয়ে করে মহলে নিয়ে আসেন জাহাঙ্গীর। নতুন স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ হয়েই হয়তো তাঁর নাম দেন 'নূর মহল' (মহলের আলো)।

বিয়ের পাঁচ বছর পর, ১৬১৬ সালে এই নাম পরিবর্তন করে সম্রাট স্ত্রীর নাম দেন 'নূর জাহান' (জগতের আলো)। শুধু একটি মহলই নয়, মেহের-উন-নিসার কীর্তি ও মহিমা মহল ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যে। তাই 'নূর মহল' নামটিতে তাঁকে সীমাবদ্ধ করা যায়নি। নূরজাহানই একমাত্র মুঘল সম্রাজ্ঞী যিনি নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। তার ভাই আসফ খান।

পাঠকদের কলমে শহীদ প্রীতিলতা

শংকরলাল কর্মকার

৮০ বছর আগে প্রীতিলতা গ্রাজুয়েশন শেষ করলেও তাঁকে বেথুন কলেজ পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেট দেয়নি। যারা মাধ্যমিকে ভালো ফল করল এবং যারা উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফল করলো তাদের কেউ জানিয়ে দিক প্রীতিলতা নামের একটি মেয়ে এন্ট্রান্সে (মাধ্যমিকে) ভালো ফল করেছিল।

উচ্চ মাধ্যমিকে মেয়েদের মধ্যে প্রথম আর সবার মধ্যে পঞ্চম হয়েছিল। বৃত্তি পেয়েছিল ৮০ টাকা। বেথুন কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন মেয়েটি। কিন্তু রেজাল্ট পাননি। প্রশংসাপত্র পাননি। নিজের জেলায় ফিরে গিয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। প্রীতিলতা বাঁশী বাজাতে জানতেন।

প্রীতিলতা কম বয়স থেকে লাঠি ছোরা চালাতে জানতেন। জানতেন কীভাবে দলকে নেতৃত্ব দিতে হয়। পড়াতে যাচ্ছি বলে একদিন বাড়ি ছাড়েন। কারণ বাড়িতে থাকলে এনকাউন্টারে মরতে হতো। ইতোমধ্যে এমনও হয়েছে এনকাউন্টারে দলের অন্যেরা মারা গিয়েছে, মেয়েটি তার গুরুর সাথে পানাপুকুরে রাতের অন্ধকারে সাঁতরে প্রাণে বেঁচিয়েছে কোনোক্রমে। ইওরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণে তিনি নেতৃত্ব দেন। তারপর পটাশিয়াম সায়ানাইড ক্যাপসুল মুখে ভরে নেন।

ওঁর বন্ধু কল্পনা দত্ত লিখেছিলেন, 'নিরীহ জীব মারতে পারত না প্রীতি। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে বা নিতে সে সদা প্রস্তুত ছিল।'

অজ্ঞাতবাস থেকে মাকে খিছিলেন, দেশ স্বাধীন করার জন্যে এখনও কন্যারা প্রাণ দেননি। তাদের অনুপ্রেরণা দিতেই তিনি মৃত্যুবরণ করছেন। স্নাতক হওয়ার আশি বছর পর বেথুন কলেজ তাকে ডিগ্রি দেয়। ভালো ছাত্র হওয়া মানেই দেশ-দশ সম্পর্কে উদাসীন হওয়া নয়, আত্মকেন্দ্রিক হওয়া নয়। স্বার্থপর প্যাকেজলোভী কর্পোরেট, গরিবের পকেট কাটা ডাক্তার হওয়া নয়। ভালো ছাত্রের দায়িত্ব বেশি। তার দৃষ্টি প্রসারিত হওয়ার কথা। তার লক্ষ্য বড়। অনেকের জন্য ভাবার দায় তার, তার দিকেই তাকিয়ে আছে নিরন্ন পিছিয়ে পরা নানা ভাবে বঞ্চিত মানুষ।

বর্ষাকালের খেলাধূলা

কাল সারাটা দিন বাইরের আকাশ কেমন এক্কাদোক্কা খেলে চললো আমাদের সঙ্গে নিয়ে। একবার মেঘের ঘরে পা , একবার রৌদ্রের ঘরে। আজও মনে হয় এই একই খেলা চলবে। কাল পুবের দিকে ছিলো বর্ষার মুখ। কি ঝাপট আর কি হাওয়া! আমার ঘরটি ঈশান কোণে। বৃষ্টির জলে ভাসিয়ে দিলো চারদিক। আমি তখন জলে ডাঙায় এক্কাদোক্কা খেলতে খেলতে নাজেহাল। জীবনের পুরোটাই যে আদপে এক্কাদোক্কা খেলা তা এখন বিলক্ষণ বুঝি। আলো অন্ধকার, দিন রাত, মেঘ রোদ্দুর, সুখ দুঃখ, ভালো মন্দ, ভাঙা গড়া এবং অবশ্যই বাঁচা মরা ... এই সব দিয়ে একটি বিশাল ঘর কাটা জগৎ জুড়ে, জীবন জুড়ে। আর আমরা হাসতে হাসতে, কাঁদতে কাঁদতে, রেগেমেগে, ঘেমেনেয়ে আদতে খেলে চলেছি , তাও কি খেলা ... না এক্কাদোক্কা! যখন এই ঘরবন্দী খেলা খুব ক্লান্ত করে দেয় মনে হয় সব বোঝ নামিয়ে রাখি ।সব থেকে বড় বোঝ জগতের কাছে নিজেকে প্রমাণ করা! কেন সেটা করতে হয় , কেন সেটা করতে হবে যখন আদৌ তা প্রমাণ করার কোনো দায় দিয়ে বিধাতা এ জগতে পাঠান নি আমাদের ! অভ্রান্ত বা perfect বলে এ ভুবনে আদৌ কিছু হয় কি ! 'না' বলতে শিখে বিরাগভাজন

বিরোধী বিধায়কের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল বিজেপির

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১৯ জুলাই ঃ গতকাল মাথাভাঙার ঘোকসাডাঙা রেল স্টেশনে সংলগ্ন এলাকায় মাথাভাঙার বিধায়ক সুশীল চন্দ্র বর্মন উপর তৃণমূল নেতৃত্ব এবং কর্মী সমর্থকেরা হামলা চালায় ও গাড়ি ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ করেছিলেন তিনি এমনকি ভাঙচুর এবং তাকে ঘিরে হেনস্থা এমনকি তার এক নিরাপত্তারও কি যিনি ইউনিফর্মে ছিলেন না তাকে মারধরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। এরপর মাথাভাঙ্গার বিজেপি বিধায়ক সুশীল বর্মন ঘোকসাডাঙ্গা থানায় গেলে তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা থানা

ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন দীর্ঘক্ষণ। যদিও পরবর্তীতে পুলিশের হস্তক্ষেপেতা মিটে যায়। এরপরেই জেলা জুড়ে বিক্ষোভ প্রতিবাদের সামিল হন বিজেপি কর্মী সমর্থক ও নেতৃত্বরা। শনিবার বিজেপি কর্মী সমর্থকদের এই বিক্ষোভ মিছিল একপ্রকার শক্তি প্রদর্শন বলেই মত রাজনৈতিক মহলের। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিত বর্মন বলেন - তৃণমূল বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাসী করছে এবং তাদের বিধায়ক সহ বিভিন্ন কর্মীদের মারধর করছে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মাথাভাঙ্গার বিজেপি বিধায়ক সুশীল বর্মন। গতকালের এই হেনস্তার প্রতিবাদে শনিবার বিকলে মাথাভাঙ্গা শহরে বিজেপির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মাথাভাঙ্গার বিধায়ক সুশীল জন্য বর্মন শীতলকুচির বিধায়ক বরেন চন্দ্র বর্মন বিজেপি জেলা সভাপতি অভিজিত বর্মন সহ অন্যান্য নেতৃত্ব এবং কর্মী সমর্থকেরা। শনিবার মাথাভাঙ্গা মেলার মাঠ থেকে শুরু হয়ে মাথাভাঙ্গা শহর পরিক্রমা করে আবার মাথাভাঙ্গা মেলা মাঠেই শেষ করে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল। উল্লেখ্য, গতকাল তিস্তা- তোর্সা এক্সপ্রেসে করে তৃণমূল কর্মীরা ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ উপলক্ষ্যে কোচবিহারের ঘোকসাডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন থেকে রওনা দেন এবং সেই কারণেই সেখানে তৃণমূল যুব এবং ব্লকে নেতৃত্বরা উপস্থিত হয়েছিলেন এই সময় অভিজিত বর্মন রেলওয়ে স্টেশনে যান টিকিট কাটতে এবং তার গাড়ি দেখিয়ে বিক্ষোভ শুরু হয় পরবর্তীতে তার গাড়ি তবে তিনি বলেন, সন্ত্রাস বন্ধ না করলে তারা তার পাল্টা দেওয়ার জন্য তৈরি রয়েছেন বিজেপি কর্মীরা। আন্দোলন আরো ভয়ংকর তীব্রতর হবে। যদিও এই প্রতিবাদ প্রসঙ্গে কোচবিহার তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষিয়ান নেতা তথা কোচবিহার জেলা পরিষদের সহকারী সভাপতি আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন - বিরোধী বিধায়করা মানুষের জন্য কোন কাজ করে না এলাকায়.তাদেরকে দেখতে পাওয়া যায় না সেই কারণেই মানুষ তাদেরকে পছন্দ করেন না। শুধু প্রচারে আসার জন্য তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের দোষারোপ তারাই বিজেপির কাজ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গতকালের এই ঘটনার পর লিখিত অভিযোগ দায়ের হয় এবং কি সাংবাদিকদের ক্যামেরায় ধরা পড়ে গাড়ি ভাঙচুরের ছবি তারপরেও আজও অধরা রয়েছে ওই ঘটনায় যারা যুক্ত তাদের ফলে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার বা আটকের কোন খবর পুলিশ প্রশাসন সূত্রে নেই।

বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল হরিশ্চন্দ্রপুর, আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ জুলাই ঃ বাংলা বিহার সীমান্তবর্তী গ্রামে বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল এলাকা। তারপরেই বিস্ফোরণ স্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে পাঁচটি বোমা। মদের ঠেকে বিহার থেকে দুস্কৃতীরা এসে রাতের অন্ধকারে বোমা বাঁধছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। আরো বোমা মজুত থাকার আশঙ্কা। ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে পুলিশ। এখনো পৌঁছায়নি বোম্ব স্কোয়াড। তৃণমূলের বিরুদ্ধে বোম মজুত রাখার অভিযোগ বিজেপির। পাল্টা তৃণমূলের দাবি বিহার থেকে দুষ্কৃতীদের আনছে বিজেপি। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সুলতান নগরের কুশল গ্রামে শনিবার দুপুরে এই বিস্ফোরণের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। স্থানীয় একটি আম বাগানের পাশে জমিতে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। আশেপাশে তখন চাষবাস করছিল অনেকেই। বিস্ফোরণের আওয়াজে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। বিস্ফোরণ স্থলে এসে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আরো পাঁচটি বোমা রয়েছে। ঘটনাস্থলে এসেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ফিতে দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে এলাকা। খবর দেওয়া হয়েছে বোম্ব স্কোয়াডকে। এলাকার মানুষের আশঙ্কা চারিদিকে ফাঁকা জমি। আরো অনেক বোম মজুত থাকতে পারে। স্থানীয়দের অভিযোগ পাশেই বিহার। এখানকার মদের ঠেকে বিহারের মানুষের আনাগোনা অবাধ। তার মধ্যে আসছে দুস্কৃতীরা। মদ্যপান করে রাতের অন্ধকারে ফাঁকা এলাকায় তারা বোম বাঁধছে। সমগ্র ঘটনায় এলাকার নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে। বিজেপির অভিযোগ বিধানসভা নির্বাচনের আগে এলাকাকে বারুদের স্তূপে পরিণত করতে চাইছে তৃণমূল। তৃণমূলের পাল্টা দাবি বিজেপি শাসিত বিহার থেকে দুস্কৃতীদের আনা হচ্ছে মালদাকে অশান্ত করার জন্য। প্রশান্ত চলতি বছরে জেলার একাধিক অপরাধমূলক কাজকর্মে বিহার যোগ পাওয়া গেছে। তা খুনের ঘটনা হোক কিংবা আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার। এই আবহে বাংলা বিহার সীমান্তবর্তী গ্রামের এই ঘটনায় বিহার যোগের সম্ভাবনা এবং সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

গরুমারার বুকে রাস্তা বাড়াতে গিয়ে উন্নয়ন বনাম পরিবেশ রক্ষার টানাপোড়েন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ জুলাই ঃ ডুয়ার্সের রাস্তা সম্প্রসারণে সত্যিই কী কোপ পড়বে গাছেদের ওপর? গরুমারার বুকে রাস্তা বাড়াতে গিয়ে উন্নয়ন বনাম পরিবেশ রক্ষার টানাপোড়েন। জঙ্গলের রাস্তা বাড়াতে গিয়ে কোপ পড়তে পারে গাছের ওপর, এমনটাই সম্ভাবনা উঠে এসেছিল চালসা-গোলাই থেকে ময়নাগুড়ি বিডিও মোড় পর্যন্ত ৪০ কিমি দীর্ঘ প্রকল্প ঘিরে। স্বাভাবিক ভাবেই রাস্তা সম্প্রসারণের আনন্দের পাশাপাশি গ্রাস করেছিল অজানা আশঙ্কাও। গাছ কাটা পড়লে পরিবেশের ভারসাম্য ব্যাহত হবে। সূত্রের খবর, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (NHAI) সম্প্রতি চালসা- গোলাই থেকে ময়নাগুড়ি বিডিও মোড় পর্যন্ত ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের প্রায় ৪০ কিমি দীর্ঘ রাস্তাটিকে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই রাস্তাটি গরুমারা জাতীয় উদ্যানের বুক চিরে চলে গেছে-ফলে প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণ রক্ষার প্রশ্নে নতুন করে চিন্তিত পরিবেশপ্রেমীরা। এর আগেও লাটাগুড়ি সংলগ্ন বিচাভাঙ্গার রেল ফ্লাইওভারের কাজের সময় বহু পুরনো গাছ কাটা পড়েছিল। এবারও সেই আশঙ্কাই দানা বাঁধছে। তবে এই মুহূর্তে পরিকল্পনাটি আলোচনার স্তরে রয়েছে, এখনও পর্যন্ত গাছ কাটার কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছেন, উন্নয়ন অবশ্যই হবে, কিন্তু গাছ না কেটেই। পরিবেশ বাঁচিয়ে এগোতেই আমাদের অঙ্গীকার। তবে এমন আশ্বাসে ভরসা পাচ্ছেন না অনেক পরিবেশকর্মী। তাঁদের মতে, উন্নয়নের প্রয়োজন থাকলেও তা যেন প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট না করে। প্রয়োজনে আইনি পথেও হাঁটার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। বন দফতরের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত এখনও গৃহীত হয়নি। গরুমারার মত সংবেদনশীল অঞ্চলে প্রকৃতি ও পরিকাঠামোর মেলবন্ধন কীভাবে সম্ভব-এই প্রশ্নই এখন ঘুরছে সাধারণ মানুষ ও প্রশাসনের মনে। উন্নয়নের রাস্তায় হেঁটে প্রকৃতির ক্ষতি না করেই কি গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব? উত্তর খুঁজছে ডুয়ার্স!

ঘুড়ি ওড়ানো নিয়ে বিবাদে বহিরাগতদের এনে হামলা, বাড়ি ভাঙচুর! তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ জুলাই ঃ হাওড়া নাজিরগঞ্জের চুনাভাটি এলাকায় ঘুড়ি ওড়ানো নিয়ে বিবাদে বহিরাগতদের এনে হামলা, বাড়ি ভাঙচুর। তদন্তে পুলিশ। ঘুড়ি ওড়ানো নিয়ে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে বচসা থেকে মারামারির ঘটনা এবার হাওড়ার নাজিরগঞ্জ থানা এলাকায়। এক প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ বহিরাগতদের নিয়ে এসে হামলা চালানোর। মারধর এবং বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে এই ঘটনায়। ঘটনায় জখম কয়েকজন। দক্ষিণ হাওড়ার চুনাভাটি এলাকার ওই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে আসে নাজিরগঞ্জ তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। আক্রান্তকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় হামলাকারী তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার নাজিরগঞ্জ ফাঁড়ির চুনাভাটি লেবুখালি এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা এবং পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার বিকালে পেশায় গাড়ি চালক সন্দীপ রায় (৩২) ঘুড়ি ওড়াচ্ছিলেন। ঘুড়ি ওড়ানোর সময় প্রতিবেশীদের বাড়ির ছাদে ঘুড়ি পড়ে যায়। সেই ঘুড়ি আনতে গেলে দু'জনের মধ্যে বচসা শুরু হয়। এলাকার মানুষের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। পরে সন্ধ্যায় হঠাৎই সন্দীপ রায়ের বাড়িতে ঢুকে প্রায় ১২ জন বহিরাগত যুবক হামলা চালায়। তাদের হাতে লাঠি , প্লাস্টিকের মোটা পাইপ, লোহার রড প্রভৃতি অস্ত্র ছিল বলে অভিযোগ। তা দিয়ে সংদীপকে বেধড়ক মারধর এবং বাড়ি ভাঙচুর করা হয় এমনটাই অভিযোগ পরিবারের ও প্রতিবেশীদের। জখম সন্দীপকে রক্তাক্ত অবস্থায় প্রথমে স্থানীয় ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে পরে হাওড়া জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে নাজিরগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। মূল অভিযুক্ত সহ মোট ৩ জনকে নাজিরগঞ্জ তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ আটক করে।

ভূমিধসে বন্ধ জাতীয় সড়ক, ঘুরপথে কালিম্পং-সিকিম যাত্রায় তীব্র যানজট

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই ঃ অনবরত পাথর গড়িয়ে নামায় ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক শনিবারও অবরুদ্ধ। শিলিগুড়ি থেকে যাত্রীদের ঘুরপথে পৌঁছাতে হয়েছে সিকিম ও কালিম্পংয়ে। শুক্রবার বেলা ১১টা থেকে ধস সরাতে পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি মোতায়েন করা হলেও পাথর-মাটি গড়িয়ে নামায় কাজ করা কঠিন হয়েছে। এরই মধ্যে নতুন করে ভূমিধসে লাভা- গোরুবাথান সড়ক অবরুদ্ধ হয়েছে। জাতীয় মহাসড়ক ও পরিকাঠামো উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেডের (এনএইচআইডিসিএল) শিলিগুড়ি দপ্তর থেকে এই কথা জানানো হয়েছে। এদিকে আবহাওয়া দপ্তরের তরফে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে শনিবার রাত থেকে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে। নতুন করে আতঙ্ক বেড়েছে। বলা হয়েছে, রবিবার বৃষ্টির তীব্রতা বাড়বে। আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বাড়লে ভূমিধসে বিস্তীর্ণ এলাকা বিধ্বস্ত হতে পারে। শনিবার এনএইচআইডিসিএল থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, সেবক এবং সিকিমের রংপো পর্যন্ত ১০ নম্বর জাতীয় মহাসড়কের একটি অংশে ভূমিধস এবং পাথরের ধসের জন্য শুক্রবার সকাল ১১টা থেকে সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু অবিরাম পাথর এবং ভূমিধসের জন্য ধস সরানোর কাজ করা কঠিন হয়েছে। এনএইচআইডিসিএলের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ২৪ ঘন্টার মধ্যে জাতীয় সড়ক চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দুর্ঘটনা এড়াতে এবার লেজার গান বসতে চলেছে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে

দুরন্ত বার্তা, ব্যারাকপুর, ১৯ জুলাই ঃ যত দিন যাচ্ছে ততোই কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে ঝক ঝকে হয়ে উঠছে, গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে, আর বাড়ছে গাড়ির স্পিড ও দুর্ঘটনা। এবার থেকে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালালেই পড়তে হবে আইনের জালে! বিশেষ অভিযান শুরু করল ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট। কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালালে এখন থেকে আর পার পাবেন না চালকরা। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট শুরু করল গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে বিশেষ নজরদারি অভিযান। আধুনিক এই এক্সপ্রেসওয়েতে পর পর ঘটা দুর্ঘটনার থেকে শিক্ষা নিয়ে, গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ও সড়ক দুর্ঘটনার হার কমাতেই

এই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে বর্তমানে কমিশনারেটের অন্তর্গত মোট পাঁচটি ট্র্যাফিক গার্ডের আওতাধীন। তাই প্রত্যেক ট্রাফিক গার্ডকেই ইতিমধ্যে তুলে দেওয়া হয়েছে অত্যাধুনিক স্পিড লেজার গান। এই যন্ত্রের মাধ্যমে নির্দিষ্ট গতিসীমা অতিক্রম করলেই, গাড়ির নম্বর চিহ্নিত করে গাড়ির উপর মামলা রুজু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কমিশনারেটের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেও দীর্ঘদিন ধরে এখানে পর পর দুর্ঘটনা ঘটছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কারণ দেখা গেছে অতিরিক্ত গতি। তাই দুর্ঘটনা কমাতে প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে বিশেষ অভিযান শুরু করা হয়েছে। প্রতিদিন হাজার হাজার গাড়ি যাতায়াত করে এই রাস্তা দিয়ে। কমিশনারেটের পক্ষ থেকে সাধারণ যানচালকদের অনুরোধ জানানো হয়েছে, তাঁরা যেন নির্দিষ্ট গতিসীমার মধ্যে গাড়ি চালান এবং ট্রাফিক আইন মেনে চলেন। কমিশনারেট সূত্রে আরও জানা গেছে, এখন থেকে এই অভিযান চলবে নিয়মিতভাবে।

ফুঁসছে তিস্তা চরম ক্ষতিগ্রস্ত উত্তর সিকিমের ফিডাং বে ইলি ব্রিজ

দুরন্ত বার্তা, সিকিম, ১৯ জুলাই ঃ তিস্তার ভয়াল রূপ উত্তর সিকিমে। ভয়াবহ আকার নিয়েছে উত্তর সিকিমের ফিডাং বেইলি ব্রিজ। আপাতত নিষিদ্ধ পর্যটকদের যাতায়াত। আজকে না গত তিন দিন আগে থেকেই সিকিম সরকার পর্যটকদের যাতায়াতের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা প্রকাশ করেছিল। যেসব পর্যটক সিকিমে আটকে ছিলেন তাদের বিশেষভাবে ব্যবস্থা করে নিয়ে সমতলে পাঠানোর চেষ্টা করছে সিকিম সরকার। আতঙ্ক এবং চিন্তা এক জায়গাতেই কোনভাবে যাতে ভয়ানক রূপ আরো ভয়াবহ আকার ধারন না করে। বহু পর্যটক প্রায় তিন থেকে পাঁচ গুণ ভাড়া দিয়ে সমতলে ফিরে গেছেন। সিকিমের অবস্থা এখন প্রচন্ড সংকটজনক, বেলা দুটো-আড়াইটার পর একেবারে অন্ধকার হয়ে আসছে । কোনভাবে ফেরবার চেষ্টা করলেও পর্যাপ্ত আলোর অভাবে কেউ ঝুকি নিতে চাইছেন না। চালকেরাও চাইছেন না বেলা দেড়টার পরে গাড়ি চালিয়ে সমতলে নেমে আসতে। আর্মি এবং স্থানীয় মানুষের সহায়তায় কিছু মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় এ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ঠিকই তবে তা যত সামান্য। জানা গেছে, আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে আরো বেশ কয়েকদিন এই একই অবস্থা থেকে যাবে।

টোটো চার্জ করতে গিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়ে মৃত্যু হল ৮ বছরের শিশুর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ জুলাই ঃ বিদ্যুতের শর্ট খেয়ে শিশু মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। আহত ওই বাচ্চাটিকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান গাজোল হাতিমারি গ্রামীণ হাসপাতালে। এরপর কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা গেছে শট খেয়ে মৃত্যু হয়েছে শিশুটির। নাম কর্ণ কর্মকার। বয়স ৮ বছর। বাড়ি গাজোলের মাতইল গ্রাম এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, টোটো চালক টোটো চার্জ দিচ্ছিল। সেই টোটো শর্ট সার্কিট হয়েছিলো, সে বিষয় কেউ জানতে পারেনি। এরপর ওই শিশুটি টোটো তে উঠে খেলা করতে গেলে তড়িতাদহ হয়ে মৃত্যু হয়। মৃত্যু শিশুটির দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

ফুটপাত দখলমুক্ত করতে অভিযান, ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি , ১৯ জুলাই ঃ আজ সকালে শিলিগুড়ি স্টেশন ফিডার রোডের ফুটপাত দখল মুক্ত করতে নামলো শিলিগুড়ি পুরসভা।

শিলিগুড়ি পুরসভার তরফ থেকে শনিবার সকাল থেকেই শিলিগুড়ি স্টেশন ফিডার রোডের সমস্ত ফুটপাত ব্যবসায়ীদের ফুটপাত যখন মুক্ত করতে বলা হয়। সকাল হওয়ার কারণে অনেকেই দোকান করতে আসেননি। পুরসভার তরফ থেকে দোকান উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অনেক ফুটপাত ব্যবসায়ী জানিয়েছেন তারা কিছুদিন সময় চেয়েছিলেন, পুরসভার কাছে। কিন্তু পুরসভা সেটা দিল না। অন্যদিকে পুরসভার আধিকারিকরা জানিয়েছেন বারে বারে বলা সত্ত্বেও তাদের সতর্কতায় কান দেননি দোকানদারেরা। তাই তাদের আর সময় দেওয়া যায় না তাদের দখলমুক্ত করতেই হত। এদিন পুরসভার আধিকারিকদের সাথে চলে আসেন পুলিশ এবং আইনজীবীরাও। একের পর এক রাস্তা দখলমুক্ত করতে উঠে পড়ে নেমেছে শিলিগুড়ি পুরসভা। তার মধ্যে সবচাইতে বেশি খাবারের দোকান এবং ফুটপাতে দোকান আছে শিলিগুড়ি স্টেশন ফিডার রোডে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দখল মুক্ত করতে উদ্যোগী শিলিগুড়ি পৌরসভা। আজকে স্টেশন ফিডার রোডের খাবারের দোকানগুলিকে তুলে দিল শিলিগুড়ি পুরসভা। পুরো খাবার তরফ থেকে জানানো হয়েছে বৈধ কাগজপত্র না থাকলে কোনভাবেই বসতে দেওয়া যাবে না।

হাতি-ট্রেন সংঘর্ষের ঘটনায় রেল ও বন কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বযয় সভা অনুষ্ঠিত

কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ গতকাল ট্রেন নং ১২০২২-এর দুর্ভাগ্যজনক হাতি-ট্রেন সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে এদিন হিজলির প্রধান বন সংরক্ষকের (সিসিএফ) কার্যালয়ে রেল ও বন বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। খড়গপুর বিভাগের বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক (ডিআরএম) সহ অতিরিক্ত বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক (অপারেশনস) এবং বিভিন্ন রেল বিভাগের কর্মকর্তারা সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) সহ বন বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের প্রাথমিক এজেন্ডা ছিল এই ধরনের ঘটনা প্রতিরোধের জন্য তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা এবং রেলপথের সাথে সংযুক্ত ঝুঁকিপূর্ণ বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে বন্যপ্রাণীদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করা। উন্নত সমন্বয়, পূর্ব সতর্কতা ব্যবস্থার মতো প্রযুক্তির ব্যবহার এবং গুরুত্বপূর্ণ হাতি করিডোর সনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। উভয় বিভাগই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং যাত্রী সুরক্ষার প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং ভবিষ্যতে বন্যপ্রাণী-ট্রেন সংঘর্ষের ঝুঁকি কমাতে সহযোগিতামূলক, সময়-সীমাবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার উপর একমত হয়েছে।

ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর দ্বিতীয় সরাইঘাট রেল-কাম-রোড সেতুর কাজ শীঘ্রই শুরু

মালিগাঁও, ১৯ জুলাই ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (এনএফআর) অধীনে আগিয়াঠুরি -কামাখ্যা রেলওয়ে লাইন দ্বৈতকরণ করা কাজের অংশ হিসেবে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর সরাইঘাটে দ্বিতীয় রেল-কাম-রোড সেতুটি অনুমোদিত হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্পটি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে অনুমোদিত হয়েছিল যার অনুমোদিত এস্টিমেটে ১,৪৭৩.৭৭ কোটি টাকা এবং এটি ২০২৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অগ্রগতির অংশ হিসেবে, ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক বিস্তারিত এস্টিমেট অনুমোদন করা হয়েছে এবং ডিজাইন ড্রয়িং এন্ড রিপোর্ট (ডিবিআর) চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং ২০২৫ সালের মার্চ মাসে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথভাবে অনুমোদিত হয়েছে। সাবস্ট্রাকচার এবং সুপারস্ট্রাকচারের নকশার জন্য ভূ-প্রযুক্তিগত ইনভেস্টিগেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং সেতু নির্মাণের জন্য একটি ইপিসি টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, যার মধ্যে অ্যাপ্রোচ রোড, রেল ভায়াডাক্ট, মাটির কাজ এবং আনুষঙ্গিক কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। টেন্ডারটি শীঘ্রই চূড়ান্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং এর পরপরই নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে। এই প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে আগিয়াঠুরি থেকে কামাখ্যা পর্যন্ত ৭.০৬২

কিলোমিটার দীর্ঘ একটি অংশ নির্মাণ, যার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর ১.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি স্টিলের কম্পোজিট গার্ডার সেতু থাকবে। আসন্ন সেতুটির নির্মাণ এমনভাবে করা হবে যাতে নিচের ডেকে একটি ডাবল-লাইন রেলওয়ে ট্র্যাক এবং উপরের ডেকে ফুটপাথ সহ একটি তিন-লেনের রাস্তা থাকবে। ২.৬৯৪ কিলোমিটার দীর্ঘ উত্তর প্রান্তের পথটি আগিয়াঠুরি স্টেশনের সাথে সংযুক্ত হবে এবং ৩.০৭ কিলোমিটার দক্ষিণ-প্রান্তের পথটি কামাখ্যা স্টেশনের সাথে সংযুক্ত হবে। কাজ সম্পূর্ণ হলে, নতুন সেতুটি এই অংশে লাইন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে এবং এই জায়গাটি শিল্প বিকাশের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠবে। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার পাশাপাশি, প্রকল্পটি আশেপাশের এলাকায় দক্ষ এবং অদক্ষ উভয় ধরণের শ্রমিকের জন্য যথেষ্ট কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

স্ত্রীকে খুনে দোষী সাব্যস্ত প্রাক্তন সেনাকর্মী, নাবালক ছেলের সাক্ষ্যে যাবজ্জীবন বাবার

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৯ জুলাই ঃ স্ত্রীকে কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠেছিল প্রাক্তন সেনাকর্মীর বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় ওই ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করল বাঁকুড়া আদালত। যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করলেন বিচারক। স্ত্রীর মৃত্যুকালীন জবানবন্দি ও সাত বছরের নাবালক ছেলের সাক্ষ্যতেই ওই ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হল বলে খবর। বাঁকুড়ার ওন্দা থানার বহড়াবান্দ গ্রামের বাসিন্দা প্রাক্তন সেনাকর্মী সমীরণ ধল্ল স্ত্রীকে কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে মেরেছিল। ঘটনাটি ২০২১ সালের ২৬ এপ্রিলের। নিবেদিতা ধল্লকে দগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানেই মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন। পরে তিনি মারা যান। ২৭ এপ্রিল মৃতার বাপেরবাড়ির তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে ওই প্রাক্তন সেনাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে। বাঁকুড়া জেলা আদালতে এই মামলার শুনানি শুরু হয়। সাক্ষ্যপ্রমাণ দেওয়া শুরু হয়। কেবল মৃতার মৃত্যুকালীন জবানবন্দি নয়, আদালতে দাঁড়িয়ে বাবার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় নাবালক ছেলে। ওই নাবালক কাঁপা কাঁপা গলায় জানিয়েছিল, আমি দেখেছি বাবা মাকে কেরোসিন তেল ঢালছে, আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। তার এই সাক্ষ্যের সময় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল আদালত কক্ষ। ২০২১ সালের ২৮ আগস্ট পুলিশের পক্ষ থেকে আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হয়। সব সাক্ষ্যপ্রমাণ বিচার করে ওই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। স্ত্রীকে খুনের দায়ে প্রাক্তন সেনাকর্মীকে এদিন শনিবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড শোনালেন বিচারক। রায় শুনে খুশি মৃতার বাপেরবাড়ির পরিবার। দেশের জন্য যিনি একসময় কাজ করেছেন, তিনিই বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে এভাবে অমানবিক হয়ে উঠলেন। এটা ভাবতেই গা শিউরে উঠছে। জানান এলাকাবাসীরা।

২১ জুলাই সামনে রেখে জামালপুরে তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভা

সুজিত দত্ত, জামালপুর, ১৯ জুলাই ঃ ২১ জুলাই শহীদ দিবস উপলক্ষে এবং বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলা ভাষাভাষীদের বাংলাদেশি বলে অপমান ও অত্যাচারের প্রতিবাদে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করল তৃণমূল কংগ্রেস। জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এই মিছিল জামালপুর পুলমাথা থেকে শুরু হয়ে বাজার, বাসস্ট্যান্ড

ঘুরে জামালপুর ব্রিজের কাছে এসে শেষ হয়। মিছিল শেষে আয়োজিত পথসভায় বক্তব্য রাখেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন, কার্যকরী সভাপতি ভূতনাথ মালিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, জেলা পরিষদের সদস্যা কল্পনা সাঁতরা ও শোভ দে, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলী মণ্ডলসহ অঞ্চল ও শাখা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক অলোক মাঝি বলেন, ২১ জুলাই তৃণমূল কর্মীদের কাছে এক আবেগের দিন। শহীদদের স্মরণে ধর্মতলায় প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হন। তিনি কর্মীদের ধর্মতলায় উপস্থিত থেকে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য সরাসরি শোনার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আজ আমরা যে ভোটার কার্ড নিয়ে ভোট দিই, সেটার দাবিতেই একসময় লড়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই আন্দোলনে গুলিতে শহীদ হয়েছিলেন ১৩ জন তরুণ। সেই কারণেই ২১ জুলাই শহীদ দিবস পালন করা হয়। ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন জানান, জামালপুর ব্লক থেকে হাজার হাজার কর্মী ২১ জুলাই ধর্মতলায় যাবেন এবং মঞ্চ থেকে দলনেত্রী ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন। তিনি আরও বলেন, বিজেপি শাসিত রাজ্যে যেভাবে বাঙালিদের বাংলাদেশি বলে হেনস্থা করা হচ্ছে, তা বাংলার মানুষ কোনোভাবেই মেনে নেবে না। তৃণমূল কংগ্রেস এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এই কর্মসূচির মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেস একদিকে ২১ জুলাই শহীদ দিবসের প্রস্তুতি ত্বরান্বিত করল, অন্যদিকে বিজেপির বাঙালি বিদ্বেষী নীতির বিরুদ্ধেও সোচ্চার প্রতিবাদ জানাল।

অসীম ঘোষকে অভিনন্দন জানাতে হাওড়ার বাড়িতে বিজেপি'র শীর্ষ নেতৃত্ববৃন্দ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ জুলাই ঃ হরিয়ানার নবনিযুক্ত রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিতে চলা অধ্যাপক অসীম ঘোষকে অভিনন্দন জানাতে শনিবার

হাওড়ায় তাঁর বাড়িতে আসেন সুনীল বনসল, মঙ্গল পাণ্ডে, শমীক ভট্টাচার্য্য সহ বিজেপি'র একঝাঁক শীর্ষ নেতৃত্ব। এদিনই হাওড়ার বাড়ি থেকে চন্ডীগড়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন অসীমবাবু। হাওড়ার বাসিন্দা বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি অধ্যাপক অসীম ঘোষ হরিয়ানার রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্বভার নিতে চলেছেন। শনিবার সকালে হাওড়ার পঞ্চাননতলায় ওনার বাসভবনে এসে তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে অভিনন্দন জানান বাংলার দায়িত্বপ্রাপ্ত (পশ্চিমবঙ্গের কনভেনর) বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসল, বাংলার দায়িত্বপ্রাপ্ত দলের কো-কনভেনর তথা বিহার মন্ত্রিসভার স্বাস্থ্য ও আইনমন্ত্রী মঙ্গল পান্ডে, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য্য, রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক সংগঠন অমিতাভ চক্রবর্তী, সহ-সাধারণ সম্পাদক সতীশ দন্ড, দলের রাজ্য সহ সভাপতি সঞ্জয় সিং প্রমুখ। সঙ্গে ছিলেন হাওড়া জেলা সদর বিজেপির সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য্য, হাওড়া জেলা সদর বিজেপির সম্পাদক অজয় মান্না সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। প্রসঙ্গত, হরিয়ানার রাজ্যপাল হিসেবে অসীম ঘোষ নিযুক্ত হওয়ার পর এদিনই তিনি হাওড়ার পঞ্চাননতলার বাসভবন থেকে চণ্ডীগড়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন। বিপুল সংখ্যক বিজেপি সমর্থক এবং স্থানীয় মানুষ তাঁকে মালা পরিয়ে, কপালে তিলক লাগিয়ে এবং ফুল বর্ষণ করে স্বাগত জানান। চণ্ডীগড় যাওযয়ার আগে অসীম ঘোষ বলেন, আমি চণ্ডীগড় যাচ্ছি। সেখানকার সাধারণ মানুষের হয়ে কাজ করতে চাই। হরিয়ানার রাজ্যপাল হিসেবে অধ্যাপক অসীম ঘোষের নিয়োগের বিষয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য্য বলেন, অসীমবাবু একজন খুব ভালো মানুষ। উনি একজন অধ্যাপক এবং দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। আমি মাঝে মাঝেই তাঁর সাথে দেখা করি এবং তাঁর সাথে কথা বলি। তাঁকে অভিনন্দন।

মাল্টিইউটিলিটি হল নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত এস এন্ড টি সম্পর্কিত কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ০৪ অব ২০২৫-২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য মুক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার নংঃ এন-২০২৫-২৬-০৪-ডিওয়াই .সিএসটিই এনডব্লিউ, কাজের নামঃ নামবাড়ি, মালিগাঁওতে মাল্টিইউটিলিটি হল নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত এস এন্ড টি সম্পর্কিত কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ২০,৮২,৩৩৩ টাকা। বিড সিকিউরিটিঃ ৪১,৭০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৮-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ০৮-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই. চিফ সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/নেটওয়ার্ক, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

খাবার-দাবার

বীজ খাওয়ার ৫টি স্মার্ট উপায় পুষ্টিগুণ পাওয়ার সর্বোত্তম কৌশল

১৯ জুলাইঃ বীজ হল পুষ্টির খনি। তবে সঠিক প্রস্তুতির মাধ্যমেই এর সর্বোচ্চ উপকার পাওয়া সম্ভব। ফ্ল্যাক্সসিড গুঁড়ো করলে ওমেগা-৩-এর শোষণ বাড়ে, চিয়া ও তুলসির বীজ ভিজিয়ে খেলে হজমে সাহায্য করে, সূর্যমুখী ও কুমড়োর বীজ ভাজলে স্বাদ ও হজম-দুটোই বাড়ে। গুড় বা ঘি-এর সঙ্গে মিশিয়ে খেলে শরীরে পুষ্টির শোষণ আরও ভালো হয়। সহজে প্রতিদিনের খাবারে বীজ যোগ করুন-পরোটা, চাটনি কিংবা এনার্জি বাইটসের মতো পদে।

১. শুধু উপরে ছড়ানো নয়-বীজের দরকার সঠিক প্রস্তুতিবীজ শ্রেফ স্মুদি বোলের সাজসজ্জা নয়, এগুলোর সঠিক ব্যবহারেই মেলে পুষ্টিগুণ। কিছু বীজ

ভিজিয়ে খেলে ভালো, কিছু গুঁড়ো করলে উপকারী, আবার কিছু হালকা ভাজা হলে সহজে হজম হয়।

২. গুঁড়ো করে খানঃ ফ্ল্যাক্সসিড ও চিয়াফ্ল্যাক্সসিড হজম, ত্বক ও হরমোন নিয়ন্ত্রণে দারুণ উপকারী। তবে গোটা অবস্থায় খেলে শরীর ঠিকভাবে তা গ্রহণ করতে পারে না। মসলা গ্রাইন্ডার বা খোলার-মুদির সাহায্যে গুঁড়ো করলে এর ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড ও লিগন্যান্স ভালোভাবে মেলে। চিয়া বীজও গুঁড়ো করে দই, পোরিজ বা আটার মধ্যে মিশিয়ে খাওয়া যায়, যদি না ভিজিয়ে খান।

৩. ভিজিয়ে খানঃ চিয়া, তুলসি ও মেথি- বীজচিয়া ও তুলসির বীজ জল শুষে নিয়ে জেলির মতো রূপ নেয়, যা হজমে সহায়ক ও শরীরকে জলীয় করে। মেথি বীজ সারা রাত ভিজিয়ে খেলে এর তিক্ততা কমে যায় ও পেটের পক্ষে সহজ হয়। প্রতিদিন সকালে এক গ্লাস মেথি ভেজানো জল খাওয়া হজমের জন্য উপকারী।

৪. হালকা ভেজে খান ঃ সূর্যমুখী, কুমড়ো ও তিলএই ধরনের বীজ হালকা ভাজা হলে এদের বাদামি স্বাদ বাড়ে ও হজম সহজ হয়। এগুলো চাটনিতে, সালাদে বা ভাজিতে ব্যবহার করুন। খেজুর ও নারকেল দিয়ে মিশিয়ে দারুণ পুষ্টিকর স্ন্যাকসও বানানো যায়।

৫. গুড় বা ঘি-র সঙ্গে খান ঃ ঘি বা প্রাকৃতিক মিষ্টির (যেমন গুড়) সঙ্গে বীজ খেলে চর্বি-দ্রবণীয় ভিটামিন ভালোভাবে শোষিত হয়। তিল-গুড় লাড্ডু, চিনেবাদাম-তিল চিক্কি কিংবা সামান্য গুড়ে বীজ ঘি-তে মিশিয়ে টোস্টে লাগিয়ে খাওয়া যেতে পারে-পুষ্টি ও স্বাদের নিখুঁত সংমিশ্রণ। সহজভাবে খান, কঠিন নয়বীজ খাওয়াটা যেন কোনও কাজের মতো না হয়। বরং পরোটার পুরে, চাটনিতে মিশিয়ে, এনার্জি বাইটসে রোল করে কিংবা ডিপে ব্লেন্ড করে-যেকোনওভাবে খাওয়া যায়। একবার অভ্যেস হয়ে গেলে, বীজ আপনার প্রতিদিনের খাদ্যতালিকার সহজ অংশ হয়ে উঠবে।

ঘরোয়া রান্নায় কাঁঠালের রাজত্ব ঃ দেশি রান্নায় 'আম' যেন সোনার হরিণ

১৯ জুলাই ঃ ভারতীয় আম শুধু ফল নয়, এটি স্বাদের এক অনন্য উৎস। কাঁচা হোক বা পাকা, প্রতিটি প্রদেশে আমের স্বাদ ও ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন। মাংসের ঝোলে টেন্ডারাইজার থেকে শুরু করে মিষ্টি, ডাল, আচার আর চাটনি-প্রতিটি পদে আমের অবদান অনন্য।কাঁচা আমের টক ঝাঁজকাঁচা আম তার টক স্বাদের জন্য সমাদৃত এবং ভারতের নানা রান্নায় ব্যবহৃত হয় স্বাদে তাজা টান ও গাঢ়তা আনতে।

মামিদিকায়া পুলিহোরা ঃ গ্রেট করা কাঁচা আম, সরিষা, কারিপাতা ও কাঁচালঙ্কা দিয়ে বানানো ঝাল-টক ভাতগুড়-লঙ্কা-মেশানো গুড়াম্বা (বিহার)কাঁচা আম, গুড় ও শুকনো লঙ্কা দিয়ে তৈরি এক চাটনি জাতীয়

পদ, যা মিষ্টি-টক ঝাঁজালো স্বাদের। গালকা (লখনউ)গুড় বা চিনি দিয়ে তৈরি কাঁচা আমের মিষ্টি জ্যাম, যা ঐতিহ্যবাহী লখনউর ঘরোয়া খাবার।আম বাত্তা (বাংলা)সেদ্ধ বা পুড়িয়ে নেওয়া কাঁচা আমের মাখা, তাতে সরষের তেল, নুন আর কাঁচালঙ্কা-গ্রীষ্মের চিরচেনা স্বাদ। আচারাজ (অবধি) কিমা ও মসলা মেশানো মাটন পদে আমের শেষে কাঁচা আম মেশানো হয় টক-ঝাঁজ বাড়ানোর জন্য। এটি মাংস নরম করতেও সাহায্য করে।পাকা আমঃ মিষ্টি স্বাদের অপূর্ব উপস্থাপনাপাকা আম শুধু মিষ্টিই নয়, এটি মিশে গেলে রান্নায় নিয়ে আসে এক প্রাকৃতিক মাধুর্য।ফাজেতো (গুজরাট)পাকা আমের পিউরি, দই ও বেসন মিশিয়ে বানানো এক ঝোল জাতীয় পদ এতে থাকে আদা, কাঁচালঙ্কা, ও তেলে ভাজা মসলা।আমরাস (মহারাষ্ট্র ও গুজরাট): পাকা আমের ঘন রস, এলাচ বা কেশর দিয়ে ফ্লেভার করা, ঠান্ডা পরিবেশন করা হয় পুরির সঙ্গে।মাম্বাজা পুলিশেরি (কেরালা)টক দই আর পাকা আম দিয়ে তৈরি দক্ষিণী এক কড়ি, যেখানে মিষ্টি-টক স্বাদের ভারসাম্যই আসল।আমরাখণ্ড (মহারাষ্ট্র ও গুজরাট)ঝুলন্ত দই, পাকা আমের রস, এলাচ, কেশর, চারোলি, পেস্তা, বাদাম দিয়ে তৈরি এক ঘন মিষ্টান্ন-যা গ্রীষ্মের বিলাস।আমের সংরক্ষণঃআমসত্ত্ব থেকে আচারসূর্য শুকানো আমসত্ত্ব - অঞ্চলভেদে নাম আলাদাঃ আম পাপড় (উত্তর ভারত), মামিদি তান্দ্রা (অন্ধ্র), আম্বা পোলি (মহারাষ্ট্র), আম সত্ত্ব (বাংলা)। কিছু রেসিপিতে কাঁচা আমের টক স্বাদ মেশানো হয় পাকা আমের মিষ্টির সঙ্গে।বাঙালি রান্নায়ের পাকা আমের ব্যবহার চলে বহু উৎসবী পদে-পায়েস, দই, সন্দেশ, এমনকি সেদ্ধ ভাতের সঙ্গেও পাকা আমের উপভোগ চলে। শেষ কথা-আম শুধুই একটি ফল নয়, এটি ভারতের প্রতিটি অঞ্চলের রান্নায় এক আবেগ, এক ঐতিহ্য। কাঁচা বা পাকা, মিষ্টি বা ঝাল, আম মানেই গ্রীষ্মের স্বাদকে বন্দি করা এক মধুর উপায়।

বাইরে বৃষ্টি, তাই গরম ভাতে জমে যাবে নারকেল কোরা-ছোলা দিয়ে কচুর শাকের ঘন্ট

বাঙালির ঘন্ট রান্নার ঐতিহ্য বহু পুরোনো। মিলেমিশে এই অবিভক্ত বাংলাতেই তৈরি হয়েছে একের পর এক স্বাদ। বাঙালি হেঁশেলে ফলের খোসা থেকে ডগা, কাণ্ড থেকে শিকড়, ফুল থেকে পাতা, সব কিছু দিয়েই তৈরি হয় নানা রান্না। শুক্তো, ঘন্ট, ছ্যাঁচড়া, ছেঁচকি, চচ্চড়ি, ছক্কা, পাঁচফোড়ন, ডালনা-রেসিপির শেষ নেই। কচুর শাকের ঘন্ট তেমনই একটি। দুই বাংলাতেই অত্যন্ত প্রিয় এই রান্নাটি। কচুর ডাটার সঙ্গে নারকেল, ভেজানো ছোলা, কখনও চিংড়ি, ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে বেশ কষিয়েই রাঁধা হয় কচুর শাক। বর্ষার দিনে একেবারে জমে যাবে। রইল নিরামিষ কচুর শাক রাঁধার একটি প্রণালী।

নিরামিষ কচুর শাকের ঘন্ট-

উপকরণ- ৫০০ গ্রাম কচুর শাক, আধ কাপ নারকেল কোরা,১৪ কাপ ছোলা ভিজিয়ে রাখা, ২-৩টি শুকনো লঙ্কা,১ চামচ পাঁচফোড়ন,১ চামচ আদাবাটা ১ চামচ জিরেগুঁড়ো, ১ চামচ ধনেগুঁড়ো,১ চামচ হলুদগুঁড়ো, আধ চামচ লঙ্কাগুঁড়ো, ৩টি কাঁচালঙ্কা, ৪ চামচ সর্ষের তেল,

নুন ও চিনি স্বাদমতো, লেবুর রস বা তেঁতুলের কাথ,

প্রণালী- কচুর শাকের ডাটা ও পাতা ভালো করে ধুয়ে নিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কাটতে হবে। খেয়াল রাখবেন, কচি অংশগুলোই ব্যবহার করবেন। এ বার জলে নুন মিশিয়ে ভাল করে কচুশাক সেদ্ধ করে নিতে হবে। শাক সেদ্ধ হয়ে নরম হলে নামিয়ে জল ঝরিয়ে রাখুন। হাত দিয়ে বা চামচ দিয়ে হালকা করে চটকে নিতে পারেন, তবে একেবারে মিহি করবেন না। অনেক সময়ে কচুতে গলা চুলকাতে পারে, তাই সেদ্ধ করার সময়ে সামান্য তেঁতুল বা লেবুর রস মিশিয়ে নিতে পারেন। সারা রাত ছোলা ভিজিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয়। যে দিন রান্না করবেন, তার আগের দিন রাত থেকে ছোলা ভিজিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয়। এই ছোলা নুন দিয়ে সেদ্ধ করে নিন। তবে বেশি নরম করবেন না। নারকেল কুরিয়ে রেখে দিন। চাইলে ছোট ছোট টুকরো করেও নিতে পারেন।

এ বার কড়াইতে তেল দিয়ে শুকনো লঙ্কা ও পাঁচফোড়ন দিন। ফোড়নের সুগন্ধ বার হলে আদাবাটা ও কাঁচালঙ্কা দিয়ে হালকা কষুন। এ বার সেদ্ধ করা কচুর শাক কড়াইতে দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করুন। হলুদগুঁড়ো, জিরেগুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো এবং লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে নাড়ুন। তার পর দিন সেদ্ধ করা ছোলা এবং নারকেল কোরা। সামান্য চিনি দিতে পারেন। স্বাদমতো নুন দিন। আঁচ কমিয়ে মাঝারি আঁচে রান্না করুন। যত ক্ষণ না শাকের জল শুকিয়ে যায়, তত ক্ষণ কষাতে হবে। মিশ্রণ ঘন হলে তখন ভাল করে ভাজুন। সামান্য তেল দিয়ে দিতে পারেন কড়াইতে। সব একদম শুকনো হয়ে তেল ছাড়লে নামিয়ে নিন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন কচুর শাকের ঘন্ট।

ভারত-পাক সংঘর্ষ নিয়ে এ বার নতুন দাবি ট্রাম্পের!

১৯ জুলাই ঃ গত দু'মাসে প্রায় ২৪-২৫ বার ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতির কৃতিত্ব দাবি করেছেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ বার দাবি করে তুলে ধরলেন অন্য এক বক্তব্য, 'অপারেশন সিঁদুর'-র সময় দু'দেশের সংঘাতে অন্তত চার-পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছিল। তবে পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ড পরবর্তী পর্যায়ে গত ৭-১০ মে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষে কোন দেশের ক'টি বিমান ধ্বংস হয়েছিল, সে বিষয়ে কিছু বলেননি ট্রাম্প। শুক্রবার রিপাবলিকান পার্টির সেনেটর এবং 'অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস'-এর সদস্যদের নৈশভোজের সময় ট্রাম্পকে বলতে সোনা যায়, 'তিনি অনেকগুলি যুদ্ধ থামিয়েছি। আর তা যথেষ্ট গুরুতর ছিল। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যা চলছিল। উড়ন্ত যুদ্ধবিমানকে গুলি করে মাটিতে নামানো হয়েছিল। চার বা পাঁচটি। তবে আমার মনে হয় আসলে পাঁচটি জেট ধ্বংস করা হয়েছিল। দু'টি পারমাণু শক্তিধর দেশ পরস্পরকে আঘাত করছিল। এটি আসলে নতুন ধরনের যুদ্ধ ছিল।'প্রসঙ্গত, গত ২২ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি

হামলার পর তার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করে একাধিক পদক্ষেপ করেছিল ভারত। প্রত্যাঘাতের অভিযান 'অপারেশন সিঁদুর'-এ গত ৬ মে মধ্যরাতে পাকিস্তানে হামলা চালায় ভারতীয় বাহিনী। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় একাধিক জঙ্গিঘাঁটি। এর পর পাকিস্তানও পাল্টা হামলা চালায়। দুই দেশের মধ্যে টানা চার দিন সংঘর্ষ চলে। গত ১০ মে ভারত এবং পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতিতে সম্মত হয়। দুই দেশের সামরিক বাহিনীর ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশন (ডিজিএমও) স্তরে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে এই সংঘর্ষবিরতি হয়।কিন্তু, তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ভারত এবং পাকিস্তানের সংঘর্ষবিরতির কথা প্রথম ঘোষণা করেছিলেন ট্রাম্প। এর পর একাধিক বার তিনি দাবি করেছেন, তাঁর মধ্যস্থতাতেই দক্ষিণ এশিয়ার দুই পরমাণু শক্তিধর দেশের সংঘর্ষবিরতি হয়েছে। তবে ইসলামাবাদ ট্রাম্পের কৃতিত্ব মেনে নিলেও নয়াদিল্লি তাঁর ওই দাবি স্বীকার করেনি। পাকিস্তানের তরফে সংঘর্ষপর্বে পাঁচটি ভারতীয় যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি করা হয়েছিল। অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তানের হামলায় ভারতের যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছে বলে জানিয়েছিলেন ভারতীয় সেনা সর্বাধিনায়ক জেনারেল অনিল চৌহান। তবে ধ্বংস হওয়া যুদ্ধবিমানের সংখ্যা জানাননি তিনি।

কংগ্রেসকে বিঁধে পাকাপাকিভাবে এনডিএ জোট ছাড়ার ঘোষণা আপের

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই ঃ আম আদমি পার্টি আর ইন্ডিয়া জোটের অংশ নয়। রাখঢাক না করে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিল আম আদমি পার্টি। দলের রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং জানিয়ে দিলেন, ইন্ডিয়া জোট তৈরি হয়েছিল ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে। তারপর আর নিজেদের এজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি।

২১ জুলাই শুরু হতে চলা সংসদের অধিবেশনের প্রাক্কালে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর, বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের হেনস্তা ও অপারেশন সিঁদুর-সহ একাধিক ইস্যুতে মোদি সরকারকে চেপে ধরার কোন কৌশল ঠিক করতে আজ ভার্চুয়াল বৈঠক করবে ইন্ডিয়া জোটের শরিকরা। তৃণমূলের তরফে বৈঠকে থাকার কথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এর মধ্যেই বিজেপি-বিরোধী ইন্ডিয়া জোট থেকে পাকাপাকিভাবে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল আম আদমি পার্টি (আপ)। সেটা কিছুটা হলেও বিরোধী শিবিরের জন্য ধাক্কা।

' লোকসভা ভোটের পর কিছুটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়া ইন্ডিয়া জোট আবার সক্রিয় হচ্ছে। এই বৈঠক আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে কংগ্রেস। তবে আম আদমি পার্টি এই বৈঠকে থাকবে না, সেটা জানিয়ে দিয়েছেন সঞ্জয় সিং। সূত্রের খবর, কংগ্রেসের তরফে যোগাযোগ করা হলেও আপ এখনও পর্যন্ত কোনও পরিষ্কার বার্তা দেয়নি। দলের সাংসদ সঞ্জয় সিং জানান, লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ইন্ডিয়া জোট তৈরি হয়েছিল। এখন এই জোটের কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। তাই আপ-এর কোনও সদস্য ইন্ডিয়া জোটে শামিল হবে না। সঞ্জয় সিং বলছেন, ইন্ডিয়া জোট নিজেদের লক্ষ্যে এগোতে পারেনি। ২০২৪ লোকসভার পর জোটের কোনও বৈঠকই হয়নি। জোট থেকে বেরনোর জন্যও কংগ্রেসকে বিঁধেছে কেজরিওয়ালের দল। তাদের বক্তব্য, জোটের সবচেয়ে বড় শরিক হিসাবে কংগ্রেস নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ। তবে জোটে না থাকলেও দরকারে সংসদের ভিতরে বা সংসদের বাইরে প্রয়োজনে বিজেপি বিরোধিতায় আপ পিছপা হবে না বলে দাবি সঞ্জয়ের।

মঙ্গল পাণ্ডের বীরত্ব যুগে যুগে দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করবেঃ কেশবপ্রসাদ মৌর্য

লখনউ, ১৯ জুলাই ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামী, ভারত মায়ের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী অমর শহিদ মঙ্গল পাণ্ডের জন্মজয়ন্তীতে শনিবার উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশবপ্রসাদ মৌর্য শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। লখনউয়ের সাত কালিদাস মার্গে নিজের বাসভবনে মঙ্গল পাণ্ডের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে মঙ্গল পাণ্ডেকে স্মরণ করেন তিনি। এই উপলক্ষে কেশবপ্রসাদ মৌর্য বলেন, দেশভক্তি, সাহস ও আত্মত্যাগের এক অনন্য উদাহরণ ছিলেন মঙ্গল পাণ্ডে। তাঁর সংগ্রামী জীবন স্বাধীনতা আন্দোলনের এক অনন্ত প্রেরণা হিসেবে যুগে যুগে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করবে। দেশের প্রতিটা মানুষ তাঁকে মনে রাখবেন।

গাজার একমাত্র গির্জাতেও ইহুদি সেনার গোলাবর্ষণ!

১৯ জুলাই ঃ হামাস নিধনযজ্ঞে এবার ইজরায়েলের সেনার হাত থেকে রেহাই পেল না গাজার একমাত্র গির্জা। সম্প্রতি ওই গির্জায় ইহুদি সেনার গোলাবর্ষণের জেরে গির্জার যাজক গ্যাব্রিয়েল রোমানেলি-ও-সহ তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১০ জন। নৃশংস এই হামলার নিন্দায় সরব হয়েছে সব মহল। চাপের মুখে এই ইস্যুতে মুখ খুলেছেন খোদ ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। এই ঘটনা ভুলবশত বলে দাবি করেছেন তিনি।

গাজায় নরকের দ্বার খুলে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তাঁর সেই হুঁশিয়ারি যে কথার কথা নয় গত দু'বছরে তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে গোটা বিশ্ব। হামাস ধ্বংসের নামে ইজরায়েলের হামলায় মৃত্যু হয়েছে হাজার হাজার নারী ও শিশুর। এই হামলা থেকে বাঁচতে গাজার শয়ে শয়ে মানুষ শিশু ও প্রতিবন্ধীরা আশ্রয় নিয়েছিলেন এই গির্জায়। সেখানেই কামান থেকে গোলা ছোঁড়ে ইজরায়েলের সেনা। এই হামলার পর দু ঃখপ্রকাশ করে নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, গাজার হলিফ্যামিলি গির্জায় ভুল করে গোলা চলেছে। এই হামলায় ইজরায়েল গভীরভাবে শোকপ্রকাশ করছে। যে কোনও নিরীহ ব্যক্তির প্রাণহানি দু ঃখজনক। আমরা এই ঘটনার জন্য দু ঃখ প্রকাশ করছি। তবে এই হামলাকে অনিচ্ছাকৃত ভুল বলে দাবি করলেও গাজায় হামলা চালাতে কোনও খামতি রাখছে না ইজরায়েল। লাগাতার বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা জারি রয়েছে সেখানে। চলতি সপ্তাহেই গাজার নুসাইরাত শরণার্থী শিবির থেকে জল ভরতে যাওয়া শিশুদের উপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় নেতানিয়াহুর সেনা। এই হামলায় মৃত্যু হয়েছে ৬ শিশু-সহ ৮ জনের। এদিকে রিপোর্ট বলছে গত ২১ মাস ধরে লাগাতার ইজরায়েলের হামলায় এখনও পর্যন্ত গাজায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৮,৬০০-র বেশি মানুষের। যাদের মধ্যে বেশিরভাগই শিশু ও মহিলা।

অন্যদিকে আরও একটি রিপোর্ট বলছে, ইজরায়েল সেনার হামলার জেরে গোটা গাজা উপত্যকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। খাদ্য ও জলসংকট চরম আকার নিয়েছে। থালা হাতে ত্রাণের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা বুভুক্ষদের ভিড়ে চলছে হামলা। রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার দপ্তরের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, এহেন হামলায় অন্তত ৭৯৮ জন প্যালেস্টিনীয়র মৃত্যু হয়েছে। তীব্র জলসংকটে ত্রাণ শিবির গুলিতে জল বিতরণ করছে সেখানকার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি। সেখানেও ভুল করে মৃত্যু বিলির পর, এবার গাজার একমাত্র গির্জাতেও হামলা ইজরায়েলের।

জইশ প্রধানকে নিয়ে বিলাওয়ালের মিথ্যাচারের পর্দাফাঁস হয়ে গেল

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই ঃ পাক অধিকৃত কাশ্মীরে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে মাসুদ আজহার! জানা গিয়েছে, বাহওয়ালপুর থেকে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার দূরে দেখা গিয়েছে জইশ-ই-মহম্মদ প্রধানকে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, বেড়াতে গিয়েছে কুখ্যাত জঙ্গি। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই পাকিস্তানের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জোর গলায় দাবি করেছিলেন মাসুদ পাকিস্তানেই নেই। অপারেশন সিঁদুরে এই বাহওয়ালপুরেও আক্রমণ শানিয়েছিল ভারত। বাহওয়ালপুরে জইশ-ই-মহম্মদ, মুরাকায় লস্কর-ই-তইবা ও হিজবুল মুজাহিদিনের সদর দপ্তর গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। যতখ হয়েছিল বহু জেহাদি। এবার জইশের ' বাহওয়ালপুরের আশেপাশেই দেখা গেল মাসুদ আজহারকে। উল্লেখ্য, এই বাহওয়ালপুরেই অপারেশন সিঁদুরের সময়ে পরিবারের ১৪ সদস্যকে হারায় মাসুদ।

জানা গিয়েছে, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের যে অংশে মাসুদকে সম্প্রতি দেখা গিয়েছে সেটি মূলত পর্যটনক্ষেত্র। হ্রদ এবং পার্কে ভরা নিভৃত জায়গাটিতে খুব বেশি পর্যটকরা ভিড় জমান না। ওই এলাকায় দু'টি মসজিদ এবং বেশ কয়েকটি মাদ্রাসা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু ওই এলাকায় মাসুদ কেন গিয়েছে তা জানা যায়নি।

প্রসঙ্গত, দিনকয়েক আগেই বুক বাজিয়ে বিলাওয়াল দাবি করেছিলেন, আজহার মোটেই পাকিস্তানে নেই। সে রয়েছে আফগানিস্তানে। যদি ভারত সরকার আমাদের তথ্য দিতে পারে যে ও পাকিস্তানের মাটিতেই রয়েছে, সেক্ষেত্রে আমরা ওকে খুশি মনে গ্রেপ্তার করতে পারি। কিন্তু ঘটনা হল, ভারত সরকার তেমন কিছু দিচ্ছে না।

বিবেকানন্দ কলেজ ঠাকুরপুকুর, ন্যাক মূল্যায়নে এ গ্রেট পেল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ বিবেকানন্দ কলেজ ঠাকুরপুকুর তার মুকুটে নতুন এক উজ্জ্বল পালক যুক্ত হল এ গ্রেট। ন্যাক কর্তৃক এ গ্রেট ৩.২৮ প্রশংসনীয় সি.জি.পি.এ. সহ অর্জন করেছে উল্লেখযোগ্য ভাবে। এরদ্বর কলেজে প্ল্যাটিনাম জুবিলী অর্জন করছে যা শিক্ষাগত

উৎকর্ষতা এবং সামগ্রিক শিক্ষার প্রতি ৭৫ বছরের অবিচল অঙ্গীকারের প্রতীক।৬.১৭ একরের সবুজ ক্যাম্পাসে সাথে কলেজ একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা গড় আশ্রয় প্রদান করে। বিশেষত পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়ন করে তার সমকক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে স্বতন্ত্র। কলেজের সংখ্যক ছাত্রী নিয়ে গর্ব করে। কলেজে বিজ্ঞান, মানবিক এবং বাণিজ্য শাখা সহ ২৩ টি স্নাতক এবং চার টি স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম সহ তার বৈচিত্র্যময় শিক্ষাগত প্রস্তাবনার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। এই প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উদযাপনের বছরে এ স্বীকৃতি অর্জন কলেজের অগ্রগতির এক উজ্জ্বল প্রমাণ যা কেবল শিক্ষা প্রদান নয় বরং আরো ন্যায় পরায়ণ ও সুসংহত সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে আমাদের কলেজকে আরো অনুপ্রাণিত করবে।

একজন অসুস্থ মহিলা যাত্রীকে মেট্রো কর্মীরা সাহায্য করলেন

কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ ১৭.০৭.২০২৫ তারিখে, মাস্টারদা সূর্য সেন মেট্রো স্টেশনে প্রায় ৬০ বছর বয়সী এক মহিলা যাত্রী অসুস্থ বোধ করেন। তার স্বামী, যিনি তার সাথে ছিলেন, স্টেশন কর্মী এবং আরপিএফ কর্মীদের কাছে সাহায্য চান।তার অবস্থা দেখে, আরপিএফ এবং স্টেশন কর্মীরা তাৎক্ষণিকভাবে তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। তাকে স্টেশন মাস্টারের অফিসে নিয়ে আসা হয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরিস্থিতির গুরুতরতা বিবেচনা করে, তাকে তাৎক্ষণিকভাবে তার স্বামীর সাথে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়।মেট্রো রেলওয়ের স্টেশন কর্মীদের সদয় এবং সময়োপযোগী সাহায্যের জন্য তারা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

উত্তর রেলওয়ের কানপুর সেন্ট্রাল-লখনউ সেকশনে প্রি-নন-ইন্টার্ক কাজ চলমান থাকায়, ট্রেন নিয়ন্ত্রণ করা হবে

গোরখপুর, ১৯ জুলাই ঃ উত্তর রেলওয়ের লখনউ বিভাগের কানপুর সেন্ট্রাল-লখনউ সেকশনের জৈতিপুর স্টেশনে গতিশক্তি মাল্টি মডেল কার্গো টার্মিনাল নির্মাণের প্রেক্ষিতে প্রি-নন-ইন্টার্ক এবং নন-ইন্টার্ক কাজ চলমান থাকায়, ট্রেনগুলির নিয়ন্ত্রণ এবং পুনঃসূচনা নিম্নরূপ করা হবে। নিয়ন্ত্রণ-- ২২ জুলাই ২০২৫ তারিখে দারভাঙ্গা থেকে চলাচলকারী ০৪০৭১ দারভাঙ্গা-দিল্লি স্পেশাল ট্রেনটি ২৫, ২৯ জুলাই এবং ১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে ১০০ মিনিট এবং ১৬০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা হবে- ১১১০৯ বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই জংশন ঝাঁসি-লখনউ জংশন। ২৩ জুলাই ২০২৫ তারিখে বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই ঝাঁসি থেকে চলাচল করবে। ২৯ জুলাই থেকে ২ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে উত্তর মধ্য রেলওয়েতে ৩০ মিনিট এবং উত্তর মধ্য রেলওয়েতে ১০ মিনিটের জন্য এক্সপ্রেস নিয়ন্ত্রণ করা হবে।- ২৫ ও ২৬ জুলাই, ২০২৫ তারিখে বারাউনি থেকে চলাচলকারী ১১১২৪ বারাউনি-গোয়ালিয়র এক্সপ্রেস পূর্ব মধ্য রেলওয়েতে ২৫ মিনিট এবং উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে ২৫ মিনিট এবং পূর্ব মধ্য রেলওয়েতে ২০ মিনিট এবং উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে ২০ মিনিট নিয়ন্ত্রণ করা হবে।- ২৬ জুলাই এবং ২ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে গোরক্ষপুর থেকে চলাচলকারী ১২৫৯১ গোরক্ষপুর-যশবন্তপুর এক্সপ্রেস উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে ১৫ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা হবে।- ২৬ জুলাই, ২০২৫ তারিখে জগবানি থেকে চলাচলকারী ০৫৩৯৩ জগবানি-আনন্দ বিহার টার্মিনাস বিশেষ ট্রেনটি ১৮০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা হবে।- ২৭, ৩১ জুলাই এবং ১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে গোরখপুর থেকে চলাচলকারী ১২৫১১ গোরখপুর-তিরুবনন্তপুরম উত্তর এক্সপ্রেস উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে ১৫ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা হবে।- ২৭, ২৯ এবং ৩০ জুলাই, ২০২৫ তারিখে তিরুবনন্তপুরম উত্তর থেকে চলাচলকারী ১২৫১২ তিরুবনন্তপুরম উত্তর-গোরখপুর এক্সপ্রেস দক্ষিণ-মধ্য রেলওয়েতে ৪০ মিনিট, মধ্য-মধ্য রেলওয়েতে ৬০ মিনিট, পশ্চিম-মধ্য রেলওয়েতে ৬০ মিনিট এবং উত্তর-মধ্য রেলওয়েতে ৫০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা হবে।- ২৮ জুলাই সাবরমতী থেকে চলাচলকারী ১৯৪০১ সাবরমতী-লখনউ এক্সপ্রেস উত্তর মধ্য রেলওয়েতে ৬০ মিনিট, উত্তর পশ্চিম রেলওয়েতে ৬০ মিনিট এবং উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে ৩০ মিনিট নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন শিব সেনা কি এনডিএ শিবিরে ফিরছে

মুম্বই, ১৯ জুলাই ঃ উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন শিব সেনা কি এনডিএ শিবিরে ফিরছে, উঠছে সে প্রশ্ন। প্রথমে প্রকাশ্যে দেবেন্দ্র ফড়নবিসের ' ঠিক তার পরপরই ফড়নবিসের সঙ্গে একান্ত বৈঠক উদ্ধব ঠাকরের। এই দুই ঘটনায় যে জল্পনা তৈরি হয়েছিল, সেটা আরও বাড়ল উদ্ধবের একটি মন্তব্যে। গত ১৬ জুলাই একেবারে ভরা বিধানসভা অধিবেশনে দাঁড়িয়ে পুরোনো বন্ধু তথা অধুনা ' শত্রু' উদ্ধব ঠাকরেকে নিজেদের শিবিরে আহ্বান করেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস। রসিকতার সুরে উদ্ধব ঠাকরেকে খোলাখুলি এনডিএ শিবিরে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেন ফড়নবিস। তিনি বলেন, দেখুন উদ্ধবজি। অন্তত ২০২৯ পর্যন্ত আমাদের বিরোধী শিবিরে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে আপনি চাইলে কিন্তু এদিকে আসতে পারেন। অবশ্য আপনি যদি চান। আর আপনি চাইলে আমরা ভাবনা-চিন্তা করব। পরে অবশ্য ফড়নবিস দাবি করেন, ওই প্রস্তাব নেহাতই রসিকতা ছিল। আমরা নিজেরা যথেষ্ট শক্তিশালী। আলাদা করে কাউকে আহ্বান

জানানোর দরকার নেই। ঘটনাচক্রে, ফড়নবিসের ওই প্রস্তাবের পরই উদ্ধব রাজ্যের ' ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী ফাড়নবিসের সঙ্গে একান্তে দেখা করেছেন। তাতে জল্পনা আরও বেড়েছে। শিব সেনার তরফে আদিত্য ঠাকরে দাবি করেছেন, ওই বৈঠক অরাজনৈতিক এবং মারাঠি ভাষা ইস্যুতে। কিন্তু তাতে জল্পনা কমেনি। উলটে ওই বৈঠক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উদ্ধব ঠাকরে নিজেই ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করে জল্পনা বাড়িয়ে দিয়েছেন। উদ্ধব বিখ্যাত অ্যাডভার্টাইজিং সংস্থার বিজ্ঞাপনের সুর টেনে বলছেন, ইয়ে অন্দর কি বাত হ্যায়। এখন বিজেপি এবং শিব সেনার ঠাকরে শিবিরের মধ্যে কোন ' কি বাত' চলছে, সেটা বেশ রহস্যের ব্যাপার। এমনিতে শিব সেনা বিজেপির পুরোনো জোটসঙ্গী। ২০১৯-এ মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে ঝামেলার জেরে শিব সেনা বিজেপির সঙ্গ ছাড়ে। পরে আবার শিব সেনার একটা অংশ ভেঙে বিজেপির সঙ্গে হাত মেলায়। তবে উদ্ধব শিবিরের সঙ্গে বিজেপির মতানৈক্যও মেটেনি অনেক। তাই যে কোনও সময় উদ্ধবদের এনডিএতে প্রত্যাবর্তনের জল্পনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

অসমে সিআইডি কর্তৃক বাজেয়াপ্ত সাইবার জালিয়াতির বলে আত্মসাতকৃত ১৬ লক্ষ টাকা

গুয়াহাটি, ১৯ জুলাই ঃ সাইবার জালিয়াতির মাধ্যমে ডিক্রয়েডের জনৈক কর প্রতারিতদের আত্মসাত ১৬ লক্ষ টাকা সফলভাবে বাজেয়াপ্ত করেছে আসামের সিআইডি। সোশ্যাল মিডিয়া, প্ল্যাটফর্ম ফ্লথইডিজিট-এ প্রতারণামূলক লিংকের মাধ্যমে ভুক্তভোগীকে একটি ভুয়া রিয়েল এস্টেট কোম্পানিতে বিনিয়োগের জন্য বলেছিল প্রতারকরা। সে অনুযায়ী তিনি ২০২৪ সালের ২৭ আগস্ট আরটিজিএস-এর মাধ্যমে ২১৬ লক্ষ টাকা পেমেন্ট করেছিলেন প্রতারকদের। পরামর্শদাতা।আজ শনিবার গুয়াহাটির উলুবাড়িতে অবস্থিত আসাম সিআইডি বিভাগের স্পেশাল সিনিয়র পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে এ খবর জানিয়েছেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ভুক্তভোগী বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস করে এটিকে বৈধ বিনিয়োগ ভেবে টাকা স্থানান্তর করেছিলেন। চলতি বছরের ১৫ জুলাই সাইবার হেল্পলাইন নম্বর ১৯৩০-এর মাধ্যমে একটি অভিযোগ করেছিলেন ভুক্তভোগী।প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে এর মামলা রুজু করে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে সিআইডি ফোন এবং ইমেল-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক নোডাল অফিসারদের সতর্ক করে।

নাম পরিবর্তন

আমি Shaikh Alamgir (Old name) পিতা Sekh Sajahan ঠিকানা Vill Bahukhedail, P. O. - Hayatpur,P.S - Arambagh., Dist - Hooghly Pin No - 712412 . প: ব: স্থায়ী বাসিন্দা আরামবাগ কোর্টে, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হুগলী জেলা, এফিডেভিট দ্বারা Sekh Alamgir (New name) পরিচিত হলাম । এফিডেভিট (SI. No 7 246) তারিখ 28052025 Shaikh Alamgir (Old name) এবং Sekh Alamgir (New name) একই ব্যক্তি হিসাবে গন্য হইলাম।

বাল্য বিবাহ মুক্ত হবে মুর্শিদাবাদ জেলা, 'অল আউট' লড়াই শুরু প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৯ জুলাই ঃ ছ'বছরের এক নাবালিকাকে বিয়ে করতে চেয়ে সম্প্রতি তালিবানি এক আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বছর পঁয়তাল্লিশের এক ব্যক্তি। তবে সে দেশের আদালত ওই আবেদন নাকচ করে দিয়ে জানিয়েছে যতক্ষণ না ওই পাত্রীর বয়স ৯ বছর হবে সে যেন বিয়ে করে। তালিবানি শাসনে আফগান মেয়েদের 'শোষণের' এই খণ্ডচিত্র নাড়া দিয়ে গিয়েছিল গোটা বিশ্বকে। তবে ছয় বা নয় বছর বয়সী নাবালিকার বিয়ের খবর না পাওয়া গেল আজও মুর্শিদাবাদ জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে কিছু গ্রামে মেয়ের বয়স ১০-১২ বছর হলেই তাদের জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান শুরু করে বাড়ির লোকজন। মুর্শিদাবাদ জেলার মেয়েদেরকে অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার এই কুপ্রথা রোধ করার জন্য এবার কোমর বেঁধে নেমেছে মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসন। প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই এই জেলায় বাল্য বিবাহের খবর পেলে পুলিশ সেই বিয়ে বন্ধ করে দিত

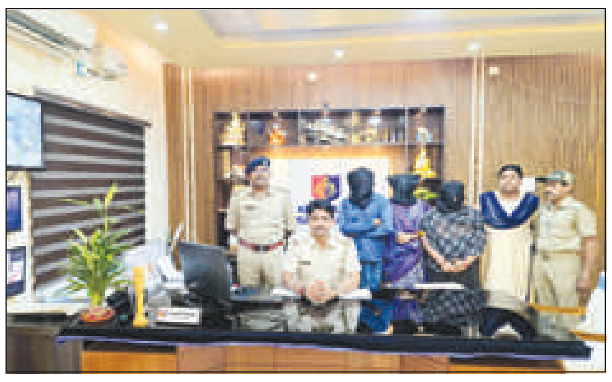

এবং পরিবারের কাছ থেকে মুচলেকা লিখিয়ে নিত পাত্র -পাত্রীর বিয়ের বয়স না হলে তাদের বিয়ে দেবেন না। তবে পুলিশ প্রশাসনকে লিখিত মুচলেকা দেওয়ার পরও অনেক সময় দেখা গেছে গোপনে সেই নাবালিকার বিয়ে হয়ে গেছে। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (লালবাগ) রাসপ্রীত সিং জানিয়েছেন, 'এবছর মে মাসের ১ তারিখ থেকে জুলাই মাসের ১৬ তারিখ পর্যন্ত কেবলমাত্র মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলাতেই নাবালিকার বিয়ে দেওয়ার জন্য ৭৮ টি মামলা রুজু করা হয়েছে এবং মোট ১৩৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' এই সংখ্যাটি গত তিনদিনে আরও কিছুটা বেড়েছে। জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, মুর্শিদাবাদ জেলায় একটি বড় অংশের মানুষের মধ্যে শিক্ষার অভাব এবং বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার দীর্ঘদিনের রীতি রয়েছে। প্রশাসনের পক্ষে প্রত্যেকটি গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে কোথায় কোন নাবালিকের বিয়ে হচ্ছে তা নজরে রাখা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষকে এই কু-প্রথার বিরুদ্ধে লড়াইতে এগিয়ে আসতে হবে। ওই আধিকারিক জানান, জেলার বিভিন্ন স্কুলগুলোতে শিক্ষক -শিক্ষিকারা যখন নাবালিকা বিয়ে বন্ধ করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করছেন সেই সময় এই মাসেরই প্রথম সপ্তাহে সাগরপাড়া থানার পুলিশ খয়রামারি এলাকা থেকে সহিবুল ইসলাম নামে এক শিক্ষককে বছর ষোলোর এক নাবালিকা ছাত্রীকে বিয়ে করার চেষ্টার অপরাধে গ্রেপ্তার করেছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বাল্যবিবাহের পর সম্প্রতি গর্ভবতী হয়ে পড়েছিল এক নাবালিকা। এরপর জেলার এক সরকারি হাসপাতালে সে নিজের সন্তানের জন্মও দেয়। তবে প্রশাসন ওই নাবালিকাকে নিজের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তার জন্ম দেওয়া আট মাসের সন্তানকে অন্য এক নিঃসন্তান দম্পতিকে দত্তক হিসেবে দিয়েছে। এর পাশাপাশি ওই নাবালিকাকে 'ধর্ষণ' করার অপরাধে তার স্বামীকে গ্রেপ্তার করে 'পকসো' আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। সম্প্রতি বহরমপুর থানার অন্তর্গত বলরামপুর এলাকায় ১৫ বছরের এক নাবালিকা ১৬ বছরের এক কিশোরের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। পরবর্তীকালে পুলিশ দু'জনকেই উদ্ধার করে। কিন্তু দু'জনেই নাবালক হওয়ায় বর্তমানে তাদের ঠাঁই হয়েছে সরকারি হোমে। অসমর্থিত সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বাল্যবিবাহের কারণে এই রাজ্যের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলাতেই নাবালিকা মেয়েরা সব থেকে বেশি সন্তানের জন্ম দেন। তবে এই 'রেকর্ড' এবার ভাঙার জন্য জেলা প্রশাসনই উদ্যোগী হয়েছে জেলা প্রশাসন। বহরমপুর এবং হরিহরপাড়া ব্লককে 'বাল্য বিবাহ মুক্ত' ব্লক হিসেবে ঘোষণা করার সংকল্প নিয়ে তারা কাজ শুরু করেছেন। সমস্ত পঞ্চায়েত সদস্যদের কাছে কঠোর নির্দেশ পাঠানো হয়েছে যে কোনও মহিলাকে বিবাহ সম্পর্কিত কোনও শংসাপত্র দেওয়ার আগে তার বয়স সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরই যেন তা ইস্যু করা হয়। মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) চিরন্তন প্রামানিক বলেন, 'বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য পুলিশ-প্রশাসন তাদের কাজ করে চলেছে। এর পাশাপাশি আমরা সমস্ত হোটেল মালিক, ম্যারেজ হল এবং ধাবা মালিকদেরকে নিয়ে একগুচ্ছ বৈঠক করেছি। তাদের সকলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিয়ের জন্য হল বা হোটেল ভাড়া দেওয়ার আগে তারা যেন পাত্র -পাত্রীর বয়স সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নেন।' অন্যদিকে পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে যেকোনও বিয়েতে অংশগ্রহণ করার আগে পুরোহিত এবং কাজীদেরকেও পাত্রপাত্রীর বয়স সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে তারপরই সেই বিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সনাতনী ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি শিবপ্রসাদ ব্যানার্জি বলেন, 'এই জেলার ইমাম এবং ব্রাহ্মণ সংগঠন প্রশাসনের নির্দেশে বাল্যবিবাহ রোধ করার ক্ষেত্রে সমস্ত রকম সহযোগিতা করছে। আমাদের সংগঠনের সদস্যদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিয়ে দেওয়ার আগে হবু বর এবং কনের আধার কার্ড দেখে নেওয়ার জন্য। বাল্য বিবাহের মতো কুপ্রথা বন্ধের জন্য প্রশাসন যে পদক্ষেপ করেছে আমরাও তার শরিক। মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ বছর এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ বছর না হলে আমাদের সংগঠনের সমস্ত সদস্যদেরকে সেই বিয়েতে অংশগ্রহণ করতে বারণ করা হয়েছে।'

বৃষ্টি শুরু হতে জলযন্ত্রণার ছবি দেখা গেল আলিপুরদুয়ারে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৯ জুলাই ঃ বর্ষার দিন শুরু হলেই জলযন্ত্রণার চিত্র উঠে আসে আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। বিশেষ করে মাদারিহাট ও কালচিনির এলাকার বিভিন্ন ব্লক জলমগ্ন হয়ে পগে। ভুটান সীমান্ত এই এলাকাগুলির সামনে হওয়ার কারণে জলযন্ত্রণার ছবি আরও প্রবল হয়ে ওঠে। প্রতি বছর লক্ষ্য করা যায় বর্ষার সময় জলযন্ত্রণার চিত্র উঠে আসে ডুয়ার্সের আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি, মাদারিহাট ব্লক সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে। এ বছর এখনও অবধি তেমন বৃষ্টি না হলেও গতকাল থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টিতে জলযন্ত্রণায় ভুগতে হয়েছে এলাকার বাসিন্দাদের। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে মাদারিহাট ও টোটোপাড়ার মাঝে। আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের হাসিমারা এলাকায় সড়কে জল প্রায় এক হাঁটু জল দাঁড়িয়েছে হাসিমারা চৌপথি সড়কে। অভিযোগ বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার কারণে হাসিমারা এলাকায় অল্প বৃষ্টি হলেই সড়কে এক হাঁটু সমান জল দাঁড়িয়ে পড়ে। অনেক বাসিন্দার ঘরে জল প্রবেশ করে। হাসিমারা চৌপথি থেকে সাঁতালি চা বাগান অবদি সড়ক বন্ধ হয়ে যায়। ভোলা নালার জল কালভার্টের উপর দিয়ে বইতে শুরু করে। অপরদিকে মাদারিহাটে প্রতিবছর বর্ষায় জলযন্ত্রণা সমস্যা উঠে আসে। বিশেষ করে মাদারিহাট থেকে টোটোপাড়া গামী সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, মাদারিহাট থেকে টোটোপাড়া যেতে হলে তিনটি খরস্রোতা নদী পেরিয়ে যেতে হয়। আর এই এলাকায় একটু বৃষ্টি হলে এবং বিশেষ করে ভুটান পাহাড়ে বৃষ্টি হলেই এই নদী গুলিতে হড়পা বান হয়ে থাকে। তখন পুরোপুরি যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। সড়কের দু'ধারে আটকে থাকেন বহু মানুষ। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয় তাদের, কখন জল কমবে, কখন যোগাযোগ স্বাভাবিক হবে এই ভেবে। ভুটান পাহাড় থেকে প্রচুর নদী নেমে এসেছে আর এই নদীগুলি ডুয়ার্সের আলিপুরদুয়ার জেলা হয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তবে মাদারিহাট টোটোপাড়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা বরাবরের মতই বেহাল। এই বিষয়ে সাংসদ মনোজ টিগ্গা জানিয়েছেন, আমি বিধায়ক থাকাকালীন বিধানসভায় এই বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলাম। কেন্দ্রে বিষয়টি তুলে ধরব। বাঙড়ি নদীর উপর ব্রিজ হলে সমস্যা সমাধান হবে।

নাগরকাটায় শিশুকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেল চিতা, উদ্ধার দেহ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ জুলাই ঃ জলপাইগুড়ির নাগরকাটার এক নম্বর আংরভাষা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কলাবাড়ি চা বাগান এলাকায় একটি বাড়ি থেকে তিন বছরের একটি শিশুকে তুলে নিয়ে গেছে চিতা। অনেক পরে, বাড়ি থেকে কিছু দূরে চা বাগান থেকে শিশুটির ক্ষত-বিক্ষত দেহ উদ্ধার করা হয়। মৃত শিশুর নাম আয়ুশ কালান্দি (৩)। এই ঘটনায় পুরো বাগানে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, শুক্রবার রাতের খাবার খাওয়ার পর আয়ুশ তার দাদুর সাথে বাগানের হুলাশ লাইনে অবস্থিত বাড়িতে বসে ছিল। একই সময়ে, হঠাৎই একটি চিতাবাঘ প্রবেশ করে আয়ুশকে ধরে টেনে নিয়ে যায়। পরিবারের সদস্যরা চিৎকার শুরু করলে, স্থানীয় এক বাসিন্দা আয়ুশকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও তিনি সফল হননি। চিতাবাঘটি আয়ুশকে চা বাগানের ঝোপে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় পরিবারে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আয়ুশের বাবা নেই। তার মা কোনওভাবে চা বাগানে শ্রমিকের কাজ করে তার পরিবারের ভরণপোষণ করেন। ঘটনার পরপরই বন বিভাগের ডায়ানা এবং বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। কিছুক্ষণ পর বানারহাট থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এরপর গভীর রাতে চা বাগানের ঝোপ থেকে শিশুটির ক্ষত-বিক্ষত দেহ উদ্ধার করা হয়। বাগানের কর্মীরা বলছেন, দীর্ঘদিন ধরে চিতাবাঘের আক্রমণ চলছে। তবুও বন বিভাগের পক্ষ থেকে কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

প্রশ্নের মুখে সিভিক ভলান্টিয়ার, সমুদ্রগড় স্টেশনে প্রহৃত এক যুবক

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১৯ জুলাই ঃ আবার প্রশ্নের মুখে সিভিক ভলান্টিয়ার, এবার এক যুবককে মারধরের অভিযোগ উঠল সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের কালনার কাটোয়া রেল শাখার সমুদ্রগড় স্টেশনে। ওই যুবকের পরিবারের অভিযোগ, ধারালো কিছু দিয়ে মারধরের ফলে তার হাতের একটি আঙুল কেটে পড়ে যায়। চিকিৎসার জন্য যুবককে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারের শাস্তির দাবিতে স্টেশন চত্বরে উত্তেজনা তৈরি হয়। শনিবার সকাল ৯টা নাগাদ সমুদ্রগড় স্টেশনে বসে মোবাইল দেখছিল ওই যুবক। তার বাড়ি স্টেশন লাগোয়া গ্রামেই। অভিযোগ, তখনই ওই যুবককে একটি ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে মারধর করে সিভিক ভলান্টিয়ারটি। মারধরের সময়ে ওই যুবকের হাতের একটি আঙুল কেটে পড়ে যায়। জিআরপির দাবি, ওই যুবককে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে যাওয়ার সময়ে লোহার গেটে ধাক্কা লাগে। তখনই ওই যুবকের হাতের আঙুল কেটে যায়। কিন্তু কেন ওই সিভিক এমন কাণ্ড ঘটাল? তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বালুরঘাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভুল ইঞ্জেকশন, অসুস্থ হয়ে পড়ছেন একের পর এক প্রসূতি!

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১৯ জুলাই ঃ মেদিনীপুর মেডিক্যালের পর দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। অভিযোগ, ভুল ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন একের পর এক প্রসূতি। অসুস্থ হয়ে পড়লেন আটজন প্রসূতি। শুক্রবার রাত থেকেই তাঁদের চিকিৎসা শুরু হয়। শুক্রবার রাতে ও শনিবার ভোররাতে একের পর এক অসুস্থ প্রসূতিকে পাঠানো হয় সিসিইউ ওয়ার্ডে। বর্তমানে আটজন প্রসূতি সিসিইউ ওয়ার্ডেই ভর্তি রয়েছেন। হাসপাতাল সূত্রে খবর, সকলের শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল রয়েছে। কিন্তু পরিবারের অভিযোগ, বিপদ এখনও কাটেনি। কমপক্ষে ৮-১০ জন প্রসূতি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলেই খবর। রাতেই পৌঁছান মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুদীপ দাস। তিনি জানান, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। প্রসূতির পরিবারের লোকজনের দাবি, গত শুক্রবার সকালে ওই হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে বেশ কয়েকজন ভর্তি হন। রাতে তাঁদের একটি ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। অভিযোগ, ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর হঠাৎ শরীর খারাপ হতে শুরু করে তাঁদের। কারও কাঁপুনি দিতে শুরু করে। কেউবা শ্বাসকষ্টে ছটফট করতে থাকেন বলেই অভিযোগ। তড়িঘড়ি তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় সিসিইউতে। এই খবর শুনে উত্তেজিত হয়ে পড়েন প্রসূতির পরিবারের লোকজন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে গাফিলতির অভিযোগে সরব হন। খবর পেয়ে রাতেই হাসপাতালে পৌঁছান জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুদীপ সেন। একাধিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকও ঘটনাস্থলে পৌঁছান। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুদীপ সেন বলেন, বর্তমানে প্রসূতিদের শারীরিক অবস্থা ঠিকই আছেন। উল্লেখ্য, চলতি বছরের ৪ জানুয়ারি মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইন কাণ্ডে শিরোনামে চলে আসে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। অভিযোগ, মেয়াদোত্তীর্ণ রিঙ্গার্স ল্যাকটেট স্যালাইনে অসুস্থ হয়ে পড়েন তাঁরা। সন্তান জন্ম দেওয়ার পরপরই মৃত্যু হয় মামণির। বাকি চারজনের অবস্থা ক্রমশ আশঙ্কাজনক হয়ে ওঠে।

কম্প্রিহেনসিভ হেলথ চেক আপ, দক্ষিণ নয়, পূর্ব এবার স্বাস্থ্য পরিষেবার গন্তব্য

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৯ জুলাই ঃ কম্প্রিহেনসিভ হেলথ চেক আপ, দক্ষিণ নয়, পূর্ব এবার স্বাস্থ্য পরিষেবার গন্তব্য হতে চলেছে। অত্যাধুনিক ঝাঁ চকচকে পরিবেশে বোলপুরের শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মিলবে এই উন্নত পরিষেবা। কম্প্রিহেনসিভ হেলথ চেক আপের মধ্যে আছে সিনিওর সিটিজেন পাবেন বিশেষ ছাড়। ফুল বডি চেক আপ ছাড়াও, বয়োবৃদ্ধি জনিত হাড়ের ক্ষয়ের কারণে অস্টিওপোরোসিস, পুরুষদের প্রজনন জনিত প্রোস্টেট সমস্যা, মহিলাদের সমস্যা। সব কিছুর জন্য রয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা। প্রবীণ নাগরিকদের কথা মাথায় রেখে রয়েছে 'সিনিয়র সিটিজেন হেলথ চেক-আপ' যা ঘরে বসেই পরীক্ষার সুবিধার জন্য 'সিনিয়র সিটিজেন হোম কালেকশন' এর মতো অভিনব মানবিক পরিষেবা। বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বর্তমান দিনে চিকিৎসার মতো ব্যয়বহুল ক্ষেত্রে মিলবে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বিশাল ছাড়। এই উদ্যোগ কেবল আর্থিক সুবিধা নয়, বরং প্রতিটি মানুষের সুস্থ জীবন নিশ্চিত করার জন্য এক আন্তরিক প্রয়াস। নিজেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য আমাদের হামেশাই কলকাতা সহ বড় বড় শহরে ছুটে যেতে হয়, অনেক সময় দেশের দক্ষিণের রাজ্যগুলোতেও। স্বাস্থ্যের সাথে হায়রানিরও সম্মুখীন হতে হয় তাদের। সেই সমস্যা দূর করতে এবার এগিয়ে এলো শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। তারা তাদের হাসপাতালে শুরু করেছেন প্রায় ১৩টি অত্যাধুনিক ও অতিপ্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিশেষ পরিষেবা। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে সেই দিকে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি শুধু চিকিৎসার সুযোগই নয়, বরং সুস্থ জীবনযাপনের একটি বার্তা। হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই অফার খুবই সীমিত সময়ের জন্য রাখা হয়েছে। তাই সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে আগ্রহী সকলকে তারা শীঘ্রই শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের টোল ফ্রি নাম্বারে +৯১-৭৪৭৯০০২৮৩৬ - ফোন করলে বিশদে জানা যাবে।

তারকেশ্বর স্টেশনে সম্মিলিত ক্রুলবির উদ্বোধন, ক্রুকল্যাণ এবং কর্মক্ষমতার উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে এক ধাপ এগিয়ে

কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ কার্যকলাপ আধুনিকীকরণ এবং ক্রু কল্যাণ উন্নত করার লক্ষ্যে, গতকাল অর্থাৎ

১৮.০৭.২০২৫ তারিখে তারকেশ্বরে একটি অত্যাধুনিক সম্মিলিত ক্রু লবির উদ্বোধন করেন হাওড়া ডিভিশনের বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক শ্রী সঞ্জীব কুমার। এই সুবিধাটি ক্রু ব্যবস্থাপনাকে সহজতর করার এবং কাজের পরিবেশ উন্নত করার ক্ষেত্রে একটি বড় অগ্রগতি। বিদ্যমান রানিং রুমের সাথে একীভূত হয়ে, লবিটি মূলত শহরতলির ট্রেন পরিচালনাকে সমর্থন করে, মালবাহী ক্রু পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা সহ। উল্লেখযোগ্যভাবে, তারকেশ্বরে ১০০শতাংশ ক্রু বুকিং এখন ক্রু ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CMS) এর মাধ্যমে করা হয, যা দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করে। এই সুবিধাটিতে সুরক্ষা এবং প্রযুক্তিগত তথ্য রিলে করার জন্য ক্রু কাউন্সেলিং-এর জন্য একটি স্মার্ট বোর্ড এবং গতির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে রিয়েল- টাইম আপডেটের জন্য একটি দেশীয়ভাবে তৈরি সিস্টেম - SPEED ALERT PRO- এর মতো আধুনিক বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ক্রু বুকিংয়ের জন্য দুটি সিএমএস কিয়স্ক স্থাপন করা হয়েছে, অন্যদিকে ইলেকট্রনিক নিরাপত্তা পোস্টারগুলি ক্রমাগত নিরাপত্তা সচেতনতা প্রচার করে। অন্তর্ভুক্তিমূলকতা সমর্থন করার জন্য, কর্মীদের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেসের পাশাপাশি একটি নিবেদিতপ্রাণ মহিলাদের জন্য পোশাক পরিবর্তনের ঘর প্রদান করা হয়েছে। মাল্টি-ভোল্টেজ সামঞ্জস্যতা এবং স্বয়ংক্রিয় পাওয়ার কাট-অফ এবং এলইডি সূচকের মতো সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য সহ ফগ সেফ ডিভাইস (এফএসডি) এর জন্য স্মার্ট চার্জিং পয়েন্টও স্থাপন করা হয়েছে। এই আধুনিক ক্রু লবি পূর্ব রেলওয়ের কর্মীদের কল্যাণ, প্রযুক্তিগত একীকরণ এবং পরিচালনাগত উৎকর্ষতার প্রতি অঙ্গীকারের প্রতিফলন। এটি ক্রুদের টার্নঅ্যারাউন্ড সময় উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে এবং নিরাপদ, আরও দক্ষ ট্রেন পরিচালনায় অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নির্মীয়মান বহুতল থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

রাঁচি, ১৯ জুলাই ঃ ঝাড়খণ্ডের রাঁচির অপর বাজার এলাকায় নির্মীয়মান এক বহুতল থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। শনিবার সকালে কাজ করার সময় হঠাৎই ভারসাম্য হারিয়ে নিচে পড়ে যান তিনি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, উপর থেকে পড়ে যাওয়ার তীব্র শব্দ শুনে অন্য শ্রমিক ও স্থানীয়রা ছুটে আসেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শিয়ালদহ বিভাগে যান্ত্রিক কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ রানাঘাট স্টেশনে শনিবার রাত ৯.০০ টা থেকে রবিবার রাত ৯.৫৯ টা পর্যন্ত নন- ইন্টারলকিং কাজের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ফলে ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা সাময়িক বদল করা হয়েছে- ২০.০৭.২০২৫ তারিখে ট্রেন বাতিল- রানাঘাট-শান্তিপুরঃ আপ- ৩১৭৮৫, ৩১৭৮১, ৩১৭৮৩ / ডাউন- ৩১৭৮৮, ৩১৭৮২, ৩১৭৮৬ রানাঘাট-কৃষ্ণনগরঃ আপ- ৩১৭২৩, ৩১৭২৫ / ডাউন- ৩১৭২২, ৩১৭২৬। তাছাড়া, ৩৩৭৫২ বনগাঁ-শান্তিপুর লোকাল শান্তিপুরের বদলে রানাঘাট স্টেশনে বন্ধ করা হবে। ৩৩৭৫১ শান্তিপুর- বনগাঁ লোকাল শান্তিপুরের বদলে রানাঘাট স্টেশন থেকে ছাড়বে।

ক্যান্টনমেন্ট-বনগাঁ শাখায় পর আরও পাঁচটি লোকাল চালু

কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ দমদম ক্যান্টনমেন্ট- বনগাঁ শাখায় পাঁচটি ইএমিউ লোকাল চালুর কথা ঘোষণা করল পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশন। শুক্রবার থেকে নতুন ট্রেনগুলির মধ্যে তিনটি চলছে ডায়মন্ড হারবার শাখায়, আর দু'টি বারাসত- বসিরহাট শাখায়। ডায়মন্ড হারবার রুটের তিনটি ট্রেনের মধ্যে একটি লোকাল ভোর ৫টায় সোনারপুর ছেড়ে সকাল ৬টা ০৫-এ ডায়মন্ড হারবারে পৌঁচাচ্ছে। একটি ট্রেন সকাল সাড়ে ছ'টায় ডায়মন্ড হারবার ছেড়ে সকাল ৭টা ৫৬-য় বালিগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছচ্ছে এবং আরও একটি ট্রেন সকাল ৮টা ১৪ মিনিটে বালিগঞ্জ ছেড়ে ৮টা ৩৩-এ সোনারপুরে পৌঁচাচ্ছে। অন্যদিকে, বারাসত- বসিরহাট রুটের দু'টি ট্রেনের একটি সকাল ৬টা ২৪-এ বারাসত ছেড়ে ৭টা ২৫-এ বসিরহাট পৌঁচাচ্ছে। ওই ট্রেনটিই সকাল ৭টা ৩৫- এ বসিরহাট ছেড়ে ৮টা ৩৭-এ বারাসত পৌঁছবে। রেলের আশা, অতিরিক্ত পাঁচটি ট্রেন কিছুটা হলেও যাত্রীদের ভিড় সামলাতে সাহায্য করবে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ১৬৩ তম জন্মজয়ন্তী পালিত

দুরন্ত বার্তা, কৃষ্ণনগর, ১৯ জুলাই ঃ 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা' - রচনার স্রষ্টা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মভিটে নিশ্চিহ্ন। শনিবার তবুও নদীয়া জেলার সদর শহরের বুকে তাঁর জন্মদিনে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বিভিন্ন প্রান্তে। এর পাশাপাশি জেলা জুড়েই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করা হয়েছে। এদিন মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন রবীন্দ্রভবনে। বাংলা নাটকের এক কিংবদন্তী নাট্যকার এবং গীতিকার ও কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মদিন পালিত। আয়োজক - নদীয়া জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর। তাঁর জন্মভূমি লাগোয়া কৃষ্ণনগর শহরের রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে করিমপুরের বিধায়ক বিমলেন্দু সিংহরায়, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) শিঞ্জন শিখর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এই দিনটির তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে মূলতঃ আলোচনা করেন বিধায়ক। এছাড়াও নদীয়া জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকর্তা শুভময় মিত্র স্মৃতিচারণ করেছেন। সংশ্লিষ্ট জেলার বিভিন্ন প্রান্তের সাংস্কৃতিক সংগঠন ও ব্যক্তিত্ব - দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত কবিতা, আবৃত্তি, গান, নৃত্য পরিবেশন করেন।

ব্রাউন সুগার সহ দুজনকে গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই ঃ স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) এবং এনজেপি পুলিশ ব্রাউন সুগার সহ দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে। ধৃত যুবকদের নাম বাবলু শেখ এবং নাসির শেখ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার গভীর রাতে এসটিএফ এবং এনজেপি থানার পুলিশ কাশ্মীর কলোনি এলাকায় অভিযান চালায়। এই সময় দুই সন্দেহভাজন যুবককে আটক করা হয়। উভয়কে তল্লাশি চালানো হলে তাদের কাছ থেকে ২০৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। এরপর এনডিপিএস আইনে মামলা দায়ের করে উভয়কেই গ্রেফতার করা হয়।

সুইসাইড নোটে থানার ওসির নামে মারধর করার অভিযোগ লিখে আত্মহত্যা যুবকের

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৯ জুলাই ঃ সুইসাইড নোটে থানার ওসির নামে মারধর করার অভিযোগ লিখে আত্মহত্যা করলেন এক যুবক। পুলিসকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে ওই যুবক। ওসির বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন এক যুবক। মৃতের নাম কিরন মণ্ডল ওরফে শঙ্খ। ঘটনাটি বীরভূমের মল্লারপুরে। শনিবার সকালে বীরভূমের মল্লারপুর থানার মহুরাপুর গ্রামে তাঁর নিজের বাড়ি থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয। মৃতদেহের কাছ থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। ইতিমধ্যেই সুসাইড নোটটি সামনে এসেছে যেখানে দেখা যাচ্ছে, সেই সুইসাইড নোটে মল্লারপুর থানার ওসি রাজকুমার দাসের নাম উল্লেখ করা রয়েছে। সুইসাইড নোটে লেখা রয়েছে, আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী মল্লারথানার বড়বাবু রাজ কুমার দাস। আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। পুরোপুরি সাজিয়ে কেস দিয়েছে। উনি অনেকজনকে ফাঁসিয়ে অনেকজনের জীবন নষ্ট করেছে। মল্লারপুর থানার পুলিস বিশেষ করে রাজকুমার দাস যেন শাস্তি পায়। আমার মরার পিছনে কারো হাত নাই। শুধু মল্লারপুর থানার রাজকুমার দাসের জন্য মরছি। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মাসখানেক আগে ডাকাতির ঘটনায় মল্লারপুর থানার পুলিসের হাতে গ্রেফতার হয়েছিল সে। প্রায় এক মাস জেল হাজতে ছিলেন শঙ্খ মণ্ডল। গত ১৫ জুলাই তিনি জামিনে মুক্তি পান। শনিবার সকালে তাঁর মহুরাপুর গ্রামের মাটির বাড়ির দোতলা থেকে তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে পরিবারের লোকজন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকের তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে মল্লারপুর থানার পুলিস।

মিডিয়া কর্মী উপর হামলার আলিপুর প্রেস ক্লাবের তীব্র নিন্দা

কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ আলিপুর প্রেস ক্লাব আলিপুর নব প্রশাসনিক ভবনে পার্ক সার্কাস এলাকায় একটি সংবাদ চ্যানেলের মিডিয়া কর্মী কিশলয় মুখার্জির উপর হামলার প্রতিবাদ এবং এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। আইজিএ প্রধান শাহজাহান সিরাজের সভাপতিত্বে উপরোক্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। আলিপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি জগদীশ যাদব বলেন, এই ঘটনাটি কাপুরুষদের কাজ এবং তিনি এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। যদি গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের উপর এভাবে হামলা চলতে থাকে, তবে তা উদ্বেগের বিষয়। আলিপুর প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি মুস্তাফিজ হাসমি, সহ-সভাপতি শঙ্কর হালদার, (সাধারণ) নকুল কুমার মণ্ডল, সম্পাদক (ক্রীড়াস্বাস্থ্য) জাকির আলী, সমীর দাস, সম্পাদক (দপ্তর), কোষাধ্যক্ষ জয়দীপ যাদব সহ উপদেষ্টা দিবাকর দত্ত, মো. জহির এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন মিডিয়া কর্মীরাও এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন।

শীতলপাটি ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন শৌখিন জিনিস তৈরিতেও

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৯ জুলাই ঃ বিয়েবাড়ি থেকে শুরু করে পুজো, সবইতেই প্রয়োজন বেতের তৈরি পাটি। কোচবিহার জেলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে শীতলপাটি। শুধু মেঝেতে বিছিয়ে ভাল ঘুমের জন্য নয়, শীতলপাটি ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন শৌখিন জিনিস তৈরিতেও। এই পাটি তৈরি হয় কোচবিহারের ধলুয়াবাড়ি গ্রামে। এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ৪০ থেকে ৫০ হাজার পরিবার। পরিবারের মহিলা, পুরুষ কিংবা কিশোর সকলেই জানেন শীতলপাটি তৈরি করতে। বর্তমানে গৃহস্থালির বিভিন্ন জিনিস তৈরি হচ্ছে শীতলপাটি দিয়ে। এক শিল্পী জানান, আমরা সবাই মিলেই এই পাটি তৈরি করি। পুরুষেরা ক্ষেত থেকে বেত তুলে নিয়ে আসে, তার পর সেই বেতকে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। বেতের ভিতর থেকে পাতলা পাতলা কঞ্চি বের করা হয়, তা দিয়েই তৈরি করা হয় পাটি। বংশানুক্রমে এলাকার সকল শিল্পীরা তৈরি করে থাকেন শীতলপাটি। একটি পাটি তৈরি করতে সময় লাগে দু থেকে তিন দিন। পরিশ্রমও অনেকটাই বেশি। কিন্তু সেই তুলনায় পারিশ্রমিক মেলে না শিল্পীদের। তাই শিল্পীরা এই পাটি ব্যবহার করে অন্যান্য জিনিস তৈরি করছেন। ঘরের আসবার পত্র থেকে শুরু করে জুতো, মহিলাদের ব্যাগ-সহ নানান জিনিস তৈরি হচ্ছে। অসমে এই জিনিসগুলির চাহিদা রয়েছে। মুনাফা হচ্ছে অনেক বেশি। জানা যায়, অসম থেকে বড় বড় মেলায় ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় কোচবিহারের শিল্পীদের। কোনও কোনও মেলায় দিন হিসেবে দু'হাজার টাকা করে পারিশ্রমিক মেলে। আবার কোনও কোনও মেলা কমিটির পক্ষ থেকে তাঁদের তৈরি জিনিসগুলি কিনে নিয়ে যাওয়া হয়।

ব্যবসায়ীর মৃত্যু

ভাগলপুর, ১৯ জুলাই ঃ শনিবার এক সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম রামস্বরূপ মণ্ডল (৫০)। ঘটনাটি ঘটে জেলার নাথনগর থানা এলাকার দোগাছি বাইপাসে বিহারীপুর ওভার ব্রিজের কাছে। জানা গেছে, রামস্বরূপ মণ্ডল ব্যক্তিগত কাজে ভাগলপুরে এসেছিলেন। শাহকুণ্ডে বাড়ি ফেরার পথে বিহারীপুর ওভার ব্রিজের কাছে সিএনজি অটোটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। ব্যবসায়ীকে শাহকুণ্ড হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

যশমান দীপক লিমিটেড
কর্পোরেট পরিচয় নম্বরঃ
L67120WB1975PLCO29901
নিবন্ধিত অফিসঃ ৫৮, রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিট ফার্স্ট ফ্লোর কলাকার স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০০৭
ইমেলঃyashmandeepakltdgmail.com
ওয়েবসাইটঃ www.yashmandeepak.com
যোগাযোগ নম্বর ৮৭৩৭৮৪০৪৭৫
বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে SEBI (তালিকাবদ্ধকরণ এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ২৯ এর সাথে পঠিত প্রবিধান ৪৭ অনুসারে কর্নপ্যারির পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা শনিবার, ২৬ জুলাই, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির প্রশাসনিক অফিস, ৪৯ MIG, রতন লাল নগর, কানপুর - ২০৮০২২-এ দুপুর ২.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের জন্য কোম্পানির অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদন করার জন্য।
বোর্ডের পক্ষে এবং পক্ষে
যশমান দীপক লিমিটেড
স্বা /-
(তালিব)
কোম্পানি সচিব
মেম নং. ৭৪৮৮৫
স্থান-কানপুর
তারিখ- ১৮.০৭.২০২৫

KHIRPAI MUNICIPALITY
KHIRPAI, PASCHIM MEDINIPUR
Tender for-"CONSTRUCTION OF CC ROAD AND DRAIN AT VARIOUS PLACE WITHIN KHIRPAI MUNICIPALITY UNDER HFA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT SCHEME UNDER KHIRPAI MUNICIPALITY." e-NITNo:- WBMAD/ULB/KHIR/HFA/25-26/NIT-5 Last date of Submitting Bid:-11-08-2025 up to 06:00 PMFor details visit at https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman
Khirpai Municipality

ট্র্যাক ব্যালাস্টের যোগান এবং লোডিং
ই-টেণ্ডার নোটিস নং. জিএমডব্লিউ-১০-২০২৫-এমএলজি তারিখঃ ১৭-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ ডিওয়াই.সিই/ট্র্যাক/মালিগাঁওএর অধীনে উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ের জন্যে তালঝারিতে ট্র্যাক ব্যালাস্টের যোগান এবং লোডিং। টেণ্ডার রাশিঃ ৩৯,০২,৭০,০০০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২১,০১,৪০০/- টাকা। নিবিদা প্র-পত্র প্রাপ্ত করতে পারবেনঃ ১৯-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত এবং খোলা যাবেঃ ১৯-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.১৫ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
মহাপ্রবন্ধক (ডব্লিউ), মালিগাওঁ
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Notice
My clients Sri Anil Mal S/o Lt. Bishte Mal of vill-Malpara, PS- Thakurpukur South 24pgs. Pin-700104, purchased 8.60 Decimul, Dead No- 857285793 of 2024 Plot Nos-61, 72, 75, MN/2025/1630/9552, 9541, 9553 & 9540, (2) Sri Chinnjit Mal S/o Anil Mal, all of vill-Malanca, pin-700104, purchased 17-20 Decimat Land, Deed NOS. 8570, 5794 of 2024, 12/2005/1630/9547, 9544. Plot No-75. (3) smt papija zal Biswas, w/o thantu Biswas, of vill - MOUPORN, PIN-700104, Purchased 5 decimal Land Deed No. 8569/24. 121/2025/1630/9542 05 2024, Plot No-62.(4) Sri Ashoka mal w/o Anil mal of Malporn, PIN-700104, Purchased 17.20 Decimal Land. Deed Nos-8571, 5792 of 2024, M2N/2025/1630/9548, 9546, undry Mousa-Magurkhall, J.L-135, AS-Thakurpukar, South 24 fgs. from power of Attorney holder Tarun Malik POA Deed NO-582/15, 25 ang body has any objection on mutation of said Land, please inform office of BL& LRO Kolkata, K.M.C. Building Room-328, 5.5.N. Banerice Road. kol-13. in writing or over e-mail: bliroatm@gmail.com within one month from the date of this advertisement,
Jhulan Konar
Advocate.

নোটিশ
আমার মক্কেল 1) প্রতীক সরকার S/o পঙ্কজ সরকার 2) তপন কুমার বিশ্বাস S/o শ্রীপতি বিশ্বাস গত ১১.১২.২০০৩ তারিখে হাওড়া A.D.S.R রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-361 পাওয়ার অফ এ্যাটনী বা (Book-IV) আমামোক্তারনামা দলিল বলে 1) শ্রী সমীর কুমার বিশ্বাস S/o শ্রীপতি বিশ্বাস 2) পঙ্কজ কুমার বিশ্বাস S/o শচীন্দ্রমোহন সরকার নিকট হইতে চকপাড়া মৌজায় ২৩২ নম্বর দাগে দলিল ২৫৫৩, ১০৬৮, ২৬৭২, ৩৯৪৪ খতিয়ানে ১০৫ শতক জমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোনপ্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালি জগাছা B.L. & L.R.O অফিসে ১ মাসের মধ্যে যোগাযোগা করিবেন।

২৭ রানে অলআউট, টি-টোয়েন্টিতেও বিপাকে পড়বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ?

১৯ জুলাই ঃ টেস্ট ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ছবিটা একেবারেই আশাজনক নয়। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মাত্র ২৭ রানে অলআউট হয়েছে ক্যারিবিয়ানরা। এবার কি টি-টোয়েন্টিতে বিপাকে প।তে চলেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ? যেখানে তারা বিশ্বের অন্য দলের মতো যথেষ্ট শক্তিশালী। সম্প্রতি টেস্টের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন রানে অলআউট হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। একরাশ লজ্জার রেকর্ড গড়ে পরাজয়ের পর তাদের ভবিষ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড। সেই কারণে একটি বৈঠকও ডাকা হয়েছে ক্যারিবিয়ান বোর্ডের তরফে। সেখানে ডাকা হয়েছে ক্লাইভ লয়েড, ভিভ রিচার্ডস, ব্রায়ান লারাকে। তার ভবিষ্য কী হবে সেটা তো সময়ই বলবে।

কিন্তু এর মধ্যেই টি-টোয়েন্টি নিয়েও চিন্তায় পড়তে পারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে সেটা এখন নয়। ২০২৮-র লস অ্যাঞ্জেলসের অলিম্পিকের সময়। ১২৮ বছর পর অলিম্পিকে ফিরছে ক্রিকেট। যোগ্যতা অর্জনের পদ্ধতি জানা না গেলেও, অলিম্পিকে যে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটেই হবে, তা জানা গিয়েছে। কিন্তু সেখানে নাও খেলতে পারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আটকে যেতে পারে নিয়মে। আসলে অলিম্পিকের নিয়ম হল, ন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির দ্বারা স্বীকৃত দেশগুলিই অংশগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ কোনও দেশ নয়। বরং ১২টি সার্বভৌম দেশের সমষ্টি। আর এরকম ঘটনা কিন্তু আগেও ঘটেছে। ২০২২-এ কমনওয়েলথ গেমসে শুধুমাত্র বার্বাডোসকেই মহিলা ক্রিকেট দল খেলাতে হয়েছিল। ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের সভাপতি কিশোর শ্যালো বলছেন, এখনও পর্যন্ত অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করার কোনও সম্ভাবনা নেই। একই সমস্যা হতে পারে, ইংল্যান্ড ও গ্রেট ব্রিটেনের ক্ষেত্রে।

ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই! শিলং লাজংয়ে দায়িত্বে বীরেন্দ্র থাপা

১৯ জুলাই ঃ আই-লিগ সিজনের শুরুটা ছিল হতাশাজনক। প্রথম ম্যাচেই চার্চিল ব্রাদার্সের কাছে হোঁচট খেতে হয়েছিল দলটিকে। এরপর ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবের কাছে হেরে আরও পিছিয়ে পড়ে তারা। যদিও রাজস্থান ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে জয় ছিনিয়ে নিয়ে আই-লিগে প্রথম সাফল্য পায় শিলং লাজং, তবে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেনি দলটি। জোসে কার্লোস রদ্রিগেজ হেভিয়ার নেতৃত্বে দলটি মৌসুমের শেষে ২২ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের অষ্টম স্থানে থেমে যায়। এই ফলাফল সমর্থকদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়েছিল। তবে, নতুন মরসুমে (২০২৫-২৬) ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে শিলং লাজং এফসি তাদের প্রাক্তন খেলোয়াড় বীরেন্দ্র থাপার হাতে দলের দায়িত্ব তুলে দিয়েছে। গত শুক্রবার (১৮ জুলাই, ২০২৫) ক্লাবের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল থেকে এই ঘোষণা করা হয়েছে।বীরেন্দ্র থাপা, যিনি ‘ বিরু’ নামে পরিচিত, শিলং লাজংয়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত। ২০০১ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত তিনি এই ক্লাবের হয়ে খেলেছেন এবং ২০০৯-১০ সিজনে আই-লিগে উঠার ঐতিহাসিক সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ফিডে মহিলা বিশ্বকাপঃ হাম্পির মুখোমুখি চিনের ইউক্সিন সং

বাতুমি, জর্জিয়া, ১৯ জুলাই ঃ গ্র্যান্ডমাস্টার কোনেরু হাম্পি কোয়ার্টার ফাইনালে চিনের ইউক্সিন সং-এর মুখোমুখি। ফিডে মহিলা বিশ্ব দাবা কাপে তাঁর প্রথম শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে ফেভারিট হিসেবে শুরু করবেন। ভারতের সর্বোচ্চ রেটেড মহিলা খেলোয়াড় এবং বেশ কয়েকটি বড় বৈশ্বিক ইভেন্টের বিজয়ী হাম্পি, স্বদেশী দিব্যা দেশমুখ, ডি. হারিকা এবং আর. বৈশালীর সঙ্গে শেষ আটে উঠেছেন । এটি প্রথমবারের মতো যে কোনও দেশের চারজন খেলোাড় প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন। দিব্যার মুখোমুখি হতে চলেছে হারিকা, তাই অন্তত একজন ভারতীয়ের সেমিফাইনালে জায়গা নিশ্চিত। এদিকে, বৈশালীর সামনে সবচেয়ে কঠিন কাজ, কারণ তিনি আরেকটি কোয়ার্টার ফাইনালে চিনের প্রাক্তন মহিলা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তান ঝংইয়ের মুখোমুখি হবেন। তাত্ত্বিকভাবে, এই উচ্চ-স্তরের ইভেন্টের সেমিফাইনালে তিনজন ভারতীয় জায়গা করে নিতে পারে, যা পরবর্তী মহিলা প্রার্থীদের টুর্নামেন্টের জন্য বাছাইপর্ব হিসেবেও কাজ করে। শীর্ষ তিনজন ফিনিশার ক্যান্ডিডেটসের জন্য যোগ্যতা অর্জন করায়, সকলের নজর থাকবে হাম্পির উপর, যিনি এই ইভেন্টে ফর্মে ফিরে এসেছেন। শেষ রাউন্ডে টাইব্রেকারে সুইজারল্যান্ডের প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আলেকজান্দ্রা কোস্টেনিউকের বিরুদ্ধে তাঁর জয় প্রমাণ করে যে ৩৮ বছর বয়সেও, তিনি একজন শক্তিশালী শক্তি হিসেবে রয়ে গেছেন। ভারতের দ্বিতীয় মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার হারিকা একজন অভিজ্ঞ প্রচারক, যিনি এর আগে দুবার মহিলা বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পৌঁছেছেন। তাঁর দৃঢ় খেলার ধরণ এবং দৃঢ় স্নায়ু দিব্যার বিরুদ্ধে পরীক্ষা করা হবে, যিনি আগের রাউন্ডের টাইব্রেকারে দ্বিতীয় বাছাই চিনের ঝু জিনেরকে পরাজিত করার পর ইভেন্টের জায়ান্ট-কিলার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।

আর্জেন্টিনার ক্লাবকে উড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন মিনার্ভার ছোটরা

১৯ জুলাই ঃ ঐতিহ্যশালী গোথিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হল মিনার্ভা অ্যাকাডেমি এফসি। ২০২৩ সালে প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে গোথিয়া কাপ জিতে ইতিহাস তৈরি করেছিল তারা। এবার আর্জেন্টিনার সিইএফ ১৮ টুকুমানকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দ্বিতীয়বার এই টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতে নিয়েছে মিনার্ভা অ্যাকাডেমি। ৪০ মিনিটের এই ফাইনালের শুরু থেকেই দাপট লক্ষ্য করা যায় মিনার্ভায় খেলায়। তবে, আর্জেন্টিনার দলও ছেড়ে কথা বলেনি। প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময়ে, মিনার্ভার গোল লক্ষ্য করে দূরপাল্লার শট নেয় টুকুমানের ফুটবলার। গোল হয়নি। এর কিছুক্ষণ পর তারা ফের সুযোগ তৈরি করলেও কাজে লাগাতে পারেনি। যদিও ১৫ মিনিটে রিথামের গোলে এগিয়ে যায় মিনার্ভা। ১ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় ভারতীয় ক্লাব।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে ম্যাচের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ নেয় মিনার্ভা। ২৯ থেকে ৩৫ মিনিট, এই পাঁচ মিনিটের একটা স্পেলে পরপর তিন গোল করে আর্জেন্টিনা ক্লাবের ডিফেন্সকে ছত্রভঙ্গ করে দেয় মিনার্ভা। ২৯ মিনিটে গোল ইয়োহেনবার। ৩২

এবং ৩৪ মিনিটে গোল করে যথাক্রমে রাজ এবং ডেনামনি। রেফারি শেষ বাঁশি বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে মেতে ওঠেন মাঠে উপস্থিত দর্শকরা। ম্যাচের সেরা হয়ে ইয়োহেনবা সিং বলেছে, এত বড় টুর্নামেন্টে সেরা হতে পেরে অসাধারণ লাগছে। আমরা দল হিসেবে দুর্দান্ত খেলেছি। গেম প্ল্যান সঠিকভাবে কাজে লাগিয়েই এই সাফল্য। সব মিলিয়ে বিশ্ব যুব কাপ অর্থাৎ গোথিয়া কাপের সাত ম্যাচে ৫১ গোল করে অনন্য নজির গড়েছে মিনার্ভা। তারা গোল হজম করেছে মাত্র একটা। গোথিয়া কাপে নামার আগে হেলসিঙ্কি কাপে তারা ১ গোলে পরাস্ত হয়েছিল ফিনল্যান্ডের প্রতিপক্ষের কাছে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এভাবেই সুইডেন থেকে দেশকে গৌরব এনে দিল মিনার্ভার ছোটরা।

ঢাকায় বৈঠক হলে যাবে না বিসিসিআই! চাপে পড়েছে এসিসি চেয়ারম্যান নকভি

১৯ জুলাই ঃ এশিয়া কাপ নিয়ে ডামাডোল চলছে। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে এশিয়া কাপ হওয়ার কথা। পহেলগাঁও হামলার পর ভারত-পাক ক্রিকেটীয় সম্পর্ক কোন খাতে বইবে সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। বিসিসিআইয়ের সঙ্গে মিটিংয়ে বসার কথা ছিল মহসিন নকভি চালিত এশিয়া ক্রিকেট কাউন্সিলের। কিন্তু ঢাকার সেই বৈঠকে যেতে রাজি নয় ভারতীয় বোর্ড।

২৪ জুলাই ঢাকায় মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল এশিয়া কাপে অংশগ্রহণকারী সবকটি দেশের বোর্ডের। কিন্তু একটি সংবাদমাধ্যমের মতে, ওই বৈঠকে যাচ্ছে না বিসিসিআই। ইতিমধ্যেই নাকি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যদি ঢাকায় এই বৈঠক হয়, তাহলে ভারতীয় বোর্ড যাবে না। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কের অবনতিই এক্ষেত্রে মূল কারণ হিসেবে ধরা হচ্ছে।

শুধু বিসিসিআই নয়। শ্রীলঙ্কা, ওমান, আফগানিস্তানের মতো দেশগুলির বোর্ডও এই বৈঠকে যাবে না। সকলের আপত্তি ঢাকা নিয়ে। যদিও অন্য দেশগুলির আপত্তিতেও নিজের সিদ্ধান্তে অনড় পিসিবি ও এসিসি’র প্রধান মহসিন নকভি। ওই সংবাদমাধ্যম সূত্রে বলা হচ্ছে, বিসিসিআই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে বৈঠকের জায়গা বদলানোর কথা বলেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও উত্তর আসেনি।

এসিসি’র সংবিধান অনুযায়ী, যদি অন্য দেশগুলি অংশগ্রহণ না করে, তাহলে ঢাকার বৈঠকের সিদ্ধান্তের কোনও গুরুত্ব থাকবে না। যে কারণে নকভির দুশ্চিন্তা আরও বাড়তে পারে। সেই সঙ্গে এশিয়া কাপ হওয়া নিয়েও দোলাচল বজায় রইল। অন্যদিকে নকভির আশা ছিল, যদি বিসিসিআইকে ঢাকায় আসতে রাজি করানো যায়, তাহলে সেটা একদিক থেকে তাঁর জয়ই হবে। ভারতের তরফ থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার আগেই সূচি তৈরি করে রাখা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে এশিয়া কাপ শুরু হবে ৫ সেপ্টেম্বর। ফাইনাল ২১ সেপ্টেম্বর। আর ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা ৭ সেপ্টেম্বর। যদিও গ্রুপ বিন্যাস কী হবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

টেলএন্ডারদের প্রতি আস্থার অভাবই ডোবাল জাদেজাকে’, বিস্ফোরক প্রাক্তন ক্রিকেটার

১৯ জুলাই ঃ লর্ডস টেস্টে লড়াই করেও হার এড়াতে পারেনি টিম ইন্ডিয়া। ইংল্যান্ডের দেওয়া ১৯৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে একটা সময় ১১২ রানে ৮ উইকেট খুইয়ে চূড়ান্ত চাপে পড়ে গিয়েছিল ভারত। সেখান থেকে প্রথমে জশপ্রীত বুমরাহ, পরে মহম্মদ সিরাজকে নিয়ে জয়ের স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেন রবীন্দ্র জাদেজা। যদিও শেষরক্ষা হয়নি। ২২ রানে হেরে বসে ভারত।

এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্র জাদেজার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ৮৩-এর বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য বলবিন্দর সিং সান্ধু। তাঁর অভিযোগ, টেলএন্ডারদের প্রতি আস্থার অভাব ছিল জাদেজার।

তিনি মনে করেন, হযতো আউট হয়ে যাওয়ার ভয জাদেজাকে তাড়া করেছিল। অথবা টেলএন্ডারদের উপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারেননি তিনি। সান্ধুর কথায়, জাদেজা এমন একজন, যাকে আমি জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে অনূর্ধ্ব-১৯ খেলার দিন থেকেই চিনি। তখন নিজেকে বয়সের চেয়ে অনেক বেশি পরিণত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ও খুবই বুদ্ধিমান ক্রিকেটার। চাপের মধ্যে শান্ত থাকতে জানে। কিন্তু এবার হয়তো আউট হয়ে যাওয়ার ভয় ওকে তাড়া করেছিল। টেলএন্ডারদের প্রতি আস্থার অভাবই ডোবাল জাদেজাকে।

৬৮ বছর বয়সি প্রাক্তন এই ক্রিকেটারের সংযোজন, ও যদি বুমরাহর আরও একটু আস্থা রাখত! বিশেষ করে অসাধারণ ডিফেন্স করছিল বুমরাহ। চতুর্থ বলে ও যখন স্ট্রাইক পাচ্ছিল, সেই সময় বিপক্ষ বোলারদের দুর্দান্তভাবে সামাল দিচ্ছিল। কিন্তু জাদেজা যদি শেষ দু’টি বল নিজে স্ট্রাইকে থাকত, তাহলে ভালো হত। কারণ ওই সময় ফিল্ডাররা সব কাছাকাছি ছিল। তাই স্ট্রাইকে থেকে আগ্রাসী শট খেললে দলেরই কাজে লাগত।উল্লেখ্য, জাদেজার ব্যাটিং নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না প্রাক্তন ক্রিকেটার সঞ্জয় মঞ্জরেকর। তাছাড়াও তাঁর অতি রক্ষণ নিয়ে মুখ খুলেছিলেন অনিল কুম্বলেও। এই অলরাউন্ডারের আরও ঝুঁকি নেওয়া উচিত ছিল বলে মন্তব্য করেন প্রাক্তন লেগস্পিনার। যদিও অধিনায়ক শুভমান গিল এবং সুনীল গাভাসকর জাদেজার পাশেই ছিলেন।

নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তাড়নায় বার্ষিক সভা এগোতে পারে বোর্ড

১৯ জুলাই ঃ ভারতীয় বোর্ড প্রেসিডেন্ট হিসেবে রজার বিনির মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। শনিবার ১৯৮৩-র বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য বিনির সত্তর বছরের জন্মদিন। লোধা আইন অনুসারে যেহেতু, সত্তর বছর হয়ে গেলে কেউ আর বোর্ডের প্রশাসনিক পদে থাকতে পারেন না, তাই বিনিকে সরে যেতে হচ্ছে। এবং নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে পরিস্থিতি যা, তাতে বার্ষিক সাধরণ সভা এগিয়ে আনতে হতে পারে ভারতীয় বোর্ডকে!

সাধারণত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের শেষে বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা হয়ে থাকে। কিন্তু আচমকা বোর্ড সভাপতিহীন হয়ে পড়ায়, সেই প্রচলিত প্রথা এবার ভাঙতে হতে পারে বলে খবর বোর্ডমহলে। এটা সর্বজনবিদিত যে, বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজীব শুক্লা অন্তর্বর্তিকালীন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করবেন। কিন্তু বোর্ডের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, পূর্বতন বোর্ড প্রেসিডেন্টের প্রস্থানের পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে নতুন প্রেসিডেন্ট বেছে

নিতে হয় বোর্ডকে। অন্তর্বর্তিকালীন প্রেসিডেন্ট পঁয়তাল্লিশ দিনের বেশি সভাপতি পদে থাকতে পারেন না। সেই হিসেব অনুযায়ী, আগামী সেপ্টেম্বর মাসের গোড়াতেই অন্তর্বর্তিকালীন প্রেসিডেন্ট হিসাবে শুক্লার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে।

অনেকেই মনে করছেন, বিশেষ সাধারণ সভা ডেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে ফের বার্ষিক সভা করবে না বোর্ড। বরং ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা হল, রাজীব শুক্লা অন্তবর্তিকালীন প্রেসিডেন্ট থাকতে-থাকতে মেয়াদের শেষ দিকে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ জারি করে দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে সেপ্টেম্বরের প্রথম বা দ্বিতীয়, যে কোনও একটা সপ্তাহে বার্ষিক সভা হয়ে যেতে পারে। বলা হচ্ছে, যা হবে, ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে হবে। তার বেশি বোর্ড বার্ষিক সভা পিছোবে না। কারণ, এবার উৎসবের মরশুম আগে থাকতে দেশে শুরু হয়ে যাচ্ছে। নবরাত্রি সেপ্টেম্বরের শেষে। তবে কে বিনির স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন, তা এখনও নাকি চূড়ান্ত কিছু হয়নি। তবে নতুন প্রথা অনুসারে গত দু’বার দেশের প্রাক্তন বরেণ্য ক্রিকেটারই বোর্ড প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। এবার কী হয় সেটাই দেখার বিষয়।

যুবি নিজের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য দেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা ২০১১-র বিশ্বকাপে পেয়েছে

১৯ জুলাই ঃ তাঁকে ছাড়া অসম্ভব ছিল বিশ্বকাপ জয়। শরীরে মারণ ক্যানসার নিয়েও ২০১১ সালে ভারতকে ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতিয়েছিলেন যুবরাজ সিং। টুর্নামেন্টের সেরা ক্রিকেটারও হয়েছিলেন। কিন্তু একটা সময় বিশ্বকাপের দলে তাঁর ঢোকা নিয়েই সংশয় ছিল। বিশ্বকাপ জয়ের ১৪ বছর পর বিস্ফোরক প্রাক্তন কোচ গ্যারি কার্স্টেন। শেষ পর্যন্ত কি ভূমিকা ছিল তখনকার অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির? ২০১০ সালটা সেভাবে ভালো যায়নি যুবরাজের। কিন্তু বিশ্বকাপে ৩৬২ রান করার পাশাপাশি ১৫টি উইকেট নিয়েছিলেন। ফাইনালে ৬ উইকেটে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় টিম ইন্ডিয়া। কার্স্টেন বলছেন, ভাগ্যিস ওকে আমরা শেষ পর্যন্ত দলে নিয়েছিলাম। কারণ, ওকে নিয়ে

একটা অনিশ্চয়তা ছিল। নির্বাচকরাও সংশয়ে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত কোন ১৫ জন প্লেয়ারকে দলে নেওয়া হবে, তা নিয়ে দীর্ঘ তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। কার্স্টেন জানান, তিনি ও অধিনায়ক ধোনি চেয়েছিলেন, যুবরাজ দলে থাকুক। প্রোটিয়া কোচ বলছেন, ধোনির মতো আমিও খুব করে চেয়েছিলাম যুবরাজকে নেওয়া হোক। তার মূল কারণ ওর অভিজ্ঞতা। আর দেখুন, বিশ্বকাপটা কীরকম খেলল ও। আমি সব সময় যুবরাজের ভক্ত ছিলাম। আমাদের সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। মাঝেমধ্যে ও আমার উপর খুব চোটপাট করত। কিন্তু তারপরও ওকে খুব পছন্দ ছিল। আমি শুধু চইতাম, ও ব্যাটে প্রচুর রান করুক। ওকে ব্যাট করতে দেখতেও খুব ভালো লাগত।যুবরাজের সাফল্যের নেপথ্যে যে ওই সময় ভারতের মেন্টাল কন্ডিশনিং কোচ প্যাডি আপটনের ভূমিকা ছিল, সেটাও কার্স্টেন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, প্যাডি ওকে বিশ্বকাপের জন্য তৈরি করেছিল। যুবি নিজেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আর তার ফল দেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা ২০১১-র বিশ্বকাপে পেয়েছে।

ডায়মন্ড হারবারের নজরে বিদেশী তারকা

১৯ জুলাই ঃ ডায়মন্ড হারবার এফসি-র জন্য ২০২৫ সালের কলকাতা ফুটবল লিগ প্রিমিয়ার ডিভিশনের শুরুটা খুব একটা সুখকর ছিল না। গোলের খরা এবং ধারাবাহিকতার অভাবে দলটি প্রথম ম্যাচে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে মাঠ ছাড়ে। কোচ কিবু ভিকুনার নেতৃত্বে দলটি দ্বিতীয় ম্যাচে উয়াড়ী অ্যাথলেটিক ক্লাবের বিরুদ্ধে ১-০ গোলে জয় পেলেও, পরবর্তী ম্যাচগুলিতে হতাশাজনক পারফরম্যান্স দলকে পিছিয়ে দেয়। তবে, CFL প্রিমিয়ার ডিভিশনের সুপার সিক্সে জায়গা করে নেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে দলটি এখন ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য বদ্ধপরিকর। এর পাশাপাশি, আসন্ন ডুরান্ড কাপ এবং আই-লিগ ২০২৫-২৬ সিজনে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখানোর লক্ষ্য রয়েছে এই বাংলার দলটির। এই লক্ষ্য পূরণে ডায়মন্ড হারবার এফসি ম্যানেজমেন্ট অনেক আগে থেকেই দল গঠনের কাজে মনোনিবেশ করেছে। ভারতীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি বিদেশি খেলোয়াড় নির্বাচনে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার ক্লেটন সিলভেইরা, আইএসএল অভিজ্ঞ সেন্টার-ব্যাক মেলরয় অ্যাসিসি, মিডফিল্ডার পল রামফাংজাউভা এবং স্প্যানিশ ডিফেন্ডার মিকেল কোর্তাজারের মতো খেলোয়াড়দের দলে যুক্ত করা হয়েছে। এই সইগুলি দলের শক্তি বাড়িয়েছে, কিন্তু ম্যানেজমেন্টের পরিকল্পনা এখানেই শেষ নয়।

আগস্টে হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত হবে মহিলা কাবাডি বিশ্বকাপ

হায়দরাবাদ, ১৯ জুলাই ঃ দ্বিতীয় মহিলা কাবাডি বিশ্বকাপ ৩ থেকে ১০ আগস্ট হায়দরাবাদে গাছিবাউলি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। জুন মাসে বিহারে এই ইভেন্টটি হওয়ার কথা ছিল। তেলেঙ্গানা কাবাডি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কাসানি বীরেশ বলেছেন, বিহার এই প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য হাযদ্রাবাদ এই প্রতিযোগিতা আযোজেনের দায়িত্ব পেয়েছে। হাযদ্রাবাদ ২০০৫ সালে এশিয়ান কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করেছিল এবং এখন ২০ বছর পর শহরটি আরেকটি আন্তর্জাতিক মহিলা কাবাডি টুর্নামেন্ট আয়োজন করবে। এই টুর্নামেন্টে ১৪টি দেশ অংশগ্রহণ করবে। আয়োজক ভারত সহ অংশ নিচ্ছে -আর্জেন্টিনা, বাংলাদেশ, চাইনিজ তাইপেই, জার্মানি, হল্যান্ড, ইরান, জাপান, কেনিয়া, নেপাল, থাইল্যান্ড, উগান্ডা এবং জাঞ্জিবার-তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে, এবং পোল্যান্ডই একমাত্র দেশ যা এখনও সবুজ সংকেত দেয়নি।

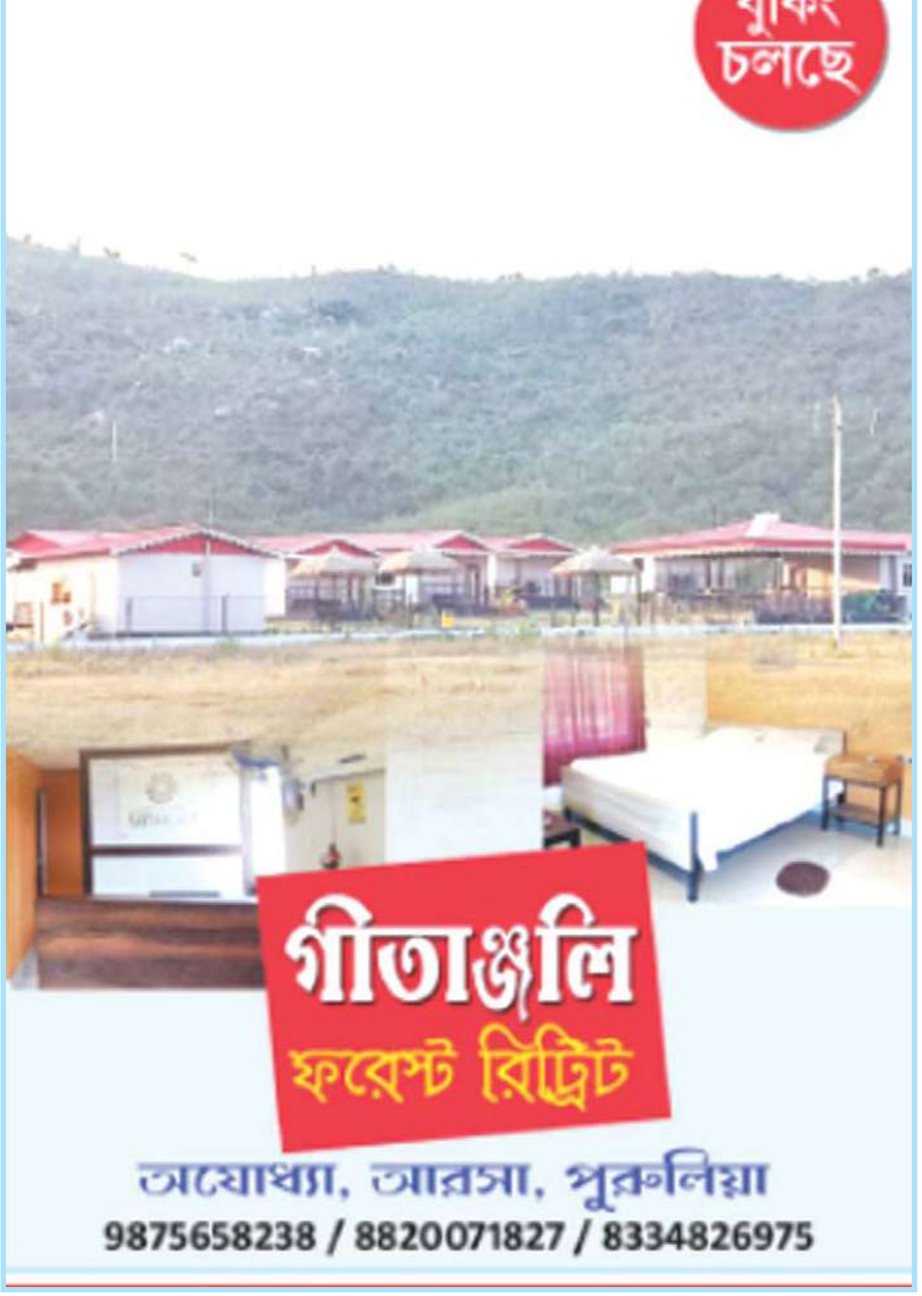

ইরফান পাঠানের নামে বুমরাহকে নিয়ে মিথ্যাচার! ‘মিথ্যা খবরে’র বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রাক্তন তারকা

১৯ জুলাই ঃ লর্ডস টেস্টে ভারতের হারের চুলচেরা বিশ্লেষণ এখনও চলছে। কী করলে কী হত, সেই আলোচনা খনই থামবে বলে মনে হয় না । যেমন, চতুর্থ দিনে জশপ্রীত বুমরাহকে দিয়ে আরও বল করানো যেত কি না, সেই চর্চাও হচ্ছে। এমনকী, এরকম মন্তব্য প্রাক্তন ক্রিকেটার ইরফান পাঠান করেছেন বলেও প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু পাঠান জানিয়ে দিলেন, তিনি এরকম কোনও মন্তব্য করেননি।

এক্স হ্যান্ডলে পাঠান স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাঁর নামে মিথ্যাচার হচ্ছে। এই ধরনের ‘মিথ্যা খবর’ বন্ধ করার জন্য তৎপর হয়ে উঠছেন তিনি। কিন্তু ঠিক কী ঘটেছিল? পাঠানের মতে, একাধিক সংবাদমাধ্যমে বলা হয়, তিনি নাকি বলেছেন, চতুর্থ দিনে বুমরাহর আরও বল করা উচিত ছিল। বিশেষ করে যখন জো রুট ব্যাট করছিলেন। তিনি নাকি আরও বলেছিলেন, পঞ্চম দিনে ইংল্যান্ড যে পদ্ধতি নিয়েছিল, সেখান থেকে ভারতের শেখা উচিত। কারণ, কেএল রাহুলের সামনে টানা ৯ ওভারের স্পেল করেছিলেন বেন স্টোকস।

কিন্তু পাঠানের সাফ দাবি, তিনি এরকম কিছু বলেননি। এক্স হ্যান্ডলে পাঠান লিখেছেন, ‘যদি বুমরাহ আরও বল করতে চাইত বা জো রুট ব্যাট করতে আসার পর অধিনায়ককে অনুরোধ করত, আমার মনে হয় না টিম ম্যানেজমেন্ট বা দলের কেউ ওকে থামাত। ফলে এরকম ভুয়ো খবর ছড়ানো বন্ধ হোক। আমি টিম ইন্ডিয়াকে এই নিয়ে প্রশ্ন করিনি।’

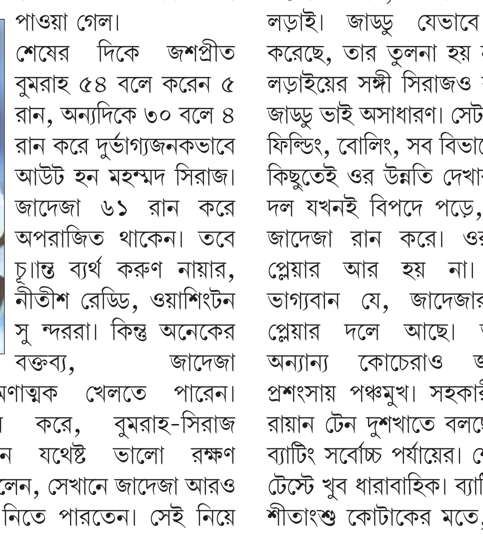

আসলে বুমরাহকে নিয়ে অন্য একটা সমস্যাও আছে। তাঁর ‘ জন্য কোন ম্যাচ খেলানো হবে, কোন ম্যাচ হবে না, সেই নিয়ে প্রশ্ন আছে। এর উপর যদি ম্যাচের মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে ‘ মাথায় রেখে বল করানো হয়, তাহলে বিতর্ক আরও বাড়বে। পাঠানের নামে যে সমালোচনা বেরিয়েছিল, তাতে সেই বিতর্ক তৈরি হওয়ার সুযোগ ছিল।

সম্ভবত, সেই কারণেই পাঠান নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন। প্রসঙ্গত, লর্ডস টেস্টে ২২ রানে হারের ক্ষত এখনও শোকায়নি দেশের ক্রিকেটভক্তদের। অনেকের মতে, জাদেজা লড়াই করেছেন ঠিকই, কিন্তু আরও আগ্রাসী খেলতে পারতেন। টিম ইন্ডিয়ার ম্যানেজমেন্ট বা কোচ গৌতম গম্ভীরও কি সেটাই মনে করেন? বিসিসিআইয়ের পোস্ট করা একটি ভিডিওয় তার উত্তর পাওয়া গেল।

শেষের দিকে জশপ্রীত বুমরাহ ৫৪ বলে করেন ৫ রান, অন্যদিকে ৩০ বলে ৪ রান করে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আউট হন মহম্মদ সিরাজ। জাদেজা ৬১ রান করে অপরাজিত থাকেন। তবে চূ।ান্ত ব্যর্থ করুণ নায়ার, নীতীশ রেড্ডি, ওয়াশিংটন সু ন্দররা। কিন্তু অনেকের বক্তব্য, জাদেজা আক্রমণাত্মক খেলতে পারেন। বিশেষ করে, বুমরাহ-সিরাজ যেখানে যথেষ্ট ভালো রক্ষণ করছিলেন, সেখানে জাদেজা আরও ঝুঁকি নিতে পারতেন। সেই নিয়ে অনেকে জাদেজার সমালোচনাও করছে। তবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট জাদেজার পাশেই দাঁড়াচ্ছে। শুক্রবার বিসিসিআইয়ের পোস্ট করা একটি ভিডিও গৌতম গম্ভীর বলেন, এটা অসাধারণ লড়াই। জাড্ডু যেভাবে লড়াই করেছে, তার তুলনা হয় না। তাঁর লড়াইয়ের সঙ্গী সিরাজও বলছেন, জাড্ডু ভাই অসাধারণ। সেটা ব্যাটিং, ফিল্ডিং, বোলিং, সব বিভাগেই। সব কিছুতেই ওর উন্নতি দেখার মতো। দল যখনই বিপদে পড়ে, তখনই জাদেজা রান করে। ওর মতো প্লেয়ার আর হয় না। আমরা ভাগ্যবান যে, জাদেজার মতো প্লেয়ার দলে আছে। ভারতের অন্যান্য কোচেরাও জাদেজার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে বলছেন, ওর ব্যাটিং সর্বোচ্চ পর্যায়ের। শেষ দুটো টেস্টে খুব ধারাবাহিক। ব্যাটিং কোচ শীতাংশু কোটাকের মতে, আমার মতে, ও চাপের মুখে ভালো খেলে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com